



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13th Year, 31 Issue • 1 February, 2022, Tuesday • ১৮ মাঘ, ১৪২৮, মঙ্গলবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

রামপ্রসাদী সুরে ছত্রখান কোভিড বিধি

প্রতিবাদী কলম জীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। ‘কাজ কি মা সামান্য ধনে’ অতীতের রামপ্রসাদ এভাবেই ধন দৌলতকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তাই বলে তার সৃষ্টি বন্ধ থাকেনি। কিন্তু আধুনিক রামপ্রসাদ সম্পর্কে কি একথা বলা যায়? রামপ্রসাদী ঘরানার একটা আধুনিক সংজ্ঞাই যেন তুলে ধরেছেন। ‘কাজ আছে মা অসামান্য ধনে’ সুতরাং কোভিড বিধির মধ্যেই রমরমিয়ে চলছে কমল কাপ ক্রিকেট। দোসর হয়েছেন স্বয়ং রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার অলক। একেবারে রাজকীয় মেলবন্দন। রাজ্যের মুখ্যসচিবের পাশাপাশি তিনি আবার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টও সামলান। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় তিনিই শেষ কথা। কিন্তু সেই মুখ্যসচিবও আধুনিক রামপ্রসাদী সুরে মোহিত হয়েছেন। তাই হয়তো ঘোর



ট্রেন কয়েক মিনিটের জন্য উধাও করে দিয়েছিলেন। তেমনি কোনও এক জাদুবলে আমাদের মুখ্যসচিব সাহেবও সমস্ত সরকারি নির্দেশাবলীকে হেলায় উধাও করে দিয়েছেন। করোনার তৃতীয় ঢেউ

আছড়ে পড়েছে। দেশজুড়ে বিভিন্ন বিধিনিষেধ চালু হয়েছে। ব্যতিক্রম নয় ত্রিপুরাও। রাজ্যের জন্যও বিভিন্ন বিধিনিষেধ চালু করেছেন স্বয়ং মুখ্যসচিব। তবে নিজের সৃষ্টি



দলের মণ্ডল কর্তৃপক্ষ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা করতে পারবে। দর্শক উপস্থিতির ক্ষেত্রেও কোনও নিষেধাজ্ঞা থাকবে না। তাই সোমবার আমতলি মাঠে দর্শক উপচে পড়লো। এ এক অভাবনীয়

ঘটনা। আইপিএল খেলা ক্রিকেটার কনিষ্ঠ শ্রেণি এদিন কোনও একটি দলের হয়ে খেলতে নামে। কয়েকদিন ধরেই এ নিয়ে প্রচার চলছিলো। ফলে এই ক্রিকেটারের



দোসর হয়ে উঠলেন? রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা এবং সরকারি নির্দেশাবলী যার হাত দিয়ে বের হয়, সেই মুখ্যসচিব কি করে এ ধরনের বিরট একটি অনিয়মকে প্রশ্রয় দিলেন? এমন নয় যেন তখন কোনও

নির্দেশাবলী এসেছে যাতে সমস্ত বিধিনিষেধ উঠে গেছে। তার পরও এ ধরনের একটি বিরট অনিয়মকে প্রশ্রয় দিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব। স্থানীয় বিধায়ক এবং মন্ত্রী এদিন

গেলো এক্ষেত্রে স্বয়ং রক্ষকই ভক্ষক হয়ে উঠেছে। সবকিছুকে তুড়ি মেয়ে ভেঙিয়ে দিয়েছেন। লাঠি যার গরু তার এই মনোভাব নিয়েই যেন চলছেন ওই মন্ত্রী মহোদয়। অবশ্য এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। যে রাজ্যের মুখ্যসচিব নিজের সৃষ্টি করা নির্দেশাবলী নিজেই ভেঙে চুরমার করছেন, সেখানে একজন জনপ্রতিনিধি আরও সাহসী হয়ে উঠবে এতে আর অবাক হওয়ার কি আছে। উমাকান্ত মাঠে চলছে সিনিয়র লিগ ফুটবল। রবিবার এই মাঠে বিশাল সংখ্যক দর্শকের ভিড় হয়েছিলো। অথচ প্রশাসনের নজর পড়েনা এসব বিষয়। জনমনে প্রশ্ন, তাহলে কি শুধুমাত্র বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সভা জমায়েত বন্ধ রাখার জন্যই এসব লোক-দেখানো বিধিনিষেধ? বিষয়টা প্রকৃতই আদিয়ে তুলেছে সবাইকে। ● এরপর দুইয়ের পাভায়

রিমান্ডে বুথ সভাপতি-তনয়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। দেশা কারবারে যুক্ত হয়ে পড়েছে শাসকদলের নেতার পরিবার। অভিযুক্ত বুথ সভাপতির ছেলে কর্ণজিৎ সরকারকে সোমবার তিনদিনের রিমান্ডে পাঠালো আদালত। তার কাছ থেকে ২০১ কিলো গাঁজা পেয়েছে সিআই থানার পুলিশ। কর্ণজিৎ বামুচিয়া বিধানসভার ২নং বুথের সভাপতি প্রদীপ সরকারের ছেলে। বহুদিন এবিভূমির হয়ে এলাকায় নেতৃত্ব দিয়েছে ধৃত যুবক। এছাড়া শাসকদলের একাধিক সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত। বুথ সভাপতির ছেলেকে গাঁজা-সহ গ্রেফতারের পর থেকে বামুচিয়া এলাকার নানা ধরনের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব যখন মঙ্গলবার গাঁজার বিরুদ্ধে যুগ্ম ঘোষণা করার ডাক দিচ্ছেন, তখন তারই দলের বুথ সভাপতির ছেলে এই ব্যবসায় বড় নাম হয়ে উঠেছে। সবকিছু জানার পরও কর্ণজিৎের বাবাকে বুথ সভাপতির পদকিভাবে দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ● এরপর দুইয়ের পাভায়

কুমিল্লার ‘জিন বাদশা’র গ্রেফতারে স্বস্তি এপারেও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। করোনার জন্যে আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে এপারের নাগরিকেরা এখন বাংলাদেশে যেতে পারেন না। কিন্তু

প্রতিদিন গড়ে তিন থেকে পাঁচ শতাধিক মানুষ ওপারে গেছেন। ওপারে যাওয়া মাঠেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং কুমিল্লার সঙ্গে সহজ একটি যোগাযোগ স্থাপন



চিকিৎসা, বিশেষ প্রয়োজন এবং ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে যাতায়াতে তেমন বাধা নেই। এর থেকেও বড় উল্লেখ করার মতো বিষয়, যখন করোনা পরিস্থিতি ছিলো না, তখন নিয়মিতভাবেই

ভৌগোলিকভাবে এবং এ রাজ্যের বহু বাসিন্দাদের সঙ্গে বাংলাদেশের পরিবারগুলোর আত্মীয়তার নিরিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং কুমিল্লা অন্যতম জনপ্রিয় দুটো জায়গা। গত রবিবার কুমিল্লায় ‘জিন বাদশা’ গ্রেফতার

হয়েছে। এই গ্রেফতারের পর পরই, গত ছয়/সাত বছর ধরে যারা এপার থেকে ওপারে কুমিল্লায় গেছেন, তাদের অনেকেইই টনক নড়তে শুরু করেছে বা পড়বে। অসমর্থিত সূত্রের দাবি অনুযায়ী, এ রাজ্য থেকে অন্তত দুই হাজারেরও বেশি সংখ্যক নাগরিক কুমিল্লার ‘জিন বাদশা’র শরণাগত হয়েছেন। পারিবারিক বিবাদ, প্রেমে সংঘাত, জায়গা-সম্পত্তি নিয়ে অসন্তোষ, বেকারত্বের জ্বালা, সন্তান ধারণ করা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ‘জিন বাদশা’র কাছে পরামর্শ এবং সমাধানের জন্যে গত কয়েক বছর ধরেই এ রাজ্যের সংশ্লিষ্ট কয়েকজনের যাতায়াত আছে বলে জানা গেছে। গত দুদিন ধরে কুমিল্লাজুড়ে এই আলোচনা বেশ প্রাধান্য পেয়েছে যে, ‘জিন বাদশা’ গত কয়েক বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা ত্যাগাড়া মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরের নির্দেশক, চুড়াইবাড়ি চেকপোস্টের ইনচার্জ এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের স্টেশন নেতৃত্ব একটি কাজে সিতু রায়কে তার টেন্ডার তুলে নেওয়ার হুমকি দিতে গিয়ে খালি হাতে ফেরার পরই সোমবার তারা এক কোটি টাকার একটি কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। নিগো মাফিয়ার আবার প্রকাশ্যেই সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করছেন, সমস্ত কাজ সিতু রায় করবেন এটা হতে পারে না। সে জন্যই তারা তার বাড়িতে গিয়েছিলেন। কারণ, নতুন কাজ মণ্ডলের ছেলে-পোলেরা করবে।

বেতন হল না বিশ্ববিদ্যালয়ে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়-এ বেতন হল না, জানুয়ারি মাসের বেতন পাননি কর্মচারীরা। প্রতিমাসের শেষদিনেই এই কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী, এ রাজ্য থেকে অন্তত দুই হাজারেরও বেশি সংখ্যক নাগরিক কুমিল্লার ‘জিন বাদশা’র শরণাগত হয়েছেন। পারিবারিক বিবাদ, প্রেমে সংঘাত, জায়গা-সম্পত্তি নিয়ে অসন্তোষ, বেকারত্বের জ্বালা, সন্তান ধারণ করা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ‘জিন বাদশা’র কাছে পরামর্শ এবং সমাধানের জন্যে গত কয়েক বছর ধরেই এ রাজ্যের সংশ্লিষ্ট কয়েকজনের যাতায়াত আছে বলে জানা গেছে। গত দুদিন ধরে কুমিল্লাজুড়ে এই আলোচনা বেশ প্রাধান্য পেয়েছে যে, ‘জিন বাদশা’ গত কয়েক বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা ত্যাগাড়া মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরের নির্দেশক, চুড়াইবাড়ি চেকপোস্টের ইনচার্জ এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের স্টেশন নেতৃত্ব একটি কাজে সিতু রায়কে তার টেন্ডার তুলে নেওয়ার হুমকি দিতে গিয়ে খালি হাতে ফেরার পরই সোমবার তারা এক কোটি টাকার একটি কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। নিগো মাফিয়ার আবার প্রকাশ্যেই সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করছেন, সমস্ত কাজ সিতু রায় করবেন এটা হতে পারে না। সে জন্যই তারা তার বাড়িতে গিয়েছিলেন। কারণ, নতুন কাজ মণ্ডলের ছেলে-পোলেরা করবে।

নয়া কায়দায় চিটফান্ড

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩১ জানুয়ারি।। রোজভালি, কসমিক, বেসিল, রেসপন্স, কামা ইন্ডিয়া, সারাদা সহ আরও রকমারি চিটফান্ড মানুষের টাকা আত্মসাৎ করে বিদায় নিলেও নতুন কায়দায় একেবারে ডিজিটাল পদ্ধতিতে চিটফান্ডের ব্যবসা কিন্তু এখনও চলছে। নানা নামে, নানাভাবে অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফারের মাধ্যমে। মানুষও টাকা রাখছেন আবার পান্সা দিয়ে প্রতারণাও হচ্ছেন। কিন্তু প্রতারণার ব্যবসার মরমরমিয়েই চলছে। এক শ্রেণির প্রতারণার নানা প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে সেই প্রতারণা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। অগ্নিনির্বাপক দফতরের এক কর্মীর বিরুদ্ধে এরকম ব্যবসায় সাধারণ মানুষের লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, সম্প্রতি ● এরপর দুইয়ের পাভায়

বিমানবন্দর, রেলস্টেশনে কোভিড পরীক্ষা বাতিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। আবার করোনা পরীক্ষা নিয়ে নতুন সার্কুলার জারি করলো রাজা সরকার। দফায় দফায় সার্কুলার বদলে একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট মহলে স্বস্তি; অন্যদিকে ঘন ঘন সার্কুলার বদলি নাভেজানো প্রশাসনের একাংশ। সোমবার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের তরফে এক নির্দেশ তুলে জানানো হয়, আগামী ২ তারিখ থেকে যেসব যাত্রীরা বহিরাঙ্গ থেকে মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন, তাদের কাউকেই করোনা পরীক্ষা করতে হবে না। তবে যাত্রার

৭২ ঘণ্টা আগে আরটিসিআর নেগেটিভ রিপোর্ট সঙ্গে বহন করতে হবে। অথবা করোনার দুটো টিকা নেওয়ার সার্টিফিকেট দেখাতে হবে। একই নিয়মাবলী চুড়াইবাড়ি চেকপোস্ট এবং অন্যান্য রেলস্টেশনগুলোর জন্যও প্রযোজ্য হবে বলে নির্দেশিকাটিতে জানানো হয়েছে। সোমবার দফতরটির এক অফিসিও জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং অধিকর্তা ডাক্তার রাধা দেববর্মা নির্দেশিকাটিতে স্বাক্ষর করে জানান, যদি কোনও যাত্রী আরটিসিআর নেগেটিভ রিপোর্ট অথবা দুটো টিকার সার্টিফিকেট দেখাতে ব্যর্থ হন,

তাহলে উক্ত জায়গাগুলোতে করোনা পরীক্ষা করতে হবে। গত ৮ জানুয়ারি যে নির্দেশিকা বিমানবন্দর এবং রেলস্টেশনকে কেন্দ্র করে জারি করা হয়েছিলো, তাকে বাতিল করেই নতুন নির্দেশিকাটি জারি করা হয়েছে। নির্দেশিকার প্রতিলিপি সোমবার সন্ধ্যায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিকের কার্যালয় এবং প্রত্যেক জেলাশাসক কার্যালয়ে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই আগামী ২ তারিখ থেকে যেসব যাত্রীরা বহিরাঙ্গ থেকে এ রাজ্যে আসবেন, তাদের সকলের মধ্যেই

স্বস্তি বিরাজ করবে। নির্দেশিকাটির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে সমস্ত জেলার পুলিশ সুপারদের কাছেও। তাছাড়া মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরের নির্দেশক, চুড়াইবাড়ি চেকপোস্টের ইনচার্জ এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের স্টেশন ইনচার্জের কাছেও। এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে নির্দেশিকার প্রতিলিপি পৌঁছে গেছে রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিবের কার্যালয়েও। গত বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরেই রাজ্যে করোনার বাড়বাড়ন্ত ছিলো। তাতে সরকার বিমানবন্দর এবং রেলস্টেশনে করোনা পরীক্ষার সিদ্ধান্ত ● এরপর দুইয়ের পাভায়

মলদ্বারে সোনা পাচার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। মলদ্বারে সোনা পাচার করতে গিয়ে আটক এক বাংলাদেশি। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা সোমবার আগরতলা বিমানবন্দরে। ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে ২৩২ গ্রামের দুটি সোনার বিস্কুট পাওয়া গেছে। তাকে কাস্টমসের হাতে তুলে দিয়েছে বিমানবন্দরের কর্মীরা। ধৃতের নাম এমবিএম খাইরুল হাসান। তার বাড়ি বাংলাদেশের চন্দ্রাবাড়ি বলয়হালায়। জানা গেছে, সোমবারই সকালে আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করেছিল খাইরুল। সীমান্ত বন্দর দিয়ে প্রবেশ করার পর সরাসরি চলে যায় আগরতলা বিমানবন্দরে। ইতিগো বিমানে কলকাতায় যাচ্ছিল এই বাংলাদেশি নাগরিক। তার ব্যাগও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। কিন্তু ইতিগো বিমানবন্দরের কর্মীরা খাইরুলকে পরীক্ষা করার পর সন্দেহ



তৈরি হয়। আলাদাভাবে নিয়ে তাকে তল্লাশিও চালানো হয়। কিন্তু কিছুতেই কোথায় আপত্তিকর জিনিস রাখা হয়েছে তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত পেট খোলানো হয় এই বাংলাদেশি নাগরিকের। তার মলদ্বারের মধ্যেই রাখা ছিল দুটি সোনার বিস্কুট। এই ঘটনা দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে যান বিমান বন্দরের কর্মীরা। তারা খবর দেন কাস্টমসের কর্মীদের। দুটি সোনার বিস্কুট-সহ খাইরুলকে আটক করে নিয়ে যায় কাস্টমসের কর্মীরা। এই ঘটনায় এয়ারপোর্ট থানাকে অবশ্য কাস্টমসের কর্মীরা কোনও তথ্য দেয়নি বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত, আগরতলা বিমানবন্দর দিয়ে স্বর্ণ পাচার করার কথা নতুন কিছু নয়। আগেও বেশ কয়েকবার সোনার বিস্কুট পাচারের সময় আটক হয়েছে। তবে এই প্রথম মলদ্বারের মধ্যে সোনা পাচারের সময় কেউ ধরা পড়েন। সোনা পাচারের এই চক্রের সঙ্গে আরও অনেকেই জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে। আখাউড়া সীমান্ত বন্দর থেকে শুরু করে রাজ্যের আরও কয়েকজন এই পাচারের সাথে যুক্ত বলে অভিযোগ উঠেছে। খাইরুলকে চিকিৎসাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে বহু তথ্য বেরিয়ে আসবে বলেও মনে করছেন বিমানবন্দরের কর্মীরাই।

রাতে নিত্য সন্ত্রাসের বলি ২

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর / সোনামুড়া, ৩১ জানুয়ারি।। দিলের বেলা ভো বয়ে, রাতের বেলাও সন্ত্রাস বন্ধ নেই। সোমবার রাতে রাজ্যের দুটি পৃথক



স্থানে পৃথক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। একটি ঘটনা কৈলাসহরে। অপরটি সোনামুড়ায়। কৈলাসহরে বরেন্দ্রো গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারান বাইক চালক আব্দুল আলি (৪৫)। অপরদিকে সোনামুড়া ওয়াগনার গাড়ির সাথে সংঘর্ষে মৃত্যু হয় অটো ● এরপর দুইয়ের পাভায়

জট বাঁধছে প্রশাসনে মুক্তি চান অধিকাংশই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। সাধারণ প্রশাসনে এতদিন ধরে চলে এসেছে যে ফিস্টে ভাঙে যে কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা অর্জন করলে কোনও টিসিএস ক্যাডারকে জেলা পর্যায় বা ডিএম অফিসে পোস্টিং দেওয়া হয়। এরকম করার মূল কারণ, একজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অফিসার মহকুমা বা ব্লকের কাজকর্ম ডিএম অফিসে থেকে ভালোভাবে বুঝতে পারবেন, পরামর্শ দিতে পারবেন, পর্যালোচনা করতে পারবেন। সম্প্রতি টিসিএস অফিসারদের পোস্টিং দেখে সচিবালয়ের অনেক সিনিয়র অফিসারেরই আক্কেল গুড়ুম অবস্থা। মাত্র পদোন্নতি পেয়েছেন এমন অনেক অফিসারকে ডিএম অফিসে ডেপুটি কালেক্টর হিসাবে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। ধারা ভেঙে এই রকম করার পেছনে সাধারণ প্রশাসনের এক উচ্চ শিক্ষিত টিসিএস অফিসার। তার মত এরকম একজন কীভাবে

জুনিয়র অফিসারদের দিয়ে মহকুমা এবং ব্লক পর্যায়ের সিনিয়র অফিসারদের প্রত্যক এবং পরোক্ষ ভাবে তত্ত্বাবধানের মত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, এই নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। এখন একজন সিনিয়র

নির্দেশ দেবেন। এক ধরনের অস্থিরতা বা হযবরত অবস্থা তৈরির নেপথ্য নায়ক সেই মহাশক্তিধর অফিসার। অভিযোগ যে উপরি-বাতাসের ধাক্কায় এই রকম পেজগি লাগিয়ে লাগাম নিজে

An Initiative By Joyjit Saha

Big Books

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

পারুল প্রকাশনী

9774414298

বিজ্ঞপনে বিজ্ঞান-মহা-পাঠ্য-পুস্তক-মাসে-প্রকাশ-দেখ-পারুল-প্রকাশনী-র-বই-কিন

রক অধিকারিক বা একজন মহকুমা শাসক কীভাবে ডিএম অফিসে পোস্টিং পাওয়া জুনিয়র অফিসারের কাছে রিপোর্ট করবেন বা তার কথা শুনবেন অথবা জুনিয়র অফিসারই কীভাবে সিনিয়র অফিসারকে কোনও কাজ করার

হাতে রাখা এবং মহাকরণের আলিঙ্গন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণই উদ্দেশ্য। সিনিয়র-জুনিয়র জট, অভিজ্ঞতাহীন ক্যাডারকে ডিএম অফিসে বসানো যে অসুবিধাই তৈরি করবে, এরকম একটা সহজ বিষয় তার ● এরপর দুইয়ের পাভায়

কমিশন : কাজ বন্ধ করলো নিগো মাফিয়ারা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩১ জানুয়ারি।। সরকার যথেষ্টভাবে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, দেয়নি। ঘরে ঘরে রাজগারের কথা বলেছিলো, খোদা শাসক দলের কার্যকর্তারাই এখন রাজগার হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। এবার সরকার বলছে আয়নির্ভরতার কথা। হয় স্বসহায়ক দল গঠন, নয় গো-পালন অথবা চপ-সিদ্ধার দোকান। রাজগারের খোঁজে শাসক দলের নেতারা এবার সরকারি কাজের দিকেই হাত বাড়িয়েছেন। রাজ্যজুড়ে যে উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে সেখানে নিগোসিয়েশনই একমাত্র



গিয়েছে। এই চিত্র রাজ্যের প্রায় সবক'টি মণ্ডলেই। রবিবার তেলিয়ামুড়ার কৃষ্ণপুর মণ্ডলের

নিগো মাফিয়ারা ঠিকদার সিতু রায়ের বাড়িতে গিয়ে তাকে হুমকি দিয়ে এসেছে, সোমবার তারা মুন্সিয়াকামীর একটি বিদ্যালয়ে গিয়ে

চার মাস ধরে মুন্সিয়াকামীর মেথেরাই বাড়ি স্কুলের নির্মাণ কাজ চললেও নিগো মাফিয়ারদের নজর এতদিন সেদিকে পড়েনি। রবিবার নতুন একটি কাজে সিতু রায়কে তার টেন্ডার তুলে নেওয়ার হুমকি দিতে গিয়ে খালি হাতে ফেরার পরই সোমবার তারা এক কোটি টাকার একটি কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। নিগো মাফিয়ারা আবার প্রকাশ্যেই সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করছেন, সমস্ত কাজ সিতু রায় করবেন এটা হতে পারে না। সে জন্যই তারা তার বাড়িতে গিয়েছিলেন। কারণ, নতুন কাজ মণ্ডলের ছেলে-পোলেরা করবে।

সোজা স্পোর্টস বামের ভবিষ্যৎ

বামেদের হাতে ১৬ জন বিধায়ক। তারপরও বামেরা নাকি রাজ্যের বর্তমান শাসক দলের বিরুদ্ধে সেভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন বা তীব্র প্রতিবাদের রাস্তায় নেই। হল সভা বা মিডিয়ার সামনে রাজ্যের বাম নেতৃত্ব রাজ্যের শাসক দল বা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখলেও তা কোন আন্দোলনে পরিণত হচ্ছে না। ফলে বিধানসভা ভোটের মাত্র এক বছর আগেও বামেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে রাজ্যের মানুষ কিন্তু মোটেই তেমন আশাবাদী নন। বরং দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ে তিপ্রা মথা এবং সমতলে সুদীপ-রা অনেক বেশি জনসমর্থনের দিকে ছুটছে। শাসক দলের বিধায়ক হয়েও জনগণের মাঝে নেমে সুদীপ-আশিস’রা যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি-কে নিশানা করে বক্তব্য রাখছে তাতে কিন্তু অনেক বাম কর্মী-সমর্থক তাদের দলের ভবিষ্যৎ অন্ধকারই মনে করছে। তিপ্রা মথা যেভাবে শাসক বিজেপি-র বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক তাতে পাহাড়ে বামেদের ভবিষ্যৎও অন্ধকার। আর এই সমস্ত কথা বা আশঙ্কা কিন্তু খোদ বাম কর্মী ও সমর্থকদের। এডিসি এবং পূর ভোটে বামেরা ব্যর্থ। তারপরও বিধানসভায় এখনও ১৬ জন বিধায়ক। কিন্তু খোদ বাম কর্মী ও সমর্থকদের অভিযোগ, মানিক বা জিতেন-রা হলসভা বা মিডিয়াতে অনেক বক্তব্য রাখলেও মানুষকে সেভাবে নিজেদের পক্ষে টানতে ব্যর্থ। এই জায়গায় সুযোগ নিচ্ছে পাহাড়ে তিপ্রা মথা এবং সমতলে সুদীপ-রা। অনেক বাম কর্মীই কিন্তু এখন তিপ্রা মথা ও সুদীপ-র দিকে ঝুঁকছে বলে রাজনৈতিক মহলের দাবি।

আগুনে পুড়ল ২৬ দোকান

● **আটের পাতার পর** - জানান, নাইট কার্ফিউ থাকায় দোকানের এক দরজা বন্ধ করে হিসেব করছিলেন। ‘এমন সময় ধোঁয়া দেখতে পাই। দোকান থেকে কিছুই বের করতে পারিনি। এর আগেই আগুন চোখের সামনে দোকান পুড়িয়ে দেয়।’ দমকলে খবর দেওয়া হলেও কয়েক মিনিটেই সব শেষ হয়ে যায়। একটানা ২৬ দোকান পুড়ে যায়। এই জায়গায় সেকান, মুস্টির দোকান, মুদি-সহ অন্য সামগ্রীর দোকান ছিল। বড়জলা এলাকারই বাসিন্দাদের এই দোকানগুলি, কৃষ্ণবন ফায়ার স্টেশনের ওসি জানান, আমার বাড়িও মহান ক্লাবের পাশে। আগুনের খবর পেয়ে শহরের সবকটি স্টেশনে খবর দেওয়া হয়। কৃষ্ণবন, এনসিসি, আগরতলা, গোলগাজার থেকে ছয়টি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনার চেষ্টা করে। দ্রুত আগুন নেভানো যায়নি। আগুন লাগার কারণ জানতে মঙ্গলবার তদন্ত হবে। ক্ষয়ক্ষতির হিসেবও মঙ্গলবারই করা হবে। এখনও ঠিকভাবে বোঝা যাচ্ছে না কিভাবে এই আগুন। এদিকে, অগ্নিকান্ডের খবর বিধায়ক ডাঃ দিলীপ কুমার দাস থেকে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পিপ্রব কুমার দেব। তিনি রাতে শহরে অনিচ্চ ক্লাবের কালীপূজাতে গিয়েছিলেন। সেখানে থাকার সময়ই অগ্নিকান্ডের ঘটনাটি হয়। বিধায়ক ডাঃ দিলীপাবাবু জানান, সম্ভবত টেইলারের দোকান থেকে আগুন লেগেছিল। তবে এটা নিশ্চিত নয়। তদন্ত করা হচ্ছে এই ঘটনার। অগ্নিকান্ডের ফলে এলাকা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের কারও দোকানের জন্য ইনসুরেন্স করেননি। এমনকি ট্রেড লাইসেন্স ছিল কিনা সন্দেহ আছে। সরকার বার বার ব্যবসায়ীদের ইনসুরেন্স করিয়ে নিতে বলে। এই ধরনের বিপর্যয়ে ইনসুরেন্স থাকলে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। মুখ্যমন্ত্রী ফোন করে সব জেনেছেন। কিভাবে সাহায্য দেওয়া যায় মুখ্যমন্ত্রী দেখবেন। অগ্নিকান্ডে কেউ আহত হয়েছেন এমন খবর নেই। এই ঘটনার তদন্ত করছেন দমকল কর্মীরা। তবে অগ্নিকান্ডের পেছনে অন্য রহস্যও দেখতে পাচ্ছেন স্থানীয় কয়েকজন। তারা চাইছেন ঘটনার সূত্ু পুলিশি তদন্ত হোক। আগুন যদি ইচ্ছাকৃত হয়ে থাকে তাহলে দোষীর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

টিএমসি

● **আটের পাতার পর** - জনাই হাসপাতাল সাজানোতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন স্বাস্থ্য কর্মীরা। কিন্তু ভুলে গেছেন তারা ভর্তি রোগীরাই। এমনই অভিযোগ উঠেছে। রোগীগণের দাবি, গত দু’দিন ধরে ঠিকমতো ডাক্তাররা তাদের দেখতে যাচ্ছেন না। হাসপাতালের বেশ কিছু অংশ অন্ধকার হয়ে থাকে। এই জায়গাগুলি সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন স্বাস্থ্য কর্মীরা।

৪৮ ঘণ্টা

● **আটের পাতার পর** - টিলা এলাকার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। জগৎপুর স্কুলের সামনে কিছু বখাটে যুবক কামেলা করছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে নিজের ফোনে কথা বলছিলেন সিদ্ধার্থ। তার মাথাখও হেলমেট ছিল। এমন সময় বখাটে যুবকরা এসে সিদ্ধার্থকে ইট দিয়ে মারতে শুরু করে। তার হেলমেট দু-টুকরো হয়ে যায়। মাথায় ইটের আঘাতে রক্ত বরতে থাকে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি। কমলের দাবি, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার না করলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে। ইতিমধ্যেই আমাদের ১২৫ জন মারা গেছেন। এর উপর বাইক বাহিনী বিভিন্ন এলাকায় চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের উপর আক্রমণ করছে। আমরা কি এই রাজ্যে থাকতে পারবো না? এই দাবি রাজবাসীর কাছেই।

জ্বালানি চুরি

● **আটের পাতার পর** - জ্বালানি চুরি করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করেন গাড়ির চালক। সোমবার সকালে গ্যারেজের মালিক এসে দেখতে পান তালা ভাঙা অবস্থায় মটিতে পড়ে আছেন। তখন চেয়ে দেখেন পূর্ণ পরিবাদের গুই গাড়ির জ্বালানি নিয়ে যায় চোরের দল। এখানেই একটি শপিং মলের নাকের ভেতর থেকে এভাবে চুরির টের পেলেন না? গ্যারেজের মালিকের খবর পেয়ে গাড়ির চালক ঘটনাস্থলে চলে আসেন। পরে লিখিতভাবে বিশালগড় থানায় মামলা করা হয়েছে বলে খবর। প্রশ্ন উঠছে বিশালগড় পুলিশের থানার নাকের ভেতর থেকে এভাবে চুরির ঘটনা কীভাবে ঘটল। এই ঘটনার সূত্ু তদন্ত করার দাবি উঠেছে।

কারাদণ্ড

● **আটের পাতার পর** - মামলায় সরকারি আইনজীবী পুলক কুমার দেবনাথ জানিয়েছেন, সাক্ষ্য-বাক্যের মধ্য দিয়ে আললতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে তাপস। তার বাড়ির কাছে নিয়ে ৮ বছরের নাবালককে যৌন হেনস্থা করা হয়েছিল। এই ঘটনায় আদালত দৃষ্টান্তমূলক সাজা ঘোষণা করেছে।

অভিযোগ

● **আটের পাতার পর** - তিনি ও লক্ষ ২০ হাজার টাকা দিয়েছেন। এখন আরও ও লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দাবি করে ধর্ষণের ডিডিও ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। এই ঘটনায় পুলিশ কাসেমকে গ্রেফতার করে না বলে অভিযোগ করছেন গুই গৃহবধু। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এখন ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন। যদি অভিযুক্ত গ্রেফতার না হয় তাহলে তিনি আত্মহত্যা ছাড়া কোনও উপায় দেখতে পারছেন না বলে দাবি করেছেন।

এবিভিপি

● **চারের পাতার পর** কোনও ইস্যুতে নীরব থাকার কারণও ব্যাখ্যা করছে না প্রসঙ্গের নেতারা। অরাজনৈতিক সংগঠন বলে দাবি করা এবিভিপি কার্যকর্তারাই তাদের কার্যকলাপে রাজনৈতিক নেতাদের ‘পদলেহন’করছে বলে বিক্রান্ত মহল অভিমানত ব্যক্ত করছে। এবিভিপি-কে প্রমাণ করতে হবে, তারা ছাত্রদরদী সংগঠন। সন্ত্রাসের ঘটনায় এবিভিপি সংবাদমাধ্যমের কাছেও মুখ খোলেনি। সব মিলিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে।

কটাক্ষ

● **চারের পাতার পর** কমিটির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হয় এক কনভেনশন। উপস্থিত ছিলেন দেশের মানুষের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষের কাছ ও খাদ্যের দাবি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দিয়ে এক সংকটের মুখে ফেলতে চাইছে। সারা দেশে নিতা প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য অব্যাবধিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অসংগঠিত শ্রমিকদের সার্বজনীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়ে আগামী ২৮ ও ২৯ মার্চ দুদিন ব্যাপী যে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে সারা দেশে সেই ডাকে সারা দিয়ে রাজ্যেও এই ধর্মঘট সফল করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন উপস্থিত বক্তারা।

বার্তা মোদির

● **ছয়ের পাতার পর** নির্বাচন। পশ্চিমবঙ্গেও শুরু হচ্ছে পুরসভা ভোট। রাজনৈতিক পর্ষৎসম্প্রদেব অনুমান, পোগোসা-কাণ্ড এবং ভোটকে সামনে রেখে বাজেট অধিবেশনে বিরোধীরা অশান্তি করতে পারেন ভেবেই আগে থেকে এই বার্তা দিয়ে রাখাছেন এমি। যাতে অধিবেশন মূলতবি হলে তার দায় বিরোধীদের উপরেই বর্তায়। “মোদি এদিন বলেছেন, “ভারতের অর্থনীতি বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই বাজেট অধিবেশনও ভারতের আর্থিক প্রগতিতে আগামী এক বছরের জন্য প্রভাবিত করবে। আশা করব, দেশের উন্নতিত কথা মাথায় রেখে সাংসদরা একযোগে কাজ করবেন। বাজেট ভোট নিজের জায়গায়, কারণ অধিবেশন নিজের জায়গায়।”

জট বাঁধছে প্রশাসনে

● **প্রথম পাতার পর** মতো এত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি বুঝতে পারেননি তা নয়, এক সময়ের অতি বাম এই অফিসারের এরকম বিষয় কার্যকরী করার পেছনে অন্যরকম উদ্দেশ্য কাজ করছে বলেই অভিযোগ। দশমুন্ডের কতাকে কী বুঝিয়েছেন জানা যায়নি, তবে তাতে যে কাজ লাট হবে, বিরক্তি বাড়াবে বিভিন্নস্তরে, তা থেকেই বুঝতে পারবেন। একজন আইএএস অফিসারও বিডিও-র অজিজ্ঞতা অর্জন না করে মহকুমা শাসক বা জেলা পর্যায়ের স্থায়ী পোস্টিং পান না সাধারণত। অবস্থা এখন এই যে মাত্র পদোন্নতি পাওয়া টিসিএস অফিসারকে জেলা পর্যায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এনিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অনেকদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সচিবালয়ের আইএএস এবং টিসিএস অফিসাররাও কিছু বুঝছেন না, কারণ পাওয়ার ব্রেকের ব্লু আইভ ব্য, ডিএ -পি এও টি দেখেন, আবার মহাকরণের ক্ষমতা কেন্দ্রের সুইচ বোর্ডের পাহারাদার হয়েছেন বাম থেকে বাম হলে। সচিবালয়ের সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গেছে অনেক সিনিয়র টিসিএস অফিসার আইএএস পাবার যোগ্যতা অর্জন করে নিচ্ছেলেন, কিন্তু সময়ে এবং সঠিক ভাবে তাদের নাম কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে না পাঠানোয় তারা বঞ্চিত হচ্ছেন, হয়েছেন। আদালতে কেউ মামলা করলে সরকারকেই জবাবদিহি করতে হবে, উচ্চ শিক্ষিত টিসিএস অফিসারও কি তখন সটকে পড়তে পারবেন। এক টিসিএস অফিসার গত নভেম্বর মাসেই রিটায়ারমেন্টে গেলেন, আরেকজন আর কিছুদিনের মধ্যেই রিটায়ারমেন্টে যাবেন। এরকম অনেক ছোট বাড় অভিযোগ সেই অফিসার ও আরও কয়েকজন কারিগরের বিরুদ্ধে প্রতিনিদ সচিবালয়ের অলিঙ্গিত ক্ষোভ জমাট হয়েছে। টিসিএস কাডারদের সমিতির পাদধিকারীরাও সব জানেন, তবে যেহেতু ব্লু আইভ হয় ভয়ানক বাসন্তি রঙের কোট দেওয়া, তাই ভয়ে কেউ কিছু বলতে সাহস পাচ্ছেন না। গুমোট অবস্থা থেকে অধিকাংশই মুক্তি পেতে চাইছেন।

চিটফান্ড

● **প্রথম পাতার পর** ত্রিপল এম গ্লোবাল এবং ইথার ট্রেড এশিয়া নামক ভুয়ো দুটি চিটফান্ডের কাজ শুরু করেছেন অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মী রাধেশ্যামবাবু বলে স্থানীয় বথ অভিযোগ আসতে শুরু করেছে আমাদের সংবাদ ভবনে। তার সরকারি অফিসে বসেই তিনি এই কাণ্ড চালান প্রতিনিয়ত বলে অভিযোগ। এর জন্য এই চিটফান্ডের কোনও অফিসে যেতে হয় না, অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফারের মাধ্যমেই সবকিছু হয়ে যায়। রাধেশ্যামবাবুর বাড়ি স্ব্যামুখে। মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে প্রচুর অর্থ সম্পদ, গাড়ি বাড়ি জুটিয়ে নিয়েছেন তিনি। যারা টাকার বিনিয়োগ কর প্রতারিত হয়েছেন তাদেরকেই উল্টো চোরের মায়ের বড় গলার মতো শাসিয়ে চলেছেন তিনি। প্রশাসনের একেবারে চোখের সামনে এমন প্রতারণা কাণ্ড চললেও থানা-পুলিশ-প্রশাসন সবাই কিভাবে চোখ বন্ধ করে চুপ করে থাকতে পারে তা নিয়েই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

নিত্য সন্ত্রাসের বলি ২

● **প্রথম পাতার পর** চালক তপন শীলের। নিহত দু’জনের মৃতদেহ এদিন রাতে স্থানীয় হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ তুলে দেওয়া হবে পরিজনদের হাতে। রাজ্যে যেভাবে যান সন্ত্রাস চলছে তাতে সাধারণ মানুষ খুবই আতঙ্কিত। কারণ দিনে কিংবা রাতে দুর্ঘটনা বন্ধ নেই। সড়ক সুরক্ষা সপ্তাহ থেকে শুরু করে ট্রাফিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হলেও কোনোটাই যেন কাজে আসছে না। ডিম্ফিক কর্মীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় শুধুমাত্র বাইক চালকদের নথিপত্র সঠিক কিনা তা যাচাই করতে। কিন্তু দুর্ঘটনা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে তাদের কোনো ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ। এদিন রাতে কৈলাসহরে দুর্ঘটনায় নিহত আব্দুল আলির বাড়ি বাড়ি ফিরছিল এলাকায়। এদিন রাতে তিনি বাইকে চেপে বাবুরবাজার থেকে মাড়ি ফিরছিলেন। ইয়াজেখাওরা পঞ্চায়েত এলাকায় ত্রিমুখী রাস্তায় বলেরো গাড়ির সাথে বাইকের সংঘর্ষ ঘটে। যার ফলে মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে বাইক চালকের। তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। পরবর্তী সময় যযারার সার্ভিসের কর্মীরা এসে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে সোনামুড়া পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় রাত দশটা নাগাদ টিআর৭২৬৩২ নম্বরের অটো এবং ওয়্যগনার গাড়ির সংঘর্ষ ঘটে। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান অটো চালক তপন শীল। তার বাড়ি খলিয়াই ৬ নং ওয়ার্ডে। দুর্ঘটনার পর ঘাতক ওয়্যগনার গাড়িটি পালিয়ে যায়। দুর্ঘটনার রুয়াবহতা এতটাই বেশি ছিলো যে তখন শীলের মাথার একটি অংশ একেবারে আলাদা হয়ে যায়। তার অটোও একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে।

বন্ধ করলো নিগো মাফিয়ারা

● **প্রথম পাতার পর** সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। এরপরই নিগো মাফিয়ারা তার কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। তবে আশ্চর্যজনকভাবেই পুলিশি ভূমিকায় হতাশ হয়েছেন ঠিককের সিতু রায়। তিনি জানিয়েছেন, পুলিশকে মাফিয়ারা সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করার পরও তারা কোনও ব্যবস্থা নিতে চাইছে না। এর ফলে মাফিয়ারা আরও সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। এতে তিনি গভীর হতাশা ব্যক্ত করে জানিয়ে দিয়েছেন, এরকম হলে ভবিষ্যতে ঠিককেররা আর কাজ করতে এগিয়ে আসবেন না। অভিযোগ শুধু কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্র নয়, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকাতেই নিগো মাফিয়া সেজে শাসক দল আশ্রিত লোকজনেরা লুটপাট এবং তোলা আদায়ের নেমেছে। এ নিয়ে কোনও মহলেই কোনওরকম কথা বলে কাজ হচ্ছে না। এতে করে কাজের গুণগতমানেরও বারোটা বেজে যাচ্ছে। যদিও ক্ষমতায় আসার আগেই বিজেপির প্রতিক্রি়ত ছিলো তারা ক্ষমতায় এলে নিগো বাণিজ্যকে চিরতরে বিদায় দেবে। কিন্তু নিগোসিয়েশন বাণিজ্য বিদায় নেওয়ার বদলে একেবারে ফুলেফুলে জাঁকিয়ে বসেছে।

গ্রেফতারে স্বস্তি এপারেও

● **প্রথম পাতার পর** গৌরীপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে ‘জীন বাদশা’কে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তের আসল নাম জাকির হোসেন। রায়ের কোম্পানি অধিনায়ক মেজর মহম্মদ সাকিব খুনে গ্রেফতারের পর সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন, জাকির নিয়মিতভাবে সাধারণ মানুষের আবেগকে নিয়ে ব্যবসা চালিয়ে গেছে। বাংলাদেশ এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে দুর্দল চিত্তের নাগরিকদের কাছ থেকে জীন-এর নাম করে পয়সা লুটাই ছিলো জাকিরের মূল উদ্দেশ্য। আর এই চক্রের জড়িয়ে পড়েছিলেন এ রাজ্যেরও অনেকে। অসমর্থিত সুত্র মোতাবেক, রাজ্যের বহু নাগরিককেই মরা শবুদের পাখা, মরে যাওয়া চিচের পাখা সহ বিভিন্ন কিছু নিয়ে ‘নির্দেশ’ দিতো জাকির। রায়ের কোম্পানি অধিনায়ক সাংবাদিক সম্মেলনে এও জানিয়েছেন, জাকিরের নারায়ণগঞ্জের বাড়ি থেকে তারিখ, কবর সহ অন্যথ্য পাতিল উদ্ধার করেছে। পাতিলগুলোতে নিতা প্রয়োজনীয় নয়, এমন বথ জিনিস পাওয়া গেছে। মানুষকে ভয়ভীতি দেখিয়ে এবং জীন’র নাম করে সমস্যা সমাধানের কথা বলে দিনের পর দিন অর্থ লুটেছে জাকির। এই চক্র রাজ্যের অনেক নাগরিক নিজেদের অজ্ঞতার কারণে জড়িয়ে পড়েছিলেন। গত দু’দিনে জাকিরের খবরটি সামাজিক মাধ্যম সহ বিভিন্ন ভাবে প্রচারিত হওয়ায় একদিকে যেমন কুমিল্লা জেলা জুড়ে স্বস্তি, অন্যদিকে এ রাজ্যের নাগরিকেরা যারা নিয়মিতভাবে জাকিরের কাছে যেতেন, তাদের মধ্যে চরম শান্তি নেমে এসেছে। তবে ইতিমধ্যেই রাজ্যের অনেকেই জাকিরকে মোটা অংক দিয়েছেন বলে অসমর্থিত সূত্রটি জানিয়েছে। আগামীদিনে রায় এবং বাংলাদেশ পুলিশের তদন্তে জাকির সম্পর্কে কি সব তথ্য উঠে আসে, সেটাই এখন দেখার।

রামপ্রসাদী সুরে ছত্রখান কোভিড বিধি

● **প্রথম পাতার পর** কি হবে এ রাজ্যের? এদিকে, ক্রিকেটের ভাষায় বলা চলে, করোনাবিধিকে অভার বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে দিয়েছেন মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল। নিজের উদ্যোগে আয়োজিত একটি টর্নামেন্টের সোমবার সেমি ফাইনাল খেলায় সোমবার যে পরিমাণ দর্শক সমাগম দেখিয়েছে আমতলির স্কুলমার্চ, তাতে করোনা বিধিকে ব্যাট হাতে ছঙ্কা মেরেছেন মন্ত্রীবাহাদুর। শহরের বিভিন্ন পথে গত মাস খানেকেরও বেশি সময় ধরে নিজের একটি উদ্যোগের প্রচার করেছেন। মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল নিজের ছবি সহ সেসব প্রচারসম্ভার্য জানান দিয়েছিলেন, আমতলির স্কুল মাঠে একটি সাড়ো জানোলা ক্রিকেট টর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। বিজেতাদের পুরস্কার হিসাবে গাড়ি দেবার ঘোষণাও করেন মন্ত্রী রামপ্রসাদ। সোমবার সেই প্রতিযোগিতার সেমি ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এদিকে খেলা অনুষ্ঠিত হবে, অন্যদিকে রাজ্যের দফতরের তরফে জারি হওয়া করোনা -নির্দেশিকা ভু-লুটিত হয়। সোমবার আয়োজনটি রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার অলক স্বাক্ষরিত তিনা পাতার করোনাবিধিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যখন রাজ্যের বিদ্যালয়গুলো বন্ধ ছিলো, যখন পাঠ্য-সিনেমা হল-স্পোর্টস কমপ্লেক্স এবং স্টেডিয়াম বন্ধ ছিলো তখন এরকম একটি আয়োজন নিঃসন্দেহে বিতর্কের বাড় তুলবে। নির্দেশিকায় বলা ছিলো, স্টেডিয়ামে যতটা ধারণ ক্ষমতা তার ৫০ শতাংশ নিয়মিত আয়োজন সম্ভব। সোমবার ৫০ শতাংশ-এ দু’দূরের কথা, যতটা ক্ষমতা তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি দর্শকদের উপস্থিতিতে আয়োজিত হয় চূড়ান্ত পর্বের খেলাটি। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। একজন মন্ত্রীর আয়োজনেই যখন করোনাবিধি পিড়ি চটকায়, তখন সাধারণের কি দোষ? এই প্রশ্ন এখন ঘুরে ফিরেই উঠছে। রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার অলক দু’পার্শ্ব মোকাবিলা অধিরিটির রাজসূত্রীয় এগঞ্জিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যানও বটে। গত ৯ জানুয়ারি, সরকারের রাজস্ব দফতর থেকে এক নির্দেশিকা জারি করে শ্রীঅলক জানিয়েছিলেন, কাজ জুড়ে রাত ৯টা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত নাইট কার্ফিউ জারি থাকবে। পরবর্তীকালে সেটি বর্ধিত করা হয়। সেই একই নির্দেশনামতো, প্রথম পাতার দুনম্বর বিভাগে শ্রীঅলক এই নির্দেশিকাও জারি করেন যে— (নো পাবলিক মিটিং ইন গুপেন প্লেসস আর এলাউড)। অর্থাৎ খোলা ময়দানে কোনও ধরনের জনসমগম বরাদ্দ করতে না প্রশাসন। নির্দেশিকাতে এও বলা ছিলো, রাজ্যের কোথাও কোনও ধরনের মেলা, প্রদর্শনী ইত্যাদি আয়োজিত হবে না। সেই মর্মে সরস মেলা সহ অনেকগুলো মেলাই বন্ধ করা হয়। কিন্তু গড় কলকপাগেই দেখা গেছে, রাজ্যে করোনা বিধি আদতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে মরে বসিয়ে রাখার নামান্তর মাত্র। যেভাবে রাজ্যের মুখ্যসচিবের নির্দেশিকাকে উল্লঙ্ঘন করে তীর্থস্থল সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সভাসমিতি এখানে চলছে, তা আর যাই-ই হোক স্বচ্ছ প্রশাসনের প্রমাণ বহন করে না। সোমবার টর্নামেন্টের মাঠে হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে যেভাবে একটি ক্রিকেট টর্নামেন্টের সমাজবিদ্যাদা খেলা আয়োজিত হলো, তা নিঃসন্দেহে সরকারের জন্য অত্যন্ত লজ্জার। শাসক দলের বিধায়ক তথা মন্ত্রী রামপ্রসাদ পালের নির্বাচনী এলাকার, উত্তরই ব্যক্তিগত উদ্যোগে

বদলা খুন

লখনউ, ৩১। কাজে ভুল হয়েছিল। তাই দু’বছর আগে দুই কর্মীকে বরখাস্ত করেছিলেন এক চিকিৎসক। ঠিক দু’বছর পর তার বদলা নিল দুই প্রাক্তন কর্মচারী। চিকিৎসকের আট বছরের ছেলেকে অপহরণ করে খুন করল দুই প্রাক্তন কর্মচারী। নৃশংস ঘটন্যাটি উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহর এলাকায় ঘটেছে। গত শুক্রবার রাত থেকেই উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরের এক চিকিৎসকের আট বছরের ছেলের খোঁজ মিলছিল না। ঘটন্যাটি থানায় জানান ওই চিকিৎসক।

বেতন হল না

● **প্রথম পাতার পর** সিস্টম-এ ডিজিটাল সিগনেচার সাটফিকেট অ্যাপ্রভ হচ্ছে না বলে জানা গেছে। বেতন না পেয়ে কর্মচারীদের মধ্যে যত না ক্ষোভ দেখা দিয়েছে, তারচেয়ে বেশি দেখা দিয়েছে অজানা আশঙ্কা। কেন্দ্র সরকার কোনও কারণে টাকা আটকে দিয়েছে কিনা, সে নিয়েই তাদের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সরকারের ভাঁড়ারে টান পড়েছে কিনা, সেটা নিয়েই মাধ্যাব্যথা তাদের। বিজেপি সরকারের আমলে উচ্চশিক্ষায় বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়ার অভিযোগ অনেকদিনের। গবেষণায়ও স্কলারশিপ সঙ্কুচিত করার অভিযোগ আছে। শুধু আর্থিক বরাদ্দ কমানোই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাধীন ক্ষমতাও হারাতে হয়েছে। নিজের পাঠ্যক্রম তৈরি,ভর্তি নীতি, ইত্যাদি ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষমতা ছেঁটে দেওয়া হয়েছে।

সভাপতি-তনয়

● **প্রথম পাতার পর** এলাকাবাসীরাও। এমনিতেই মোহনপুর মহকুমায় রাজ্যের সবচেয়ে বেশি গাঁজা চাষ হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। গোটা রাজ্যে মোহনপুরই গাঁজা চাষের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মনগর, কৈলাসহর, সারমণ এনগরী বাংলাদেশের লোকজন মোহনপুরে গাঁজা বাগানে টাকা লাগাতে আসেন। এই ধরনের নিরাপদ এলাকায় শাসকদলের নেতারা গাঁজা চাষে যুক্ত হবেন এটাই স্বাভাবিক বলে অভিযোগ ছিল। বৃথ সভাপতির ছেলে গাঁজা-সহ ধরা পড়ার পর এই অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। যদিও করণজিতের গ্রেফতার নিয়ে নানা বক্তব্য উঠতে শুরু করেছে। রবিবার তাকে গ্রেফতার করেছেন এনডিপিও। এই ক্ষেত্রে থানা-পুলিশের কোনও ভূমিকা ছিল না বলেই জানা গেছে। তবে কিভাবে শাসকদলের নেতার ছেলেকে পুলিশ গাঁজা-সহ গ্রেফতার করেছে তা নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এমনিতে মোহনপুরে নেশা কারবারীদের সহজ গ্রেফতার করা হয় না। তার মধ্যে নেতার ছেলে হলে পুলিশ কি ধরনের ব্যবস্থা নেয় তা সবারই জানা। এই কারণেই করণজিতের গ্রেফতার নিয়ে অনেকেই অবাক।

পরীক্ষা বাতিল

● **প্রথম পাতার পর** গ্রহণ করে। বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনা সংক্রমণ নিম্নমুখী হওয়ায় সোমবার নতুন করে নির্দেশিকা জারি করে দফতর।

ক্যাপ্টেন

● **সাতের পাতার পর** সবথেকে কঠিন। যুক্তি দিয়ে প্রাক্তন অজি ক্যাপ্টেন বলছেন, “ভারতের ক্যাপ্টেন হিসেবে সাত বছর কাজ করেছে কোহলি। আমার মনে হয় ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়া সবথেকে কঠিন কাজ। কারণ এই খেলাটা ভারতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি ভারতীয় দেশের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভয়ংকর রকমের ফৌজুহী।’

সামিম

● **সাতের পাতার পর** মাঝে মাঝে কিছু বিরল প্রতিভা উঠে এলেও তাদেরকে অবহেলায় দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। কিভাবে এগোলো কিংবা কাকে ম্যানেজ করতে পারলে সাহায্য জুটবে সেটাই জানে না ওই সব প্রতিভাবান খেলোয়াড়। ফলে সারা জীবন শুধু মনের আনন্দে খেলেই যায়। কিন্তু তাদের ভাগ্যে কিছুই জুটে না। আর কেউ কেউ সামান্য সাফল্য পেয়েও সরকারি এবং বেসরকারি সংবর্ধনার জোয়ারে ছেসে যায়এক ভুল যার নিজের খেলা। আর সামিম-রা শুধু খেলেই চলে মনের আনন্দে। ভাগ্যে জুটে না কিছু।

উন্নত নাগরিক পরিষেবা প্রদান


প্রশ্ন বিলিজ, আগতলা, ৩১
জানুয়ারী। রাজ্যের শহর এলাকা
উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত নগরিক
পরিষেবা প্রদানে রাজা সরকার
বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ
করছে। এক্ষেত্রে শহর এলাকার
পরিকাঠামোগত ও নগরিক জীবন
যাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন
প্রকল্প ও লক্ষ্যমাত্রা নব্বোরোদন
দফতরকে লক্ষ্যমাত্রা স্থির
করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ করার
উপর গুরুত্ব দিতে হবে। সোমবার
সচিবালয়ের দ্বি ২ নং সভাকক্ষে
নগরায়ন দফতরের পর্যালোচনা
সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব
একথা বলেছেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী
বিপ্লব কুমার দেব প্রধানমন্ত্রী আবাস
যোজনা (আবাবান), বচ্ছ ভারত
মিশন, হিপুরা আবাবান লাইভলিহুড
মিশন, আমরুত, হ্যাট সিটি মিশন,
চুয়েপ, টুডা ইন্টিগ্রেটেড প্রকল্পগুলোর
অগ্রগতি বিষয়ে পর্যালোচনা করেন।
পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন,
রাজা সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস
যোজনা (আবাবান) ২০২২ সালের
মধ্যে ঘর প্রদানের যে লক্ষ্যমাত্রা
নিয়ন্ত্রণে তা রূপায়ণে নগরায়ন
দফতরকে মনন করতে কাজ করতে
হবে। এই প্রকল্পে যে সমস্ত ঘরের
নির্মণ কাজ চলছে তা দ্রুত শেষ
করা পর লক্ষ্যে দফতর
আধিকারিকদের নির্মিত তারকি
করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন
মুখ্যমন্ত্রী। সভায় নগরায়ন
দফতরের সভ্য কিংবা জ্ঞানন,
বচ্ছর এলাকা উন্নয়নে নগরায়ন
দফতর ১১টি বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ
করছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা
(আবাবান) সম্পর্কে আলোচনা
করতে গিয়ে তিনি জানান,
আগতলা পুর নগর-পথ ২০টি
নগর বস্তুরা নির্মাণ পর্যন্ত ১৫০টি
৪৫,৬৮৭টি ঘরের মঞ্জুরি পাওয়া
গেছে। এরমধ্যে ৪৭ হাজার ৩৪০টি
ঘরের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ১৫,
৭৬৮টি প্রকল্প নির্মাণ কাজ চলেছে।
এই প্রকল্পে এখন পর্যন্ত মোট ১,
৪৮৮ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকার মঞ্জুরি
পাওয়া গেছে। এরমধ্যে কেন্দ্রীয়
সরকারের শেয়ার ১১,২৬ কোটি ৪৯
লক্ষ টাকা এবং রাজা সরকারের
শেয়ার ১৪২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা।
লাইট হাউজ প্রকল্প নিয়ে আলোচনা
করতে গিয়ে শ্রাণায়ন দফতরের

মহিলা সভায় জানান, ২০২১ সালের ১ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী লাইচ হুজিং প্রজেক্টের শিলানাং করেছিলেন। এই প্রকল্পে ১,০০০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করার কাজ দ্রুত গতিতে চলেছে। মোট ১,৭৫০টি পিলারের মধ্যে ইতিমধ্যেই ১,৩৯৮টি পিলার নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি পিলারগুলি নির্মাণের কাজ ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে চলেছে। ১,০০০টি ফ্ল্যাটের জন্য



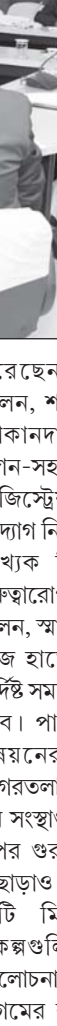
হিসাবধায়ে ৬২১ জন সুবিধাভোগীর নির্যাকার করা হয়েছে। লিটল হাসপাতাল প্রকল্পে ২০২১ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে রূপায়ণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলে তিনি সঙ্গত জানান। স্বচ্ছ ভারত মিনি (আরবান) প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ে সচিব জানান, রাজ্যের ২০টি নগরসংস্থাকে ইতিমধ্যেই উন্মুক্ত স্থানে শৌচালয়কে (ওডিএফ) যোষণা করা হয়েছে। স্বচ্ছ ভারত মিনি (আরবান) প্রকল্পে শহর এলাকায় মোট ১৯,৪৪৮টি বাড়িতে শৌচালয় নির্মাণ করে নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে শহর এলাকায় ৫০০টি কমিউনিটি টায়লট নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। এরমধ্যে ৪০০টি টায়লটে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকিগুলির নির্মাণ কাজ ২০২২ সালের মার্চ মাসে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ দক্ষত। ছাত্রাণ্ড স্বচ্ছ ভারতে ৩৭২টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা

নেওয়া হয়েছিলো। এর মধ্যে
সমগুলির নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যেই
সম্পন্ন হয়েছে। সভায় নগরোন্নয়ন
দফতরের সচিব আবু জাভান, স্বচ্ছ
নগর মিশন (আরও) প্রকল্পে
কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আগত নারী
পুর নিগম-সহ ২০টি নারী সংস্থার
মোট ৩৩৪ ওয়ার্ডে প্রতিটি বাড়ি
থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করার কাজ শুরু
কাজ হয়েছে। এই কাজ পরিচালনা
করবে ১৫০টি মহিলা পরিচালিত
স্ব-সহায়ক দল যুক্ত রয়েছে। সভায়



দীনদয়াল উ পাধ্যায় ন্যাশনাল আরবান লাইভলিহুড মিশন ও প্রিপারা আরবান লাইভলিহুড মিশন প্রকল্প আলোচনা করতে গিয়ে সচিব জানান, এই প্রকল্পে মোট ২, ১১০টি স্ব-সহায়ক দল গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে মহিলা পরিচালিত স্ব-সহায়ক দল রয়েছে ১,৯৯৭টি। ২,১১০টি স্ব-সহায়ক দলের মধ্যে ১,৭৭১টি দলকে রিভলভিং ফান্ডে ১০ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৭৭৭টি স্ব-সহায়ক দলকে ৮ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার ব্যাংক লোন প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি ভোক্তা ও জানান, প্রধানমন্ত্রী স্ট্রীট ভেন্ডার আয়নির্ভর নিধি প্রকল্পের রাজস্ব ২০টি নগর সংস্থার অধীনে মোট ৮,৬৬৬ জন স্ট্রীট ভেন্ডারকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪, ৪৫১ জন বিভিন্ন ব্যাঞ্চে লোনের জন্য আবেদন করেছেন। এর মধ্যে ৩,৪১৫ জনের ঋণ মঞ্জুর হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই ২,৯৬২ জনের মধ্যে লোন ডিসবার্স করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনা সম্পর্কে

আলাচনা করতে গিয়ে সচিব জানান, রাজ্যের ২০টি নগর সংস্থা এলাকাই মোট ৬৫ হাজার ২০৩ জন দোকানদার রয়েছে। ট্রেড লাইসেন্স রয়েছে মোট ৫৬ হাজার ৪৭৫ জন দোকানদারের। এরমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনায় ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে ৪৭ হাজার ৪৪৯ জনকে। এই প্রকল্পে এখন পর্যন্ত ২,৭৪৬ জন জিএসটি এবং ১,২৫২ জন ন্যাশনাল পেনশন স্কীমের জন্য রেজিস্ট্রেশন



করেছেন। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শহর এলাকার প্রত্যেক দোকানদারকে টেড লাইসেন্স প্রদান-সহ জিএসটি ও এনপিএস রেজিস্ট্রেশনের জন্য দফতরবশিষ্ট উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে বেশি সংখ্যক শিবির করার উপর গুরুত্বারোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'স্মার্ট সিটি প্রকল্পে যে সমস্ত কাজ হতে নেওয়া হয়েছে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। পাশাপাশি শহর এলাকা উন্নয়নের কাজ বজায় রাখতে আগরতলা পুর নিগম-হস এন্যানো পুর সংস্থালগিকে রাজস্ব আদায়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। সভায় তাছাড়াও আমরক্ত, টুয়েপ, স্মার্ট সিটি মিনাল, টুডা ইত্যাদি প্রকল্পগুলির অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ডা. শৈলেশ কুমার যাদব। পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী সাধুনা চাকমা, মুখ্য সচিব আখতার আলক-সহ অন্যান্য পদস্থ অধিকারিকগণ।

এবার নাইট
কারফিউ রাত
১০টা থেকে

তাইবা বলা কলম প্রতিনিধি,
আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।
সক্রেতারের হার নাশেই পিছিয়ে
দেওয়া হলো নাইট কারফিউ।
মল্লবার থেকেই নাইট কারফিউ
রাত ১০টা থেকে ভোরা পাকটা পর্যন্ত
থাকবে। এছাড়া আশা নদেও
বিধি-নিষেধ শিথিল করা হয়েছে।
আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত
নির্দেশিকা বলবৎ থাকবে। সিমানা
হল, মাল্টিপ্লেক্স, সুইমিং পুল খুলে
দেওয়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
তবে খোলা জায়গায় ভন সঙ্গায়
একনও না করতে নির্দেশ করা
হয়েছে। সোমবার রাজ্যের
মুখ্যসচিব কুমার অমলকর স্বাক্ষরিত
নির্দেশিকাণ্ড বলা হয়েছে, ৫০
শতাংশ উপস্থিতি নিয়ে জি.
খোলাগুলি, স্টেডিয়াম, সিমানা হল,
সুইমিং পুল খোলা যাবে।
দোকানগুলি ভোরা ৬টা থেকে রাত
৯টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে।
রেস্তোরাঁ এবং ধাবাগুলিও ৫০
শতাংশ উপস্থিতি নিয়ে রাত ৯টা
পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে। সরকারি
এক বেসকারি অবিসগুলিতে
কর্মচারীদের ১০০ শতাংশ উপস্থিতি
থাকতে হবে। তবে প্রত্যেক
কর্মীকেই করোনার নিয়ম-নীতি
মনাতে হবে। করোনাবিরমূক্ত নয়
হলেও অন্তর্ভুক্ত রাখা যাবে। নিয়ম
কারফিউতে বিয়ের অনুষ্ঠানে আসা
যাওয়া করা যাবে। তবে আমন্ত্রণপত্র
সেখানে থাকতে হবে। ধর্মীয় ক্ষেত্রগুলি
খোলা রাখা যাবে।



সবাইনে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।।
তৃণমূলের দরজা খোলা। সবাইকে
স্বাগত। বললেন, তৃণমূল রাজা
সিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুবল
ভোমিক। আগরতলায় সাংবাদিক
সম্মেলনে তিনি বলেছেন, কেউ
কেউ বিজেপির মধ্যে অভ্যন্তরীণ

কেনের কীর্তি : বিদ্যুৎ নিগমের বেহাল পরিষেবা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগ
বিধানসভা কেন্দ্রেই বিদ্যুৎ নিগমের
দরজার তালা পর্যন্ত খোলা হচ্ছে না
নিগমের কেউ যাচ্ছে না। হয়রানির
রিডিং নিয়ে বিল দিতে গেলেও দ
নিগমের এই অবস্থা ঘিরে প্রশাসনের
বিধানসভা কেন্দ্রের নাগরিকরা। বে
প্রতারণা করছে বিদ্যুৎ নিগম বলে ত
খাকা মন্ত্রীরা বক্তব্যও জানতে চা
বনমালীপুর বিদ্যুৎ নিগমের ১নং



আনেকটাই পরিবেশবাহীন হয়ে পড়ে বিদ্যুতের দায়িত্ব বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া এবং দক্ষতরো মন্ত্রীকে বিদ্যুৎ নিগম এবং পুরোপুরি ব্যবসায়ীক নিয়ে গুরুত্ব দিতে চাইছেন না বলে বিদ্যুৎ নিগমের অফিস কক্ষের দপ্তরে বাড়ি বাড়ি মিটারের রিডিং এখনকার নাকি চুড়ির বিনিময়ে এখ-কারে তাড়াও কাজ বন্ধ রেখেছেন গ্রাহকরা বিল দিতে গেলে নিগমের কর্মীরা এই ধরনের গাফিলতি বহু বছর আগের কথা। এই পরিস্থিতির জন্য বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীদের কর্মসম্পাদন বর্তমান মন্ত্রী এবং আধিকারিকরা

মোহেনপুর-সহ কয়েকটি মহকুমায়
গণ্ডা হয়েছ। গ্রাহকরা বহু অভিযোগ
বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি
জাতাবাদনা নিয়ে গ্রাহকদের পরিশেষে
ভিযোগ। এরই কারণে বনমালীপুর
য় তালা পড়ে থাকে। গত দু'মাস
তে যাচ্ছেন না চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা
ভিত্তিসহ টাকা দেওয়া হয় না। এর
ফলে থেকেই মিটারের রিডিং নিয়ে
ফিসে তালা পান। বিদ্যুৎ নিগমের
তে পাননি বনমালীপুর এলাকার
কি দায়ী প্রাপ্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী। অথচ
লাটে উঠলেও এর দায়িত্ব কেন
নন না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে

করোনা
মৃত্যু আরও ৪

ভিত্তিবাদী কন্য প্রতিনিধি।
আগষ্টত, ৩১ জানুয়ারি। মৃত্যুর
সংখ্যা কিছুতেই কমছে নে।
প্রত্যেকদিনই একাধিক
সংক্রমণের মৃত্যু হচ্ছে
সোমবারও আরও ৪ জনের মৃত্যুর
খবর জানিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। মৃত্যুর
মিছিলের মধ্যেই সোমবার রাজ্য
সরকার কর্তারাবি বিধি নিষেধে তরু
কিছু শিখিত দা দিয়েছে। তবে
সরকারি নির্দেশিকা স্কুলগুলিতে
উলঙ্ঘন হচ্ছে বলে অভিযোগ।
অতিমারি মধ্যে সোমবার
মৃত্যুবিধি কুমার জলপের স্বাক্ষরিত
নির্দেশিকা বলা হয়েছে, জমায়ত,
সিনেমা হল, হোটেল-বাস নানা
জায়গায় কোনওভাবেই যাতা ৫০
শতাংশের বেশি না হয়।
পরিস্থিতিতে স্কুলগুলিতে উপস্থিতি
নিয়ে কোণা কার্যকরী নির্দেশিকা
নৈই শিক্ষা দফতরের। স্বাস্থ্য
দফতরের হিসাবে এখন প্রমাণ
করেনা সংক্রমিত ৮১৬ জনের
মৃত্যু হয়েছে। সোমবার নতুন করে
৭১ জনের পচিমতিভ রোগী শনাক্ত
হয়েছেন। তবে এই সময়ে সোমবার
পরীক্ষা ২ হাজার ২৫৮ জনে নামিয়ে
৩.৫৩ শতাংশ। ২৪ ঘণ্টায়
৩০ জনের পচিমতিভ রোগী
শনাক্ত হয়েছেন। পচিমতিভ রোগী
৩০ জন। রাজ্যে চিকিৎসালায়
অবস্থায় থাকা আক্রান্ত রোগীর
সংখ্যা নেনে দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার
৩০৭ জনে। এদিকে দেশে ২৪
ঘণ্টায় সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা
নামলে ২ লক্ষ ৯ হাজার। তবে
মৃত্যুর সংখ্যা ধেনে নৈই দেশেও
২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু সংখ্যা ৪৩ জনে
হয়ে দাঁড়িয়ে ৯৫৯ জনে।
করেনার তৃতীয় ডেউয়ে মৃত্যুর
সংখ্যা প্রত্যেকদিনই লগা হচ্ছে
ওমেনি নিয়ে প্রশাসনের টেলিভিভর
মধ্যেই মৃত্যুর তালিকা প্রত্যেকদিন
লগা হচ্ছে। এদিকে, সোমবার
করেনার নৈই প্রশাসনের
নির্দেশিকা নাই কারফিউর সময়
বাড়েনা হয়েছে। এখন তার ১০টা
তবে নাই কারফিউ শুরু হবে
থের তার ৮টার পরে ১০টা কারফিউ
বববৎ কর্তে রাষ্ট্রায় দেখা যাবি
পুলিশকে। সামাজিক দূরত্ব বজায়
রাখতেও প্রশাসনের নগরপারি
রাজতর য়েয়েছে বলে অভিযোগ।
সবকিছু নিয়ে জনগণের উত্তেজিত
দিয়েছে প্রশাসন। শুধুমাত্র জরিমানা
আদায়ের লক্ষে মাঠে মধ্য
অভিযান চলায় প্রশাসন এবং
পুলিশকে অসিয়ার।

জেআরবিটি-তে বিক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি
আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি। ৬ মাসের
আগে জেআরবিটি'র পরীক্ষা
হয়েছিল। গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি
পদে নিয়োগের জন্য লিখিত
পরীক্ষা বসে রাজ্যের ১ লক্ষের
উপর বেকার। এরপর আরও
কয়েকটি চাকরি পরীক্ষা হয়েছে



সব ক্ষেত্রেই ফলাফল যোগ্যতা করা হয়েছিল। কিন্তু জৈয়ারবিটি'র পরীক্ষায় এখও পর্যন্ত ফল যোগ্যতা করা হয়নি দাবি-তে ফল যোগ্যতার দাবিতেই সোমবার বিজ্ঞান কলেজে দেখিয়েছেন বেশ কয়েকজন বেকার। তাদের দাবি, জৈয়ারবিটিসি জন্মায়নি মাসের মধ্যে ফল যোগ্যতা করে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু ফলাফল আশা নিয়ে ছিন্ন হইয়াছে। আমরা আশা করেছিলাম এর দ্রুত ফলাফল পাওয়া যায়। আর আগেও জৈয়ারবিটির জন্য পরীক্ষা নিয়ে আর ফলাফল যোগ্যতা করা হয়নি। এই সময়ও টাকা দিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার পরও ফলাফল পাওয়া যায়নি।

যোগ্যতা করা হল কিনা তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। জৈয়ারবিটিসি'র কর্তৃপক্ষ বাণেশ্বর বলে যাবে কিন্তু ফলাফল যোগ্যতা করা হবে। কিন্তু জৈয়ারবিটি'র কোর্সও এখন চালু নেই।

আধিকারিক বিদ্বন্ধ বুঝদেরদের সামনে এসে কথা বলেননি। যাঁরা মানে কোনও প্রতিশ্রুতি ছাড়াই ইচ্ছা করে নাতে হয়েছে বেকারদের।

বাঘমাঝা বাজারে
জুয়া-মদ, আটক ৫

ভিত্তিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আমাবাসা, ৩১ জানুয়ারী ১৯৮১
আমাবাসা মহেশ্বার বিজয়ী পর্বত
এলাকার জনজাতি অধ্যুষিত
জায়গাগুলি হয়ে উঠেছে রমণীয়
ভূয় ও মদের স্বর্গের উদ্যান। দিবারাত্রি
চিহ্নিত ঘণ্টা এবং বাজারের বসে
তাম সব বিহীন জুয়ার আসর। উঠতি
যুদ্ধ থেকে শুরু করে বাটোপের
জয়লাভে এসব আসরে শরিক হয়ে
ভূয় ও মদের নেশায় শরিক হয়ে
ঘটি বাটি সব বক্রি করে গেছে
উড়ায় এই ভূয় ও মদের পেশা
বার জেরে গেলো হিসা থেকে বক্র
করে চুবি ছিনতাইয়ের মত
সামাজিক অপরূপ প্রবর্তা
বাড়ছে ব্যাপক হারে। ভূয় ও মদের
আবহ মুজাফফ জিয়াবে পরিত্রি
লাভ করা কয়েকটি বাজারের মধ্যে
আনামত হল বাঘমাঝ বাজার
আমাবাসা পুর এলাকা থেকে মাত্র
দুই কিলোমিটার দূরত্ব। এই
জনজাতি অধ্যুষিত বাজারটিতে
প্রকাশ্যে দিবারাত্রিই বসে জুয়ার
আসর। মোটা অংকের দান খেলা
হয়। প্রায়ই আমাবাসা থানার পুসি
বাজারটিতে হানাদারি চালায়। দুই
একক ভাতের থানায় তুলে নেয়।
কিন্তু তাকেও তেমন লাভ হচ্ছেনা।
জুয়ারি থানা থেকে ছাড়া পোয়ে
আগে বাড়ি না গিয়ে জুয়ার আসরে
হয়। এই যখন অস্ত্রাশ্রয় সেমারার
সম্মা রাতে এই থানাদারি বাজারেই
হানাদ আমাবাসা থানার ওসি
হিমাদ্রি সরকার। জুয়ার আসরে
হোনেতো ধরে ফেলে চার
জুয়ারীক। এরা হল রাফসায় মগ
(৪২) ধুয়াইয়া মগ (৪৮) কেজুরী
মগ (৫৫) এবং উভা মগ (৫৫)
পুসি এসে পাড়াজ ও করার পুর
হানাদ হয়ে পারশ্বাতি জুমিয়া কলোনির
জৈনক লারাসাং মগের বাড়িতে
উভাসি চালিয়ে উভার করেন ও
বলেব বিলাতি মগ। পুসি মগ সহ
লারাসাং কৈ আটক করে। অতঃপর
চার জুয়ারী এবং এক মদ ব্যবসায়ীকে
থানায় নিয়ে লক আপ করে।
বাহাদারী বাজারে পুসির এই
হানাদারীর ফলে অতন্ত ভয়ঙ্কর
এইসব আসর একটু কম বসবে। তাই
পুসির বিরুদ্ধে হানাদারি কোন
নবকটী শাহজাদি বাজারে নিয়মিত জুয়া
থকে এই দাবী সাধনাম জুয়া

সুনীল ম্যাজিকে তিনবার তিন রকম তথ্য অডিটে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আগস্ট তলা, ৩১ জানুয়ারি
উইলিহামস প্রপার্স এন্ড এক্সক্যু
একেকরকম হতে পারে, এটা সত্য।
কিংবা গভীর রক্তা নানান
নানাভাবে লিখতে পারে। এটা
যদিও, কিন্তু অতিদূরে মতো
একেকবারে অংক পরিসংখ্যান এবং
যদিও। মাত্র একপক্ষকালের মোটাই
তিনিবার তিরনকম তথ্য।
তিনিবার তিরনকম তথ্য।
প্রশ্ন করতে পারে তা নিয়েই প্রশ্ন
উঠতে শুরু করেছে। অথচ রাজা
সরকার কর সেই তথ্যকে আবার
আমোদন করেছো অতিদূরে
কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন যিনি, তিনি
সোশ্যাল অডিট দফতরকে অধিকর্তা
সুনীল দেবর্মা। যার নিয়োগ নিয়ে
গত থেকেই বিতর্ক দেখা দিয়েছে।
সেই বিতর্কিত সুনীল দেবর্মা
সোশ্যাল অডিট দফতরকে কার্যেত হরি
মোহের গোয়ালাস পরিণত করেছে।
নিজের মর্জিমায়িক একেক সময়
একেকরকম বক্তব্য পরিবেশন করে
চলেছেন। যার রীতিমতে সোশ্যাল
অডিটকে একেকবারে ছাড়া চামড়া
ছাড়িয়ে ছেড়েছে। জানা গেছে, গত
১৬ দিনের দায় সোশ্যাল অডিট
ইউনিটের বরফ তন্যবীর তিরনকম
তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। গত ১৬

নান্দুয়ার সেশ্যল অডিট অধিকর্তা সুনীল দেবমর্ধ্য জানিয়েছেন, ২০২১-২২ অর্থ বছরের সেশ্যল অডিট শুরু হবে আগামী বছর। এর অনুসূত্রের মধ্যেই গণ ২৪ জন সেশ্যলার তিনটি তদন্ত বালগেছন, ১৫ জানুয়ারি ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রিপুরায় ১৭৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কাউন্সিলের মধ্যে ১০৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কাউন্সিল সেশ্যল অডিট সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। এর এক সপ্তাহ সুনীল অর্থ ২৭ ও ৩১ জানুয়ারি সুনীল দেবমর্ধ্য রিপোর্ট জাতি আর্থিক বছরের ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত ৮৯১টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কাউন্সিলের অডিট সম্পন্ন হওয়ার রিপোর্ট প্রবেশবাইটি দেখা হয়েছে। ওই স্ট্যাটাস রিপোর্টের সম্ভাব্য লক্ষ্যে দেখা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের পোর্টারেল নাকি ২০২০-২১ অর্থ বছরের সেশ্যল অডিটের তথ্য আপলোড করা হয়েছে। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের ২০২০-২১-র অ্যানুয়েল মাস্টার সফ্টওয়্যার-এ স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেশ্যল অডিটের ১৫ এবং গ্রামসভা সম্পন্ন হওয়ার ১৫

দেনের মধ্যেই তা গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের এনআইএস-এর আপলোড করতে হবে। খাবারবিভাগেই প্রায় উঠতে শুরু করেছে, ৯৯১টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কাউন্সিলে যদি সোয়ালো অন্টিউ সম্পন্ন হয়ে থাকে তাহলে সোশাল অন্টিউ অধিকর্তা সুনীল দেববর্মা ১৬০টি ভিলেজ ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সোয়ালো অন্টিউ রিপোর্ট গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের পোর্টালে আপলোড করলে কেন? কেইই বা বাদবাকি ৭৩১টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কাউন্সিলের অন্টিউ রিপোর্ট পোর্টালে আপলোড করা হবে। কেন্দ্র ও রাজ্যে এইই সরকার থাকা সত্ত্বেও কিভাবে একজন শীর্ষ অমলা এভাবে কেন্দ্রীয় নির্দেশ অথবা রিপোর্ট আপলোড খোয়াল শুলি করে আপলোড করে চালাবে। বিষয়টি নিয়ে গ্রামোন্নয়ন দফতর এবং অর্থ দফতরেরও চাপলোড শুলি হয়েছে। তবুও তার পরেরও সারা সরকারের তরফে সুনীল দেববর্মার বিরুদ্ধে কেন্দ্র ভুয়াত তথ্য প্রদান এবং কর্তব্যে গাফিলতি দায়ে ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়েছে না, তা নিয়েই সবচেয়ে বড় ঘোষণার শুলি হয়েছে।

কলাহে যুক্ত হয়েছে। এতে তৃণমূল কিছু বলবে না। সুবল ভৌমিক বলেন, কেউ যদি শর্তহীনভাবে তৃণমূলে যোগ দিতে চান, তাতে কোণ্ডও আগন্তুই নেই। সকলের জন্য দরজা খোলা। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে সুদীপ রায় বর্মণদের অবস্থান নিয়ে তৃণমূল নেতা সুবল ভৌমিক বলেন, এটা তাদের অভ্যন্তরীণ কলহ। এ ব্যাপারে তৃণমূল নাক গলাবে না। তবে

ভৌমিক বলেছেন, বর্তমানে তৃণমূল বিভিন্ন ইস্যুকে সামনে রেখে একদিকে যেমন সাংগঠনিক কর্মসূচি পালন করছে, অন্যদিকে মানুষের জন্য তারা তাদের করণীয় কাজ করে যাচ্ছে। সবকিছু এলে তৃণমূল কী কী করবে সেই প্রতিশ্রুতিও দেওয়াচ্ছে প্রসঙ্গত, তৃণমূল কংগ্রেস এখন সাংগঠনিক জেলা এলাকায় গিয়ে কর্মসূচি সংগঠিত করছে। সুবলে ভৌমিক

চাইছে বলে খবর। তৃণমূল শিবির
মনে করে, বর্তমান রাজ্য
রাজনীতিতে বিজেপির প্রধান
প্রতিদ্বন্দ্বী তারাি। রাজ্যে বর্তমানে
যে আবহ চলছে তাতে অনেককেই
আগামীর রাজনীতি নিয়ে সুনির্দিষ্ট
কিছু বলতে পারছেন না। সুদীপ
রায় বর্গাবাদের নিয়ে সব শিবিরেরই
আকর্ষণ আছে। এদিকে, এদিন
তৃণমূল রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির
বর্ষিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্নের মুখে পুলিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
বিশালগড়, ৩১ জানুয়ারি।। এর
আগে এই থানার এক ওসি'কে
রাতারাতি শাস্তিমূলকভাবে সরিয়ে
নেওয়া হয়েছিল। কেউ কেউ
বলছেন মধুপুর থানায় সেই ওসি
না থাকলেও পুরনো থারা অব্যাহত
রয়েছে। সিপাহীজলা জেলা সেই

রেখে এসেছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। উল্লেখ্য, চাপে পড়ে মধুপুর থানার পুলিশ ইদানীং গাঁজা বাগান ধ্বংস করে আসলেও অভিযোগ উঠছে টাকার বিনিময়ে নেতাদের বাগানে পুলিশ হাত না দিয়ে না। মধুপুর থানা এলাকায় অনেক বাগানে গাঁজা গাছ বড় হওয়ার পর পুলিশকে হস্তা দিয়ে সেই গাঁজা বহিরাগো পচারও হয়ে

গেছে বলে শোনা যাচ্ছে। এদিকে
রাত গভীরে মধুপুর থানাধী
কৈয়াটেপা, কামথানা, কোনাবন
কমলাসাগর সহ বিভিন্ন সীমান্ত
দিয়ে চুরির বাইক, নেশা সামগ্রী পাচার
হচ্ছে বলে খবর। পুলিশ কিন্তু
জেনেও না জানার ভান করে
আছে। অভিযোগ, মধুপুর থানার
পুলিশ টাকার গন্ডে বহু মাদক
কারবারীদেরকেই পার পাইয়ে দিচ্ছে

লগ বোঝাই ৩টি লরি আটক

প্রাতিভা লীলাম প্রতিনিধি, ফটিংলয়া, ৩১ জানুয়ারি। হরদগর থেকে আগরতলাগামী ৩টি লোক বোঝাই গাড়ি আটক করে কুমারগড় থানার পুলিশ পলিশ। তিনটি গাড়িই অতিরিক্ত পণ্য বোঝাই করা হয়। সেই কারনে গাড়ি পলিশ লরি আটক করে নথিপত্র যাচাই করে। দেখা গেছে সেখানেও গলদ আছে। তাই তিনটি লরি থানার সামনে আটকে রাখা হয়। চালসেপের থানা পুলিশ জেরা করে পলিশ। তবে গোসা ঘটনা নিয়ে পুলিশ কিছুই বলতে চাইছে না। এর পেছনে অন্য কোন কারণে লুকিয়ে আছে কিনা তাও স্পষ্ট নয়।



A black and white photograph showing a group of people, including children, in a room filled with large, ornate, seated female figures. The figures are dressed in traditional Indian attire (sarees) and have multiple arms, some holding objects. A man in the foreground is looking down at one of the figures.

আসছে বাগদেবীর আরাধনার পর্ব। তারই প্রস্তুতিতে চূড়ান্ত ব্যস্ততা আগরতলার মূর্তি পাড়ায়। —ছবি নিজস্ব

সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার বিশ্বাসঘাতকতা দিবস



প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া/কাঁঠালিয়া/আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। সারা রাজ্যের সাথে বিলোনিয়া এবং সোনামুড়াতেও সোমবার সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার উদ্যোগে পালিত হয় বিশ্বাসঘাতকতা দিবস। এদিন সকালে বিলোনিয়া ব্যান্ধরোডস্থিত প্রদীপ চক্রবর্তীর শহিদ বেমির সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার আশুগত বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সেখানে আলোচনা করেন সিপিআইএম দীপঙ্কর সেন। এদিনের কর্মসূচি থেকে দাবি জানানো হয়- অবিলম্বে প্রধানমন্ত্রীকে তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে, কৃষকদের সহায়ক মূল্যের নিশ্চয়তার আইন কার্যকর করতে হবে, প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ বিল বাতিল করতে হবে, কৃষক আন্দোলনের শহিদ পরিবারগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, লাখিমপুর খেরির ঘটনার সাথে যুক্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে প্রভৃতি। এদিনের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে এন্ড্রাজ ও উপস্থিত ছিলেন তাসদ দত্ত, বিজয় তিলক, রিপু সাহা, মধুসূদন দত্ত, সুকান্ত মজুমদার প্রমুখ। অন্যদিকে, সোনামুড়া মহকুমাতো সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার উদ্যোগে বিশ্বাসঘাতকতা দিবস পালন করা হয়। এদিন সোনামুড়া সিপিআইএম অফিসের সামনে পোস্টার হাতে নিয়ে বিক্ষোভে शामिल হন স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী, সামসুল হক, বিষ্ণুপদ সিং প্রমুখ। একইভাবে এদিন সোনামুড়া সিপিআইএম অফিসে

আগামী ২৮-২৯ মার্চের সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে গণকলডেমনশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম জেলা কমিটির সম্পাদক ভালুলা সাহা, সামসুল হক, শ্যামল চক্রবর্তী, মনমোহন দাস প্রমুখ। দুটি কর্মসূচিতে কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যীয়। পবিত্র করদাবি করেছেন, সংযুক্ত কিষান মোর্চার আহুত দেশব্যাপী ‘বিশ্বাসঘাতকতা দিবস’ ব্যাপকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যেও পালন করা হল। একই সাথে আগামী ২৮ ও ২৯ মার্চ ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে ভারত বন্ধু ত্রিপুরায় গ্রাম ভারত বনধের মাধ্যমে তা ব্যাপক ভাবে পালন করারও আজ ডাক দিয়েছে সংযুক্ত কিষান মোর্চার ত্রিপুরা। কিষান মোর্চার ত্রিপুরার ডাকে এদিনের মূল হল সভাটি হয় রাজ কৃষক সভার হলে, সেখানে ব্যাপক উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যীয়। সংযুক্ত কিষান মোর্চার ত্রিপুরার পক্ষে আজকের হল সভার পর একটি মিছিল করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ওই পরিকল্পনা স্থগিত রাখা হয়। তবে সংযুক্ত কিষান মোর্চার ত্রিপুরার আনুগমক পবিত্র করদাবি বক্তব্যের সময় স্পষ্টই মনে করিয়ে দেন যে সম্পূর্ণ কেভিড বিধি মোর্চার মাংসলেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা দেশের প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসব মানছেন না। তিনি বিশ্বাসঘাতকতা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই অভিযোগ করে বলেন সম্প্রতি গোলাঘাটিতে এক দল পরিবর্তনের সোময়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে কেভিড বিধি ভেঙেছেন। তিনি বলেন আমরা



পুলিশকে শুধুমাত্র মনে করিয়ে দিলাম আর জানতে চাইলাম এই কোভিড বিধি শুধু সংযুক্ত কিষান মোর্চার জন্য প্রযোজ্য কিনা। আমরা অপেক্ষা করবো। আজকের বিশ্বাসঘাতকতা দিবসের প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গিয়ে পবিত্র কর বলেন, বেআইনি কুবি আইন ফিরিয়ে নেবার সাথে সাথে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আইন প্রণয়ন, বিদ্যুৎ বিল প্রত্যাহার, ৭১ জন শহিদ কৃষকের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ ও লাখিমপুরের কৃষক হত্যার সাথে জড়িত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনিকে বরখাস্ত করা ও গ্রেফতারের দাবির ছাড়াও শ্রম কোড প্রত্যাহারের বিষয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ ও আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে বলে কৃষকদের লিখিত প্রতিশ্রুতি গত ৯ ডিসেম্বর দেওয়া হয়েছিল। সরকারের দীর্ঘ সময় ধরে এই ব্যাপারে আর কোনও উচ্চবাচ্য না করাকে সংযুক্ত কিষান মোর্চার পক্ষি খাওয়া ও বিশ্বাসঘাতকতা বলেই মনে করছে। পবিত্র কর বলেন, গত ১৫ জানুয়ারি সিংঘু সীমাত্ত মোর্চার সমস্ত সদস্যদের উপস্থিতিতে যে পর্যালোচনা বৈঠক হয় সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এই কর্মসূচির। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ সংযুক্ত কিষান মোর্চার ত্রিপুরা সারা ত্রিপুরা ব্যাপী সংযুক্ত কিষান মোর্চার সমস্ত সদস্যরা জেলা, মহকুমা এবং ক্রেতা রক স্তরে এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদে অংশ নিয়েছেন। তবে কেভিড বিধিকে মাথায় রেখে ত্রিপুরার ওই দিলিট হল সভার মাধ্যমে পালন করা হয়েছে। তিনি বলেন, মোর্চার

সিংঘু বৈঠকে নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়ে ছিলেন বিজেপি দল ও সরকারের উদ্ধৃত ও সংবেদনহীনতার বিরুদ্ধে স্থায়ীভাবে আন্দোলন শুরু করবে সংযুক্ত কিষান মোর্চার। এই আন্দোলন শুরু হবে লখিমপুর প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করেনি। হরিয়ারা সরকার কিছু কাগজপত্র তৈরি করলেও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। এমনকী বাকি রাজ্যগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোনো রকম চিঠিও পায়নি। ত্রিপুরাতেও একই অবস্থা। আদালতে হাজির হতে হচ্ছে সংযুক্ত কিষান মোর্চার নেতৃত্ব দ্বারা। তিনি স্পষ্ট অভিযোগ করেন যে দেশের সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে বিষয়টি নিয়ে তালবাহানা করে পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে যা দেশের কৃষকদের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গের সামিল। একই সাথে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার কোনও কন রীতি নীতিতে তেয়ারা না করে পুরো উদ্ধৃত আচরণ করে চলেছে। পবিত্র কর বলেন প্রমাণ হিসেবে সংযুক্ত কিষান মোর্চার স্পষ্ট ভাবেই বলতে চায় যে লখিমপুর খেরির নৃশংস হত্যাকাণ্ড প্রমাণ করেছে যে বিজেপি দল ও তার সরকার মানুষের জীবন ও সম্মানের তেয়ারা করে নি। কারণ, হত্যাকাণ্ডের পর গঠিত সিটি রিপোর্টে ওই হত্যাকাণ্ডের পেছনে যে চক্রান্তের কথা বলা হয়েছে সেই চক্রান্তের সাথে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনির প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কথাও বলা হয়েছে। অত্যাচার কৃষকদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে, তার পরেও ওই ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মধ্যে দেওয়া হয়েছে। বরং উল্টো পথ



অতিবাহিত হবার পরও ওই চিঠি মোতাবেক কোনও প্রতিশ্রুতি পালন করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড সরকার এখনও অন্যান্যভাবে কৃষকদের ওপর করা মামলাগুলি প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করেনি। হরিয়ারা সরকার কিছু কাগজপত্র তৈরি করলেও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। এমনকী বাকি রাজ্যগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোনো রকম চিঠিও পায়নি। ত্রিপুরাতেও একই অবস্থা। আদালতে হাজির হতে হচ্ছে সংযুক্ত কিষান মোর্চার নেতৃত্ব দ্বারা। তিনি স্পষ্ট অভিযোগ করেন যে দেশের সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে বিষয়টি নিয়ে তালবাহানা করে পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে যা দেশের কৃষকদের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গের সামিল। একই সাথে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার কোনও কন রীতি নীতিতে তেয়ারা না করে পুরো উদ্ধৃত আচরণ করে চলেছে। পবিত্র কর বলেন প্রমাণ হিসেবে সংযুক্ত কিষান মোর্চার স্পষ্ট ভাবেই বলতে চায় যে লখিমপুর খেরির নৃশংস হত্যাকাণ্ড প্রমাণ করেছে যে বিজেপি দল ও তার সরকার মানুষের জীবন ও সম্মানের তেয়ারা করে নি। কারণ, হত্যাকাণ্ডের পর গঠিত সিটি রিপোর্টে ওই হত্যাকাণ্ডের পেছনে যে চক্রান্তের কথা বলা হয়েছে সেই চক্রান্তের সাথে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনির প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কথাও বলা হয়েছে। অত্যাচার কৃষকদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে, তার পরেও ওই ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মধ্যে দেওয়া হয়েছে। বরং উল্টো পথ

ধরে ঘটনার সাথে কিষান মোর্চার সদস্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ জড়িয়ে দিয়ে গ্রেফতারের চেষ্টা করছে বিজেপি দলের তলপি বাহক উত্তর প্রদেশের সরকারের পুলিশ। এর তীর বিরোধিতা করে তিনি বলেন, সংযুক্ত কিষান মোর্চার সিদ্ধান্ত নিয়েছে লখিমপুরের ঘটনা নিয়ে ও চক্রান্তকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে লখিমপুরেই স্থায়ী আন্দোলন শুরু করা হচ্ছে যার নামকরণ করা হয়েছে ‘মিশন উত্তরপ্রদেশ’। সেখানে থেকেই কিষান মোর্চার নেতৃত্ব দ্বারা। তিনি বলেন, এই বিশ্বাসঘাতকতার যোগ্য জবাব দিতে সংযুক্ত কিষান মোর্চার সম্পূর্ণ তৈরি। একইভাবে এই বিশ্বাসঘাতকদের মুখোশ খুলে দেওয়া হবে। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ গণ মুক্তি পরিষদের সভাপতি জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে কেন বিশ্বাসঘাতকতার দায় নিতে হচ্ছে সেটা তিনি নিজে বুঝেন। পবিত্র দিনে অতি নাটকীয়ভাবে ক্ষমা চেয়ে কৃষি আনন্দ প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করলেও উনি তা যে পবিত্র মন নিয়ে তা করেননি সেটা প্রমাণ করেছে। জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, ৬২ দিন অতিবাহিত হবার পর শহীদ কৃষকদের ক্ষতিপূরণ, শহিদ স্মৃতি স্তম্ভ স্থাপন, শহিদ পরিবারের চাকরি প্রদান, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য থাকা করার দাবি-সহ অন্যান্য দাবি নিয়ে ব্যবস্থা নিতে পারেন না কিন্তু একদিনের আলোচনায় তিনি দিতে পারেন, ভেঙে খান খান করে পলিটিক্যাল দিক ভেঙে শেষ করে



দিতে পারেন। এই সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ সহ কৃষকদের প্রতি অবিচার করেছেন যে মাত্রায় তাতে এই বিশ্বাসঘাতকতা শব্দটি ব্যবহার করা ছাড়া উপায় কি ছিল বলে জিতেন্দ্র চৌধুরী প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন। রাজ প্রসঙ্গে তিনি বলেন মিথ্যা কথা বলা জোচ্ছুরী প্রতারণা করে আসন্ন পরিনতি সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যই গত ৭৫ দিনে তিনি তার প্রধানমন্ত্রীকে ত্রিপুরায় আসতে হয়েছে দুপুর ভাঙলি জগজ্জের মাধ্যমে একবার সশরীরে। কিন্তু এই রাজ্যের কৃষকদের সম্প্রতি যে ক্ষতি হয়েছে তার কিছু করে যান নি। জন বিচ্ছিন্ন দলটিকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করতে এসেছিলেন পায়েন নি। ক্ষেত মজুর জুমিয়া কৃষকদের বিরোধী এই সরকারের বিরুদ্ধে এক হয়ে মাঠে নামার আহ্বান জানিয়ে জিতেন্দ্র চৌধুরী এই শাসনের উৎখাত শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা বলে মন্তব্য করেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গোপাল দাস, রঘুনাথ সরকার, মানিক পাল, শ্যামল দে। হল সভা পরিত্যক্তা হলে অযোধ্যা দেববরমা, রাস বিহারি ঘোষ জয় গোবিন্দ দেবরায় ও গোপাল রায়। আগরতলা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এদিন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। এদিকে, গোটা দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ তুলে বিভিন্ন সংগঠন আন্দোলন কর্মসূচি সংগঠিত করছে। তারই অংশ হিসেবে এআইকেকেএমএস’র তার ফে

বিভাগ দে জানিয়েছেন, তারাও এ সময়ে এই আন্দোলন কর্মসূচি সংগঠিত করে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার যে বিশ্বাসঘাতকতা দেশবাসীর কাছে তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছেন। সংগঠনের উদ্যোগে আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছে। কেন্দ্রের বিজেপি পরিচালিত সরকার দিল্লির আন্দোলনকারী কৃষকদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার প্রতিবাদে সংযুক্ত কিষান মোর্চার ডাকে দেশব্যাপী বিশ্বাসঘাতকতা দিবস পালন করা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে আগরতলা চারিপাড়া এলাকায় জিল কর্মসূচি। এই পর্বে আলোচনায় অংশ নেন এআইকেকেএমএস’র রাজা কনভেনার সুরত চক্রবর্তী। তিনি বলেন, বিজেপি পরিচালিত সরকার দিল্লির আন্দোলনরত কৃষকদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। শুধু এইময়, বিদ্যুৎ আইন সংশোধনী বিল বাতিল করা, এমএসপি চালুর দাবি মানেনি। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা দিবস পালন করা হয়েছে। আগামীদিনেও আন্দোলন আরও বেশি তেজি করার ঘোষণা দেওয়া হয়। এদিন আগরতলা সহ গোটা রাজ্যে বিদ্রোহ সংগঠন এ দিনটি পালন করেছে। বর্তমান পরিস্থিতির রাজ এবং দেশের আবহ তুলে ধরে বক্তারা কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে আঙ্গুল তুলেছে। কারণ, এ সময়ে সংগঠন মনে করে, দেশের সরকার কৃষকদের সব দাবি পূরণ করতে অক্ষম। এ সরকারের বিরুদ্ধে কৃষক বিরোধী স্লোগান তুলে এ সংগঠন এখন সবর হয়েছ। আগামীদিনেও কর্মসূচি থাকবে বলে নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন।

কুষ্ঠরোগ বিরোধী দিবস

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩১ জানুয়ারি।। সোমবার দক্ষিণ জেলার অন্তর্গত রাজনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব কুষ্ঠরোগ বিরোধী দিবস। সেই সাথে পক্ষকালব্যাপী কুষ্ঠরোগ সচেতনতা কর্মসূচিরও সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন তপন দেবনাথ, ভাইস চেয়ারপার্সন রতন সেন চৌধুরী, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জগদীশ নমঃ, ডা. মণীষ চৌধুরী, ডা. সুরত দাস, ডা. বিতান সেনগুপ্ত, ডা. শুভজিৎ ভট্টাচার্য।

আজকের দিনটি কেনম যাবে

মেঘ : হঠাৎ পরিবর্তন। কর্মে কোন সুখবরে উৎসাহিত হতে পারেন। বিশিষ্টজনের সহায়তা পেলেও শত্রুপক্ষ প্রবল হতে পারে। তবে সংযম ও ত্বরণ দ্বারা শত্রুকে পরাস্ত করে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন। তবে চলাফেরায় সতর্কতা দরকার।
বৃষ : দিনটিতে নিজের গুণে সম্মান লাভ। সংস্হাগত পরিবর্তনের গুণ হৃদিত। বন্ধুজনের বিরূপতা। নানাভাবে মানসিক চাপ। মনের দীর্ঘদিনের আশা পূরণ হবার যোগ আছে।
কর্কট : নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতনতা রাখা।
মিথুন : হলচাতুরির ও ক্রোধ ক্ষতির কারণ হবে। অন্যের প্রতি বিরোধের মনোভাব ও চিরন্তন উদ্ভিগ্নতা দেখা দিতে পারে। কোন নিকট আত্মীয় বিষয়ে দুর্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে অশান্তি, বন্ধুবিচ্ছেদ ও মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি।
কর্কট : নতুন সম্পত্তি ক্রয়ের যোগ। কর্মক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ। হঠাৎ কোন সুসংবাদ ও আর্থিক উন্নতি। প্রেমে বাধা। স্বজনবিরোধ। অর্থ ক্ষতির যোগ আছে। বাকসংযমের প্রয়োজন।
স্বাস্থ্য : মধ্যম যাবে।
সিংহ : আয় হলেও ব্যয়বৃদ্ধির যোগ। পুরনো সমস্যার সমাধান। রাগ-ভেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।
কন্যা : দিনটি পূর্বের তুলনায় ভালো। বন্ধু বিচ্ছেদ, মায়ের স্বাস্থ্যহানি। মানসিক অস্থিরতা, টেনশন, অতিরিক্ত চিন্তা ও অর্থ ব্যয়, আর্থিক উন্নতি। শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার। বাধা বিয়ের মধ্যে সাফল্য।
তুলা : দিনটিতে বাধা ডিঙিয়ে

চলতে হবে। আর্থিক উন্নতির যোগ। সন্তানের সাফল্য, শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে। শরীর নিয়ে সমস্যা থাকবে। আর্থিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হবার যোগ।
বৃশ্চিক : আঘাতজনিত ব্যাপারে সাবধানতা দরকার। নানাভাবে মানসিক বিপর্যস্ততা। হতাশা বৃদ্ধি ও কর্মে অশান্তি। শরীর ভালো যাবে না। বিশ্রাসে আঘাত। কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকলে দিব্যাতোগে শেষ করে ফেলা প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে কোনরকম ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না।
ধনু : দিনটিতে ভাগ্যোন্নতির যোগ আছে। আর্থিক উন্নতি। শিক্ষায় সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে অশান্তি ও মানসিক অস্থিরতা। অপমান-অপবাদের যোগ। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে বামোলা, ধনক্ষতি। বাধা-বেদনা, আঘাতজনিত ব্যাপারে সচেতনতা প্রয়োজন।
মকর : জটিল সমস্যা-সমাধানের যোগ। আঘাতজনিত ব্যাপারে সমস্যার যোগ। আর্থিক উন্নতি। শরীর নিয়ে সমস্যা।
কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের যোগ। স্বজনবিরোধ। আর্থিক উন্নতির যোগ। সন্তানলাভের যোগ আছে। শত্রুর পরাস্ত হবে। শরীর নিয়ে কিছু সমস্যা আসবে। আইনের বামোলা থেকে যত দূর পারেন থাকার চেষ্টা করবেন নতুবা জড়িয়ে পড়তে পারেন।
মীন : আর্থিক উন্নতির যোগ আছে।
স্বাস্থ্য : নিয়ে চিন্তা করা দরকার। কর্মক্ষেত্রে শান্তি বিঘ্নিত হবে না। গুপ্ত শত্রুর দ্বারা অপমান, অপরাধ নানা বামোলায় জড়িয়ে পড়ার যোগ আছে। নানা বাধা-বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে চলতে হবে। গুরুস্থানীয় ব্যক্তির স্বাস্থ্যহানির যোগ আছে।

কলেজে কলেজে সহকারী অধ্যাপকের ব্যাপক সংকট

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। রাজ্যের কলেজগুলোতে বর্তমানে সহকারী অধ্যাপকের চাহিদা বেড়েছে। পড়ুয়াদের সংখ্যা অধ্যাপকের সংখ্যা বিগত বছরগুলোর তুলনায় বর্তমানে বাড় লেও নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনও বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। কারণ, করোনা পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ সবাইকে পাশ করিয়ে দিয়েছে। তাতে করে

ফোরামের তরফে আগরতলা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে কথা বলেন সংগঠনের সভাপতি ড. প্রণয় দেব, সাধারণ সম্পাদক সুমন আলি সহ অন্যান্যরা। তারা দু’জনেই রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। কারণ, সম্প্রতি ৩৬ জন সহকারী অধ্যাপক ও ৫৭ জন প্রভাষক নিয়োগ করেছে রাজ্য সরকার। এদিকে সংগঠনের তরফে কয়েকটি দাবি উত্থাপন করে বলা হয়েছে, অতিসত্বর সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলোতে ও

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সংগঠনের তরফে আরও বলা হয়েছে, ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, রাজ্য সরকার উচ্চশিক্ষায় গুণগত শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। সম্প্রতি ইউজিসি নতুনভাবে নির্দেশিকা দিয়েছে, যাতে বলা হয়েছে দেশের সমস্ত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অতি দ্রুত সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করতে হবে। যদিও এই রাজ্যে এই নির্দেশিকা এখনও প্রয়োগ করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়নি। কলেজগুলোর গঠন পাঠন



কলেজগুলোতে প্রথম সেমিস্টারে পড়ুয়াদের সংখ্যাও বেড়েছে কিন্তু পড়ুয়াদের সংখ্যা বাড় লেও সর্বশেষ তথ্যে সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের যে সংখ্যা তুলে ধরেছেন শিক্ষামন্ত্রী তাতে চাহিদার তুলনায় সংখ্যাটি অনেক কম। ২০০১ সালে ওই সময় রাজ্যে ১২টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ ছিল। ওই সময় সহকারী অধ্যাপকের শূন্য পদ মানে ২২টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ। এখনও দুই শতাধিক পূর্বের হিসেবে শূন্য পদ পড়ে আছে। সর্বশেষ ৩৬ জন সহকারী অধ্যাপক এবং ৫৭ জন প্রভাষক নিয়োগ করার পরও মূল চাহিদা পূরণ করা হয়ে যাবে বলে কেউ মনে করছে না। কারণ, বর্তমানে কলেজের সংখ্যা ২২টি এবং পড়ুয়াদের সংখ্যাও বিগত বছরের তুলনায় অনেক বেশি। সোমবার ত্রিপুরা নেট-স্লেট-পিএইচডি

প্রফেশনাল কলেজগুলোতে সহকারী অধ্যাপকের সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করা, ছাত্রশিক্ষক অনুপাত নতুন পদ তৈরি করা, কলেজগুলোতে অতিথি অধ্যাপকের পরিবর্তে স্টেট এইডেড অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর স্থায়ী পদ তৈরি করে ইউজিসি রিক্রুটমেন্ট রুলস তৈরি করে নিয়োগের ব্যবস্থা করা, অতিসত্বর ডিগ্রি কলেজগুলোতে অধ্যাপক নিয়োগ করা, ত্রিপুরায় স্থায়ী বসবাসকারী প্রার্থীদের নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া ইত্যাদি। এসব দাবিগুলো মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তুলে ধরেছেন তারা। তার পাশাপাশি সংগঠন মনে করে, কলেজগুলোতে সহকারী অধ্যাপকদের শূন্যপদ পূরণ করে উচ্চশিক্ষার প্রসারে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা দফতর বরিত

সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যা ও অধ্যাপক শূন্যতা দূর করতে ত্রিপুরা নেট-স্লেট-পিএইচডি ফোরাম রাজ্য সরকারের দৃষ্টি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কামনা করছে। ত্রিপুরা নেট-স্লেট-পিএইচডি ফোরাম রাজ্য সরকারের কাজকর্মের সচ্ছন্দা ও যথোপযুক্ত নীতিতে আস্থা রাখে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, ও উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর কাছে বিষয়গুলো নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়ার জন্য ত্রিপুরা নেট-স্লেট-পিএইচডি ফোরাম বিশেষ অনুরোধ করছে। বর্তমানে রাজ্যের সবকটি ডিগ্রি কলেজের হিসেবে অনুমান ৫৩ হাজারেরও বেশি পড়ুয়া রয়েছে। অধ্যাপক সংকট তীব্র। ২২টি ডিগ্রি কলেজের মধ্যে ২০টিতেই অধ্যাপক নেই। অন্যান্য অনেক সমস্যাও রয়েছে। এসব বিষয়গুলো নিয়েই কোনও কোনও মহল মুখ খুলতে শুরু করেছে। উচ্চশিক্ষা দফতরের তরফে সুস্পষ্ট কোনও বক্তব্য নেই।

বিজেপি সরকারকে জনবিরোধী বলে কটাক্ষ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩১ জানুয়ারি।। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার জনবিরোধী, কৃষক-শ্রমিক বিরোধী এবং কর্পোরেট তেমনধারী সরকার। দেশের কৃষকদের ও শ্রমিকদের জন্য তাদের অর্থাৎ দেশের সরকারের কোন চিন্তা নেই। বিজেপি সরকারের আমলে দেশ ধ্বংসের দিকে এগিয়েছে। এই অভিযোগ এনে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করলেন বাম নেতৃত্ব। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং স্বতন্ত্র ক্ষেত্রগুলির সারা ভারত ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশন সমূহের যৌথ মঞ্চের ডাকে আগামী ২৮ ও ২৯ মার্চ দুদিনব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার উদয়পুর টাউন হলে ট্রেড ইউনিয়ন, গণসংগঠন ও ফেডারেশন রাজ্য

● এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলাম
খবর নয়, বেন বিবোষণ
7085917851

নীরব এবিভিপি



প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। সোভিয়েত ইউনিয়নে বৃষ্টি হলে ভারতীয় কমিউনিস্টরা ছাতা মেলে— এমন কটাক্ষ অকমিউনিস্টদের সকলেই করে থাকেন। যারা রাষ্ট্রবাদী ভাবনায় বিশ্বাসী তাদের স্লোগান— চিনের দালাল চিনে যাও, আমাদেরকে দেশ গড়তে দাও। এবিভিপিও এই স্লোগান দিতে জানে। কিন্তু এবিভিপি রাজ্যের ইস্যুতে নীরব থাকতে পারে। তবে রাজ্যের ইস্যুতে নীরব থেকে বহিরাগতের ইস্যুতে সর্বব হবেন না এবিভিপি, এমন কোনও বিধিনিষেধও নেই। অবশ্য এবিভিপি’র সক্রিয় কার্যকর্তা সাক্ষ্য মহকুমায় আক্রান্ত হলেন। রাজপথে ফেলে এবিভিপি’র কার্যকর্তাকে দুর্বৃত্তরা প্রাণঘাতী হামলা সংঘটিত করেছে। তারপরও এবিভিপি নীরব থেকেছে বলে অভিযোগ। যে ছাত্র নেতা আক্রান্ত হয়েছে, সে সংশ্লিষ্ট এলাকার এবিভিপি’র স্থানীয় কমিটির সম্পাদক বলে দাবি করে প্রচার করলেও এবিভিপি’র রাজ্য নেতাদের কোনও বক্তব্য নেই। কৈলাসহরের ঘটনায় এবিভিপি’র কেন্দ্রীয় নেতারা ছুটে এলেও সাক্ষ্যমের ঘটনায় রাজ্য নেতারাও নিশ্চুপ। এদিন এবিভিপি’র তরফে আগরতলায় রবীন্দ্র ভবন চত্বরে তামিলনাড়ুতে ছাত্রী মৃত্যুর ঘটনায় প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত হয়। ওই ঘটনার সূচি বিচারের দাবি জানানো হয়। দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে এবিভিপি। আগামীদিনে এই ইস্যুতে আন্দোলন তেজি করার কথাও বলা হয়েছে। অত্যাচার গত ১২ জানুয়ারি যুব দিবসে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে এবিভিপি’র ছাত্র নেতা প্রাণঘাতী হামলার শিকার হয়েছে সাক্ষ্যে। এবিভিপি এ বিষয়ে এখনও তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেনি। এবিভিপি এ সময়ের মধ্যে অনেক ইস্যুকে সামনে রেখেই আন্দোলন তেজি করছে। তবে কোনও

● এরপর দুইয়ের পাতায়

ক্রমিক সংখ্যা — ৪২২									
	3	2	6	5	7	4	9	8	
5	6	8	2		9	3	7	1	
4	7	9	1		8		6		
6	9	5			3				
8			4		6		1	5	
3			2	5					
8				1	5				
7	1			5	3	2			
2	5	9	1	4	8	7			
4	6			7	1	3			
6	2		9	7	3	5			
5	3	8	1		4	6			
1	8		4	6	7	2			

অটো চালকদের রাস্তা অবরোধ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩১ জানুয়ারি।। শহরে অটো চলাচলে বিধি-নিষেধ জারি করার জেরে ক্ষুব্ধ কৈলাসহরের অটো চালকরা। সোমবার ক্ষুব্ধ অটো চালকরা লক্ষ্মীছড়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় রাস্তা অবরোধ করেন। খবর পেয়ে কৈলাসহর থানার পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী অবরোধস্থলে ছুটে আসে।

অবরোধকারী চালকরা জানান, অনেকদিন ধরেই তাদের শহরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। যার ফলে তাদের রগি-রগিজতে ব্যাঘাত ঘটছে। চালকদের প্রশ্ন শুধুমাত্র অটো চালকদেরই কেন শহরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না? অন্যান্য যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে কোন বিধিনিষেধ নেই। বিশেষ করে ই-রিকশাগুলি শহরে যাত্রী পরিষেবা

দেওয়ায় অটো চালকরা সমস্যায় পড়েছেন। এর আগেও কৈলাসহরের অটো চালকরা এ আগেও যখন অটো চালকরা আন্দোলন করেছিলেন প্রশাসনের তরফ থেকে তাদেরকাছ থেকে ৩০ দিনের সময় চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না হওয়ায় এদিন অটো চালকরা আন্দোলনে शामिल হন।

হয় তাহলে ট্রাফিক দফতর বিকল্প কোন ব্যবস্থা করুক। অটো চালকদের এভাবে শহরে প্রবেশে বাধা দেওয়ার ফলে তাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। কারণ, অটো চালিয়েই তাদের সংসার চলে। শহরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলে তারা যাত্রী পাচ্ছেন না। এদিনের অবরোধের জেরে শহরে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। পরবর্তী সময় পুলিশকর্তারা এসে অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন। এরপরই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তবে অটো চালকরা এদিন বারবার একই প্রশ্ন তুলেছেন অটো যেমন তিন চাকার, ঠিক তেমনি টুক টুকও তিন চাকার। তাহলে তাদেরকে শহরের ভেতরে প্রবেশ করতে দিলে অটো চালকরা কি অন্যায় করেছেন? জানা গেছে, আগেও যখন অটো চালকরা আন্দোলন করেছিলেন প্রশাসনের তরফ থেকে তাদেরকাছ থেকে ৩০ দিনের সময় চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না হওয়ায় এদিন অটো চালকরা আন্দোলনে शामिल হন।

গুরুতর আহত জওয়ান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৩১ জানুয়ারি।। যান দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন এক টিএসআর জওয়ান। সোমবার দুপুরে সোনামুড়া থলিয়াই এলাকায় এই দুর্ঘটনা। আহত জওয়ানের নাম সন্তর আলি। তার বাড়ি মেলাঘর থানাধীন ঘাগতলি এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান টিআর ০৭৯১৭৯ নম্বরের বাইকটি আচমকা রাস্তার পাশের এক বাড়িতে ঢুক যায়। পরবর্তী সময় বিকট আওয়াজ শুনে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। তারা এসে দেখতে পান বাইক এবং মার্কতি



ইকো গাড়ির সংঘর্ষ ঘটেছে। এরপরই বাইকটি পার্শ্ববর্তী বাড়িতে ঢুক পড়ে। দুর্ঘটনায় গাড়িটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে আঘাত পেয়েছেন শুধুমাত্র বাইক চালক সন্তর আলি। আহত জওয়ানকে পরবর্তী সময় স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। অঙ্গের জন্য রাস্তার পাশের বাড়ির লোকজন আঘাত পাননি। তবে তাদের ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ওষুধ ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ জানুয়ারি।। সোমবার বিশ্রামগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ী কমিটির সাথে স্থানীয় ওষুধ ব্যবসায়ীদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্রামগঞ্জ বাজার কমিটির সভাপতি রামমানিক দেবনাথ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাজার কমিটির সম্পাদক বাবুল সাহা। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বিশ্রামগঞ্জ বাজারের ওষুধ দোকানগুলি পর্যায়ক্রমে খোলা এবং বন্ধ রাখা হবে। এমনতে প্রতি শুক্রবার বাজারের ওষুধের দোকান পর্যায়ক্রমে বন্ধ রাখা হবে। বাজারে এ মুহূর্তে ৭টি দোকান আছে। এক পাশে ৫টি, অন্য পাশে ২টি। প্রথম শুক্রবার এক পাশের দোকানগুলো বন্ধ থাকবে। দ্বিতীয় শুক্রবার বন্ধ থাকবে অপর পাশের দোকানগুলি। পাশাপাশি বাজার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। ওষুধ ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা সম্ভবজনক হয়েছে বলে বাজার কমিটির কর্মকর্তারা জানান।

প্রচুর গাঁজা-সহ আটক ৬



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর/কদমতলা, ৩১ জানুয়ারি।। গাঁজার রমরমা বাণিজ্য রাজ্য জুড়ে অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে পুলিশের সফলতাও জারি রয়েছে। উত্তর জেলার গোয়েন্দা পুলিশের তৎপরতায় ধর্মনগর মহকুমায়ীন আউটপোস্ট পুলিশের একটি টিম নিয়ে জাতীয় সড়কের নয়্যাগং এলাকায় উৎপত্তে বসে। সেই সময় ০৪-৩৪০৫ নম্বরের যাত্রীবাহী ম্যাগ গাড়িকে থামিয়ে পুলিশ তল্লাশি শুরু করে। গাড়ির ভেতর থেকে মোট সাত

প্যাাকেট ১০৭ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ যার বাজার মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা বলে পুলিশের তরফে জানা যায়। সাথে আটক করা হয় গাড়ি চালক কাজল নমঃশুদ্র-সহ পাঁচজন গাঁজা পাচারকারীকে। সকলের বাড়ি ধলাই জেলার কচুছড়া এলাকায়। বর্তমানে বাগবাসা আউটপোস্ট থানার পুলিশ একটি সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রেপ্তার হওয়া ৬ গাঁজা কারবারিকে এদিন ধর্মনগর জেলা আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ।

পুলিশের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩১ জানুয়ারি।। প্রতিদিনই চোর এবং ছিনতাইবাজদের কবলে পড়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। অথচ পুলিশ একেবারেই নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে বলে অভিযোগ। বিশেষ করে ধর্মনগরবাসী একের পর এক চুরির ঘটনায় নাজেহাল হয়ে পড়েছেন। চোরের দলশহরের প্রাণ কেন্দ্র জেলাশাসক অফিসের ৫০ মিটারের মধ্যে হানা দিলেও পুলিশ তাদেরকে ধরতে পারছে না।

একেবারে গাড়ি নিয়ে আসে চোরের দল। কোন ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্তরা পুলিশকে খবর দিলে তারা শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্য ঘটনাস্থলে আসে। কিন্তু এরপর আর চুরির ঘটনার তদন্ত এগিয়ে যায় না। ধর্মনগর বাজারে সন্ধ্যা হতেই গুপ্ত দলের হাত থেকে মোবাইল ফোন ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। রবিবার রাতের ধর্মনগর শহরস্থিত

জেলাশাসকের অফিসের ৫০ মিটারের মধ্যে আরেক দোকানে হানা দেয় চোরের দল। জনৈক বৃদ্ধ ভূষণ দে সরকারের দোকানে হানা দিয়ে ২ লক্ষ টাকার সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যায় চোরের দল। জানা গেছে, গাড়ি নিয়ে চোরেরা দোকানে এসেছিল। ঘটনার পর তারা একেবারে নিরাপদে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে দোকান মালিক এবং কর্মচারী ছুটে এসে দেখেন চোরের দল সবকিছু হাতিয়ে নিয়ে গেছে। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। ধর্মনগর বাজার এবং অফিসটিলায় এই ধরনের চুরির ঘটনা ক্রমাগত ঘটছে। অথচ গোটা রাজ্যেই চলছে নাইট কারফিউ। কিন্তু তারপরও নিরাপত্তা ব্যবস্থা একেবারেই নেই। রাতের শহরে যখন বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করে, পুলিশ একটি বারের জন্যও খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। তবে কোন ঘটনা ঘটে গেলে তারা সেখানে ছুটে আসে শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্যে। ধর্মনগর শহর একেবারে চোর, ছিনতাইবাজদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলেও এখন

রাস্তার বেহাল দশায় ক্ষুব্ধ নাগরিকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ জানুয়ারি।। রাস্তার বেহাল দশায় ক্ষুব্ধ থামের নাগরিকরা। সংশ্লিষ্ট দফতরের ভূমিকায় ক্ষোভ। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত আমতলী এডিসি ভিলেজ কমিটি এলাকার বড়কুবাড়ি গ্রামে। জানা যায় বড়জলা থেকে একটি ইট সলিং রাস্তা বড়কুবাড়ি গ্রামে গিয়েছে। রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। রাস্তাটির মাঝে মাঝে ইট উঠে গিয়েছে। ফলে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। বাইসাইকেল থেকে আরক্ত করে বাইক এবং ছোট গাড়ি চলাচল করতে ভীষণ সমস্যা হয়। নাগরিকরা ঠিকভাবে হাঁটাচলা পর্যন্ত করতে পারছে না। রাস্তার এই বেহাল দশার ফলে দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। বর্ষার সময় পরিস্থিতি আরো ভয়ানক হয়ে দাঁড়ায়। রাস্তাটির



একটি জায়গায় একটি পুকুর পাড় ভেঙ্গে রাস্তাটি গিলে ফেলেছে। সামনের বর্ষায় রাস্তাটি একেবারে পুকুরের পেটে চলে যাবে যদি রাস্তাটিকে মেরামত করা না হয়। এই রাস্তাটি ধরে প্রার্থনার জন্য গির্জায় যান খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা। অন্য জায়গা থেকেও জনজাতি অংশের মানুষ এই গির্জায় আসে প্রার্থনা করার জন্য। রাস্তাটির বেহাল দশায় যানবাহন নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করতে বেশ সমস্যার সন্মুখীন হয় নাগরিকদের। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি মেরামত করার দাবি উঠেছিল। কিন্তু রাস্তাটি মেরামত করা হচ্ছে না। ফলে সংশ্লিষ্ট দফতরের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এলাকাবাসীরা। অতি দ্রুত এই এলাকার মানুষ সামনের বর্ষার আগেই যাতে রাস্তাটি মেরামত করা হয় সেই দাবি তুলেছে।

দুর্ঘটনায় আহত পাঁচ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ক্ষতিকরায়, ৩১ জানুয়ারি।। যাত্রীবাহি গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়ায় আহত হন পাঁচজন। কুমারঘাট রতিয়াবাড়ি ব্যাঙ্ক সংলগ্ন এলাকায় টিআর ০২বি৩৮৫১ নম্বরের যাত্রীবাহি গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় উল্টে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একজন মহিলা রাস্তা পার হওয়ার সময় গাড়ির সামনে এসে পড়েন, তখনই চালক মহিলাকে রক্ষা করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। গাড়িটি উল্টে যাওয়ায় আহত হয় ৫ জন যাত্রী। এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে কুমারঘাট অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তারা আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসেন কুমারঘাট হাসপাতালে। আহতদের মধ্যে একজন মহিলার মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে। অন্যদের আঘাত ততটা গুরুতর নয় বলে জানা গেছে। এদিন দুপুর ১টা নাগাদ যাত্রীবাহি গাড়িটি কুমারঘাট থেকে বিরাশিমাইলের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। তখনই এই বিপত্তি ঘটে।

ছেড়া নোট-ই মনোরঞ্জন পেরিচয়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৩১ জানুয়ারি।। তার কাছ টাকার অভাব নেই। কিন্তু তারপরও তিনি গরিব। রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করেই রাস্তায় বসে তাকে বৃথ বছর ধরে ব্যবসা করতে হচ্ছে। তবে এত বছরে তিনি যতই টাকা রোজগার করেছেন তার চেয়ে বেশি অর্জন করেছেন মানুষের ভরসা। তিনি মনোরঞ্জন রায়। কল্যাণপুর বাজারে প্রতিদিনই তার দেখা মেলে। তার ব্যবসা ছেড়া টাকার বদলে ঝকঝকে নতুন টাকা সরবরাহ করা। কল্যাণপুরের সাথে অন্যান্য বাজারেও বিভিন্ন সময় তাকে ব্যবসা করতে দেখা যায়। দীর্ঘদিন ধরেই ছেড়া নোটের বদলে নতুন নোট প্রদানের ব্যবসা করে আসছেন তিনি। সময়ের সাথে সবকিছুরই পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু টাকার ব্যবহার চলছে নিরন্তরাভাবেই। স্বভাবতই টাকা এক পকেট থেকে আরেক পকেট, এক

আধ ঘন্টা পর গাড়ি থেকে উদ্ধার রক্তাক্ত চালক



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩১ জানুয়ারি।। প্রায় আধ ঘন্টার প্রচেষ্টার পর গাড়ি দরজা ভেঙে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় চালককে। সোমবার দুপুরে আমতলী বাইপাসের রবীন্দ্র সংঘ ক্লাব এলাকায় মাটি বোঝাই লরির সাথে মার্কতি গাড়ির সংঘর্ষ ঘটে। দুর্ঘটনায় আহত চালকের নাম শুভঙ্কর ধর। তার বাড়ি বিশালগড় নারায়ণা এলাকায়। দুর্ঘটনায় মার্কতি গাড়ির সামনের অংশ একেবারে দুমড়েমুচড়ে যায়। যার ফলে মার্কতি চালক ভেতরে আটকে থাকেন। স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে আমতলী থানার পুলিশ এবং

ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা যথাসময়ে ছুটে আসলেও চালককে গাড়ির ভেতর থেকে বের করে আনতে অনেকটা সময় চলে যায়। প্রায় আধ ঘন্টা পর তারা গাড়ির দরজা ভেঙে চালককে বের করতে আনতে সক্ষম হন। সেখান থেকে শুভঙ্কর ধরকে হাঁপানিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় বেসরকারি হাসপাতালে। বিশালগড় নারায়ণা ব্যবসায়ী শুভঙ্কর ধর তার টিআর ০১এ ০৪৪৫ নম্বরের মার্কতি ভ্যান নিয়ে

আমতলি বাইপাসের উপর দিয়ে বিশালগড়ের দিকে আসছিলেন। ওই সময় টিআর ০১ওয়াই ১৬৯৭ নম্বরের মাটি বোঝাই লরিটি আচমকা বাইপাস সড়কে চলে আসে। যার ফলে মার্কতি ভ্যান এবং মাটির লরির সংঘর্ষ ঘটে। ঘটনার পরই মাটির গাড়ির চালক সেখান থেকে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় চালক শুভঙ্কর ধর গাড়িতেই আটকে থাকেন। বাইপাস সড়কে প্রতিনিয়ত যান দুর্ঘটনা ঘটছে। তাই স্থানীয় লোকজন পুলিশের দুর্বলতা নিয়েই অভিযোগ করেছেন। এদিনের ঘটনায় চালক শুভঙ্কর ধরের অল্পেতে প্রাণ রক্ষা পেয়েছে।

জালালের বাড়িতে তিপ্রা মথার প্রতিনিধিরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩১ জানুয়ারি।। উদয়পুর হাতারিয়াস্থিত জালাল মিয়ার বাড়িতে যান তিপ্রা মথার এক প্রতিনিধি দল। সোমবার তিপ্রা মথার এডভাইজার দিলীপ কুমার দেববর্মা জালাল মিয়ার বাড়িতে গিয়ে গত ২৬ জানুয়ারির ঘটনার কথা শুনে। পাশাপাশি তিনি জানান, মহারাজা প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মাও এই ঘটনার নিন্দা করেছেন। তার পরামর্শেই প্রতিনিধিরা জালাল মিয়ার বাড়িতে আসেন। এদিন ভিম আর্থির আহ্বায়ক সুনীল কুমার দাস-সহ আরও কয়েকজন



প্রতিনিধি জালাল মিয়ার বাড়িতে আসেন। তারা গত ২৬ জানুয়ারির ঘটনার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। উল্লেখ্য, গত প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন রাতে দুর্ঘটনায় জালাল মিয়ার বাড়িতে হামলা চালিয়ে ছিল। তার বাড়িতে কিছুদিন আগেই প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত এপিজে আব্দুল কামালের মূর্তি বসানো হয়েছিল। দুর্ঘটনায় সেই মূর্তি ভাঙুর করার জন্যই জালাল মিয়ার বাড়িতে চড়াও হয় বলে অভিযোগ। এমনকী জালাল মিয়াকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল তাকে প্রাণে মেরে ফেলা হবে। ঘটনার পর জালাল মিয়া ফেসবুকের মাধ্যমে গোটা রাজ্যবাসীকে সাক্ষী রেখে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রাণ ভিক্ষার আর্জি জানিয়েছিলেন। সামাজিক মাধ্যমে তার সেই কাতর আবেদন দেখে বিভিন্ন মহল থেকে নিন্দার বাদ উঠে। জালাল মিয়া নিজেও একজন বিজেপি সমর্থক। তারপরও এই ধরনের ঘটনার সাথে দলের লোকজনের নাম জড়িয়ে পড়েছে। তাই অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও এখন সেই ঘটনার নিন্দা করছে।

গুরুতর আহত দুই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩১ জানুয়ারি।। বাইক এবং বাইসাইকেলের সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুইজন। বিলোনিয়া বুলবুল সঙ্গীত নিকেতন এলাকায় এ দুর্ঘটনা। আহত বাইক চালকের নাম সুমন কদল (২১) এবং বাইসাইকেল চালক কৃষ্ণধন বৈষ্ণব (৭০)। কৃষ্ণধন বৈষ্ণব এদিন রাতে বনকর বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। তখনই সুমন পালের বাইকের সাথে সংঘর্ষ ঘটে। এতে দু'জনই গুরুতরভাবে আহত হন। বিলোনিয়া ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বৃদ্ধ কৃষ্ণধন বৈষ্ণব বাইসাইকেলে করে লাকড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। তবে কার ভুলের কারণে এই দুর্ঘটনা তা এখনও জানা যায়নি। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আহতদের পরিবারের লোকজন ছুটে আসেন।

ভাতা বঞ্চিত শতায়ু বৃদ্ধা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ জানুয়ারি।। জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসেও সামাজিক ভাতা থেকে বঞ্চিত শতায়ু এক বৃদ্ধা। বিপিএল কার্ড থাকা সত্ত্বেও অসহায়ত্বের জীবনযাপন করছেন তিনি। ভাতা বঞ্চিত শতায়ু বৃদ্ধার নাম রংমালা বিবি (১০১)। স্বামী আফসার উদ্দিন প্রয়াত হয়েছেন অনেক আগেই। স্বামীর স্মৃতি নিয়ে এখানে জীবিত রয়েছেন তিনি। বয়সের ভারে ন্যূন এখন লাঠি দিয়ে ভর করে সমস্ত কাজ করার চেষ্টা



করেন। চড়িলাম আরডি ব্লকের অন্তর্গত আতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা রংমালা বিবি বাম আমলেও বহুবার ভাতার আবেদন করেছেন। বর্তমানে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পরও কয়েকবার কাগজপত্র জমা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এখনো পর্যন্ত সামাজিক ভাতা একশত বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও বৃদ্ধার কপালে জোটেনি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও ভাতার আফসোস

রয়ে গেছে তার। সরকারের নিকট কাতর আবেদন জানিয়েছেন সামাজিক ভাতা প্রদানের জন্য। কারণ এই বৃদ্ধ বয়সে সামাজিক ভাতার অর্থ স্বর্ণ এবং হীরার চেয়েও দামি। উক্ত এলাকার অনেকেই সামাজিক ভাতা পেয়েছেন। কিন্তু শত বছর পেরিয়ে গেলেও রংমালা বিবির কপালে সামাজিক ভাতা জুটেনি। ভাতা মৃত্যুর আগে যেন সামাজিক ভাতাটুকু উনার কপালে জুটে সেই আশ্বিন টুকুই রেখেছেন তিনি।

হাত থেকে আরেক হাত ঘুরতে ঘুরতে এক সময় ছিড়ে যায়। কিংবা ব্যবহারের অনুপযোগি হয়ে পড়ে।



তখনই মনে পড়ে মনোরঞ্জন রায়দের কথা। কারণ, যে টাকা বাজারে মূল্যহীন তাকে মূল্যবান করে দেন মনোরঞ্জন রায়ের মত

লোকেরাই। কল্যাণপুরের প্রতি হাটে মনোরঞ্জন রায়কে পসরা সাজিয়ে বসে থাকতে দেখা যায়।

গিয়ে জমা করেন। এরপরই সেগুলির বদলে নতুন নোট নিয়ে আসেন। এর মাঝখানে নতুন এবং পুরোনো টাকার বিনিময়ে যে নানাফা হয় তা দিয়েই তার সংসার চলে। অন্য ১০টা ব্যবসার সাথে মনোরঞ্জনবাবুদের ব্যবসার কিছুটা পার্থক্য আছে। তবুও তারা খুশি। তবে একটাই আক্ষেপ এখনও পর্যন্ত ত্রিপুরায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পুরোনো নোটের বদলে নতুন নোট প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু করেনি। যদি এই প্রক্রিয়া অন্তত আগরতলায় শুরু হত তাহলে আরও কিছুটা মুনাফা অর্জন করতে পারতেন মনোরঞ্জন রায়ের মত ব্যবসায়ীরা। অথচ তারাও যে সমাজের অর্থনীতিকে সচল রাখতে কিছুটা হলেও ভূমিকা গ্রহণ করছেন তা কিন্তু কেউই বলেন না। তবে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস এবং ভরসাকে পূজি করে খেতে চলেছেন তারা।

জানা অজানা

ঘোড়া দাঁড়িয়ে ঘুমায় কেন?



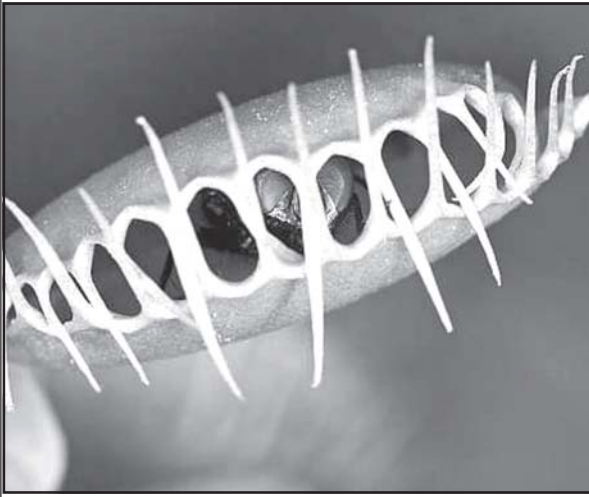
ঘোড়া দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেও মানুষ পারে না কেন?

ব্যাপারটা যেন আমাদের চোখ সওয়া হয়ে গেছে। সব সময় দেখি, ঘোড়া দাঁড়িয়ে থাকে, এমনকি ঘুমায়ও দাঁড়িয়ে। তাই সহজে প্রশ্ন জাগে না। কিন্তু এটা যে সে কথা নয়। এমন বিশাল শরীর নিয়ে ঘোড়া কেন সব সময় দাঁড়িয়ে থাকে? এর সহজ উত্তর হলো, দাঁড়িয়ে থাকলে একটা সুবিধা আছে। কেউ হঠাৎ আক্রমণ করলে চট করে দৌড়ে পালানো যায়। বসে থাকলে সে সুযোগটা কম। তাই ঘোড়া সব সময় দাঁড়িয়ে থাকে। সেটা সেই আদি যুগের কথা। যখন গুরা বনে—জঙ্গলে থাকত। বাঘ—সিংহের ভয় ছিল। এখন শহরে বা গ্রামে সে ভয় নেই।

যাক, বুঝলাম সবই। কিন্তু আক্রমণের ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ব্যাখ্যাটা সহজে কেউ মেনে নেবে না। কারণ আমরা দেখছি গরু তো শুয়ে ঘুমায়। তার কি বাঘ—সিংহের ভয় নেই বা আদিম যুগে ছিল না? নাকি শিং আছে বলে তাদের সাহস বেশি? না, তা নয়। আসলে ঘোড়ার শারীরিক গঠনটাই এমন যে দাঁড়িয়ে থাকলে তাদের শরীরের পেশিগুলো সহজে প্রশান্তি

লাভ করে। রিল্যাক্স হয়। তাই দাঁড়িয়ে থাকটা তার জন্য তেমন সমস্যা না। তবে মাঝেমাঝে রেম (REM– Rapid Eyc Movement) স্লিপের সময় গুরা শুয়ে ঘুমায়। রেম স্লিপ হলো একটু গভীর ঘুম, যখন চোখের মণি খুব দ্রুত নড়াচড়া করে। এ সময় মস্তিষ্ক সারা দিনের স্মৃতি সংগঠিতভাবে সাজিয়ে রাখে। মানুষেরও রেম স্লিপ হয়। কিন্তু ঘোড়ার রেম স্লিপ খুব কম সময় থাকে। এরপরই ওরা জেগে উঠে দাঁড়ায়। বেশিক্ষণ কেন শুয়ে ঘুমায় না? এর কারণ ভারী শরীরে বেশিক্ষণ শুয়ে থাকলে ঘোড়ার শরীরের সব জায়গায় অবাধ রক্ত চলাচল হয় না। এ অবস্থায় বেশিক্ষণ শোয়া কঠিন। কিছুক্ষণ পর রেম স্লিপ শেষে উঠে দাঁড়ালে যীরে যীরে সারা শরীরে রক্ত চলাচল শুরু হয়। এখন একটি মৌলিক প্রশ্ন। হরিণ কীভাবে শুয়ে ঘুমায়। বাঘ—সিংহের ভয় তো তাদের বরং বেশি? হ্যাঁ, এটা ঠিক। তাদের বিপদ আরও বেশি। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, হরিণ শুয়ে ঘুমায় বটে, তবে কিছুক্ষণ পরপরই ওরা চোখ পিটপিট করে তাকায় অথবা ঘুম অবস্থায়। তখন বিপদ দেখলেই দে ছুট!

মাংসখেকো ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ



ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ মাংসাশী উদ্ভিদ। এ উদ্ভিদের চোয়ালের মতো পা পড়ি বা জোড়া পাটা আছে। আসলে সেটাই পোকামাকড় ধরার ফাঁদ। সেই ফাঁদ দেখতে ঝুলন্ত পাতার মতো। এরা পাতার লাল আভরণ দিয়ে একটি বিশেষ ধরনের সুগন্ধি ছড়ায়। তখন চোয়ালের তেতর আঠালো জেলির মতো একধরনের তরল পদার্থ বের হয়। শিকারের জন্য চোয়াল খোলা রাখে ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ। সুগন্ধের টানে কোনো কীটপতঙ্গ বা মাকড়সা এসে সেই ফাঁদের ভেতর বসলেই হলো। বাস, ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ চোয়াল আটকে দেয়। পোকামাকড়েরা শত চেষ্টা করেও সেই আঠালো তরল আর চোয়ালের ফাঁদ থেকে মুক্ত হতে পারে না। এরপর যীরে যীরে পরিপাক রস এসে শিকারকে হজম করে। এই উদ্ভিদ আকারে ৩০ সেন্টিমিটার বা ১২ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। অনূর্বর

বেলে-পাথুরে মাটিতে জন্মায় ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ। এরা মূলত যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ক্যারোলিনা এবং দক্ষিণ ক্যারোলিনায় বাস করে। অন্য উদ্ভিদের মতো ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপও সূর্যের আলো থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু অনূর্বর মাটি ও বিরুদ্ধ পরিবেশে টিকে থাকার জন্য এদের অতিরিক্ত পুষ্টির প্রয়োজন হয়। তাই পোকামাকড় শিকার করে। মে-জুন মাসে সাদা রঙের ফুল ফোটে। এর ছোট কালো বীজগুলো পানি ও পাখির মাধ্যমে এদের বীজ দূর-দুরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। উপযুক্ত পরিবেশে ৩০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। মধুপায়ী পাখি, শক্ত দাঁতের ও জাবপোকার মতো অতিক্রম কীটপতঙ্গ এদের শত্রু। ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্যের কারণে এই উদ্ভিদ সংরক্ষণ করাটা ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ অতিমাত্রায় ছড়িয়ে পড়লে জীববৈচিত্র্য হুমকিতে পড়তে পারে।

আর্থিক বৃদ্ধির হার

৯.২০ থেকে কমে

৮.৫০ শতাংশ!

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি। চলতি বছরে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার ৯.২ শতাংশ হতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেছিল ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস (এনএসও)। তবে বাজেট পেশের এক দিন আগে সরকার জানাল, আগামী আর্থিক বছরে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি-র হার থাকবে ৮ থেকে ৮.৫০ শতাংশের মধ্যে। বার্ষিক অর্থনৈতিক সমীক্ষার এই রিপোর্ট দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। সরকারি সমীক্ষা জানাচ্ছে, ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে দেশের জিডিপি-র লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ৮.৫০ শতাংশ। যা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত এনএসও-র সমীক্ষা থেকে প্রায় ১ শতাংশ কম। করোনাকালে কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছিল দেশের জিডিপি। এমনকি রেকর্ড গড়ে জিডিপি নামতে নামতে মাইনাস ২৪-এ পৌঁছে গিয়েছিল। এরপর লকডাউন পরবর্তী সময়ে সামান্য অর্থনৈতিক উন্নতির আভাস মিলেছিল। গণ-টিকাকরণ এবং একই সঙ্গে দেশের একাধিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে খানিক অগ্রগতিতে আশ্তে আশ্তে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল অর্থনীতিও। তবে বাজেট পেশের এক দিন আগে ইন্দিра, বৃদ্ধির হার থাকবে ৮.৫০ শতাংশের সীমায়। সংশ্লিষ্ট সমীক্ষা বলছে, গণ-টিকাকরণের উপর ভর করে কোভিড পরিস্থিতির ময়েও ঘুরে দাঁড়াচ্ছে অর্থনীতি। স্থিতিবস্থায় পৌঁছেছে বৃদ্ধির হার। কিন্তু এর মধ্যে আছড়ে পড়েছে করোনার নয়া স্ফীতি। ওমিক্রনে আক্রান্ত সারা বিশ্বের মানুষ। বিভিন্ন দেশে মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে। চাপ পড়েছে ভারতেও। বিশেষত দেশের ক্ষুদ্র শিল্প এর ফলে প্রভাবিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত ২০২০-২১ আর্থিক বছরে দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৩ শতাংশ। যদিও করোনা পূর্ববর্তী কালে আসিস ছিল, বৃদ্ধির হার থাকবে ৬ থেকে ৬.৫০ শতাংশের মধ্যে।

বাবাকে ফোন করে ছ’তনা থেকে ঝাঁপ মডেলের!

জয়পুর, ৩১ জানুয়ারি। নিজেকে শেষ করে দিতে চেয়ে হোটেলের ছ’তলার বারান্দা থেকে ঝাঁপ দিলেন রাজস্থানের যোধপুরের বাসিন্দা এক মডেল। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করােনা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উঠতি মডেল গুনগুন উপাধ্যায় শনিবার রাতে উদয়পুর থেকে যোধপুরের একটি হোটেলের চেয়ে নামেন। ওই হোটেলের ছ’তলার বারান্দা থেকে তিনি ঝাঁপ দেন। ঝাঁপ দেওয়ার আগে তিনি বাবাকে ফোন করেন। ফোন করে বলেন, “আমি নিজেকে শেষ করে দিচ্ছি। আমি চলে গেলে আমার মুখের দিকে তাকিও।” এর পরই তিনি বারান্দা থেকে ঝাঁপ দেন। গুনগুনের বাবা গণেশ উপাধ্যায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ খবর দেন। পুলিশ দ্রুত ওই হোটেলের পৌঁছয়। কিন্তু তত ক্ষণে গুনগুন ঝাঁপ দিয়েছেন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে পুলিশ দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, গুনগুনের বুকে চোট রয়েছে। পায়ে হাড় ভেঙেছে। চিকিৎসকা জানিয়েছেন, তাঁর প্রচুর রক্তক্ষরণ হওয়ার ফলে তাঁকে টানা রক্ত দিতে হচ্ছে। তবে কেন সে এই পদক্ষেপ করলো, তা জানা যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, এখনও গুনগুন কিছু বাক্য অবস্থায় নেই। জ্ঞান ফিরলে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কারণ জানা যাবে।

আজ বাজেট!

দেশজুড়ে নতুন কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপি’র

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি। মঙ্গলবার সাধারণ বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। গত কয়েক বছর বাজেট অধিবেশনের পরে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে থাকেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এ বছর আরও এক কদম এগিয়ে নতুন কর্মসূচি নিয়েছেন মোদি। বাজেট বিশ্লেষণ করার জন্য বুধবার বেলা ১১টা থেকে বিজেপি কর্মীদের জন্য ভার্চুয়াল মাধ্যমে বক্তব্য রাখতে পারেন তিনি। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, মোদির বক্তব্যের বিষয় হতে পারে, আত্মনির্ভরতার মাধ্যমে দেশের আর্থিক উন্নয়ন। তাতেই জল্পনা তৈরি হয়েছে, তাতে কি নির্মালর বাজেটে বেশি করে ‘আত্মনির্ভরতা’র কথা বলা হবে? ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এই বাজেট বিজেপি-র কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন থেকেই মোদি সরকারের আর্থিক চিন্তা ভাবনা নিয়ে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছেতে চাইছে বিজেপি। বুধবার তাই গোটা ভারতে বৃথ স্তরে বড় পর্দা লাগিয়ে মোদির বক্তব্য ‘লাইভ’ শোনানোর নির্দেশ দিয়েছে বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফ থেকে বাংলাতেও এসেছে ১০ দফা

‘কড়া’ নির্দেশ। কেন্দ্রীয় বিজেপি-র কার্যালয় সচিব অরুণ কুমার সোমবার সকালেই এই নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছেন রাজ্য বিজেপি-র কাছে। তাতে বলা হয়েছে, জেপি নাড্ডার নির্দেশে এই কর্মসূচি। বলা হয়েছে, ১০০ শতাংশ নেতাকর্মী যেন এই সভায় উপস্থিত থাকেন। বলা হয়েছে, ওই দিন রাজ্যের পদাধিকারীগণ, রাজ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্ব, মার্চাগুলির রাজ্য নেতৃত্ব, ভারপ্রাপ্ত সদস্য, বিভিন্ন সেলের রাজ্য ইনচার্জ, কো-ইনচার্জদের উপস্থিত থাকতে হবে এই সভায়। বিজেপি-র সমস্ত সাংসদ ও বিধায়ক, নগর নিগমের সদস্য, জেলা পঞ্চায়েতের সদস্য অংশগ্রহণ করবেন। এ সবই করতে হবে কোভিড বিধি মেনে। সামনেই পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোট। মনে করা হচ্ছে, তার প্রচারেরও একটি অঙ্গ হয়ে উঠবে মোদির এই ভাষণ। এমনকি সব জায়গায় এর প্রচার হচ্ছে কি না, তা দেখার জন্য, প্রতিটি কর্মসূচির ছবি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে পাঠানোর পাশাপাশি ‘নমো অ্যাপ’-এ আপলোডের নির্দেশ এসেছে বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে।



শেষ তুলির টান ও মুম্বাইয়ের এক শিল্পী গণেশ জয়ন্তীর আগে চূড়ান্ত ব্যস্ত ভগবান গণেশকে সাজিয়ে তুলতে।

পেগাসাস ইস্যুতে কেন্দ্রকে চাপ লোকসভায় নোটিশ সৌগত’র

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি। সম্প্রতি নয়া মোড় নিয়েছে পেগাসাস বিতর্ক। ‘নিউইয়র্ক টাইমস’র প্রকাশিত একটি রিপোর্টের উল্লেখ করে মোদি সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছেন রাহুল গান্ধী। এবার এই ইস্যুতে নতুন করে মোদি সরকারকে আক্রমণ শালাল তৃণমূল। পেগাসাস ইস্যুতে লোকসভার স্পিকারকে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় নোটিশ দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ঘটনায় ফের অস্থিত্তিতে বিজেপি। পেগাসাস নিয়ে শুরু থেকেই কেন্দ্রকে তোপ দেগেছে তৃণমূল। সংসদের বাদল অধিবেশনে এই বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানায় তারা। সরব হয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বছর একুশে জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশের মঞ্চে ঘোষণা করেন, ফোনে আড়ি পাঁতা কাণ্ডে আলাদা তদন্ত কমিটি গঠন করবে রাজ্য সরকার। গত ২৬ জুলাই এ বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মদন লোকুর এবং কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যের কমিটি গঠিত হয়। পেগাসাস ইস্যুতে তীব্র হটগোল হয়েছিল সংসদের বাদল অধিবেশনে। যে কারণে বার বার মূলতর্বি হয়ে যায় অধিবেশন। এবার সেই ইস্যুতেই তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় নোটিশ দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। আজ সৌগত রায় বলেন, বিষয়টি লোকসভায় তোলা হবে। পেগাসাস ইস্যুতে তৃণমূল নোটিশ দিলেও গোটা বিরোধী শিবির এই বিষয়ে একমত বলেই জানা গিয়েছে। এদিকে জানা গিয়েছে রাজ্যসভাতেও সরকারের বিরুদ্ধে নোটিশ পড়েছে পেগাসাস ইস্যুতে। সিপিএমের বিনয় বিশ্বাস নোটিশ দিয়েছেন রাজ্যসভায়। উল্লেখ্য, রবিবার পেগাসাস ইস্যুতে লোকসভায় কংগ্রেস দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরি চিঠি লিখছেন স্পিকার ওম ভিড়লাকে। তাঁর আর্জি, ইচ্ছাকৃতভাবে লোকসভাকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগে তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিশেষাধিকার প্রস্তাব আনা হোক।

লাইফ স্টাইল

একজন এইডস রোগীর শরীরে ২১ বার মিউটেশন

দক্ষিণ আফ্রিকায় ওমিক্রন সংক্রমণের শুরু। আবার এই দক্ষিণ আফ্রিকাতেই মারাত্মক আকার নিয়ে রয়েছে এইচআইভি বা এইডস-এর জীবাণু। এই দুই জীবাণুর মধ্য কি যোগ থাকতে পারে? তা নিয়ে গবেষণা চলছিল। হালে পাওয়া গেল উত্তর। এবং উত্তরটি দেখে হতবাক বিজ্ঞানীরা।

কী বলছে নতুন গবেষণা?

সম্প্রতি University of KwaZulu-Natal-এর গবেষকরা একটি অদ্ভুত তথ্য আবিষ্কার করেছেন। দেখা গিয়েছে, এক

২২ বছরের এইডস আক্রান্তের শরীরে ২১ বার নিউক্লিয়ার রূপ বদলেছে করোনাভাইরাস। অর্থাৎ

মাত্র একজনের শরীরেই ৯ মাসের মধ্যে ২১টি মিউটেশন ঘটিয়েছে ভাইরাসটি। এটি ওমিক্রন বা করোনার অন্য কোনও রূপ তৈরির জন্য যথেষ্ট। আর এই ঘটনা দেখেই বিজ্ঞানীদের মনে হয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ওমিক্রনের মতো করোনার রূপের দেখা দেওয়ার কারণ আছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায় ৮২ লক্ষ মানুষের শরীরে এইডস-এ জীবাণু বা এইচআইভি রয়েছে। এটি বিশ্বের যে কোনও দেশের চেয়ে বেশি। এইডস-এ আক্রান্ত অনেকেই করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এবং তাঁদের অনেকের শরীরেই ব্যাপক হারে মিউটেশন ঘটিয়েছে এই ভাইরাস। এবং

সেটিই ওমিক্রনের মতো রূপ জন্মানোর জন্য দায়ী হতে পারে। কিন্তু সব এইডস আক্রান্তের শরীরেই এমন ব্যাপক হারে মিউটেশন হচ্ছে না। কারণ কারও শরীরে হচ্ছে বিশেষ করে যারা নিয়মিত এইডস-এর চিকিৎসা করান বা নিয়ম করে গুণ্ণ খান না, তাঁদের শরীরে মারাত্মক হারে মিউটেশন হয়েছে ভাইরাসটির। আর তাঁদের মধ্যে থেকে কারও শরীরে হয়তো তৈরি হয়েছে ওমিক্রনের মতো রূপের। এই আবিষ্কার আগামী দিনে কোভিডের নতুন রূপের বাড়িবাড়ি আটকাতে সাহায্য করবে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা।



অসন্তোষে জ্বালানো হল মোদির কুশপুতুল

ইস্ফল, ৩১ জানুয়ারি। আগামী মাসেই ভোট মণিপূরে। রবিবার প্রাণী তালিকা ঘোষণা করেছে বিজেপি। আর তার পরেই আগুন জ্বলল মণিপূরে। প্রাণী তালিকা নিয়ে অসন্তোষ এতটাই বাড়ল, যে প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের কুশপুতুল পোড়ানো হল। দিকে দিকে জ্বলল বিজেপি-র পার্টি অফিস। রাস্তায় বিক্ষোভ দেখালেন কর্মীরা। বাংলায় যেমনটা হয়েছিল, এবার তেমনটাই হল মণিপূরে। আদি এবং নব্যর দ্বন্দ্ব চরমে উঠল। অন্য দল ছেড়ে যারা বিজেপি—তে যোগ দিয়েছেন, তাঁদেরই বেশি মর্শালা দেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগই উঠল বাংলার মতো মণিপূর বিজেপি-তেও। সে রাজ্যের বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপি—তে যোগ দিয়েছেন এমন ১০ জন নেতাকে টিকিট দেওয়া হয়েছে। অথচ যারা মাটি কামড়ে খেটেছেন, তাঁদের টিকিট দেওয়া হয়নি। বহু কেন্দ্রে প্ল্যাকাড হাতে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বিজেপি নেতাকর্মীরা। অন্ততিনে নোতা ইন্তফা দিয়েছেন আজ, যাদের টিকিট পাওয়ার কথা ছিল, অথচ পাননি। দিকে দিকে মিছিল বেরিয়েছে। ইস্ফলে রাজ্য বিজেপি-র সদর দফতরে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। ২০১৭ সালের নির্বাচনে বিজেপি-র টিকিটে ২১ জন জিতে বিধায়ক হন। রাজ্যে মোট আসল ৬০। ছোট দলের বিধায়কদের হাত ধরে বিজেপি রাজ্য ক্ষমতায় আসে। নিজেদের বিধায়কদের মধ্যে ১৯ জনকে টিকিট দিয়েছে তারা। তিন জনকে দেয়নি। মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং লনছেন নিজের পুরনো আসন এইংগাং থেকে। বিজেপি ৬০ জন প্রার্থীর মধ্যে তিন জন মহিলা এবং এক জন মুসলিমকে টিকিট দিয়েছে। সেই নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে।

সম কাজে সম পারিশ্রমিক মৌলিক অধিকার নয় জানাল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি। সম কাজে সম পারিশ্রমিক মৌলিক অধিকার নয়। দিল্লি হাইকোর্টে এক রায়কে বাতিল করে এই রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যদিও পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, সরকারের উচিত সম কাজে সমান পারিশ্রমিক নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের বনবিভাগের উজ্জপদ থেকে অবসর নেন আর ডি শর্মা। হায়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রেডের হিসাবে তিনি ৩৭ হাজার ৫০০ টাকা পেনশন পেতে শুরু করেন। যদিও তাঁর দাবি, ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস (পে) সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০৮ অনুযায়ী তাঁর ৪০ হাজার টাকা পেনশন পাওয়া উচিত। এই মর্মে তিনি সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল (ক্যাট)-এর দ্বারস্থ হন। আর ডি শর্মা এই আর্জি কাটি খারিজ করে দেয়। তার পরই তিনি দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেন। সেখানে ২০০৮ সালের আইন মোতাবেক সম পদের অন্য আধিকারিকদের

মতো তিনিও ৪০ হাজার টাকা পেনশন পাওয়ার যোগ্য, এই রায় দেয় দিল্লি হাইকোর্ট। এর পর মধ্যপ্রদেশ সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। ২০১৭ সালের এক মামলায় সর্বেচ্চি আদালতের রায়ে সম কাজে সম পারিশ্রমিক সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণকে উল্লেখ করা হয়। বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় ও বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর বেক্ষের পক্ষ থেকে মালারায় রাই তিনে গিয়ে জানানো হয়, কাজের ক্ষেত্র, বেতন ইত্যাদি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার পে কমিশনের মতো স্বতন্ত্র সংস্থাকে দেওয়া আছে। তাই বেতন, পেনশন বা পারিশ্রমিকের মতো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সরকারের কাজ। এই ধরনের সংস্থাগুলির প্রস্তাব-পরামর্শ মেনে তা করা উচিত। একই কাজে একই পারিশ্রমিক পাওয়া কোনও মৌলিক অধিকার নয়। তবে সরকারের উচিত তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা।

‘গণতন্ত্রের স্বার্থে সরান ধনখড়কে’

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি। রাজাপাল জগদীপ ধনখড়কে নিয়ে সংঘাত পৌঁছল দিল্লির দরবারে। সরাসরি রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কাছে ধনখড় সম্পর্কে নালিশ জানানলেন লোকসভায় তৃণমূলের নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রের স্বার্থে রাজাপাল বদল করা দরকার। সুদীপ জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি সংসদে বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিন ভাষণ দিতে এসেছিলেন। সেই সময়ে সেন্ট্রাল হলে উপস্থিত ছিলেন তিনিও। সেই সুযোগেই সরাসরি কোবিন্দকে দলের দীর্ঘদিনের দাবির কথা বলে দেন সুদীপ। দেখা যায়, ভাষণ শেষে লোকসভা সাংসদের বসার প্রথম সারির আসনের দিকে এগিয়ে আসেন কোবিন্দ। প্রধানমন্ত্রী-সহ বিভিন্ন দলের লোকসভার নেতারা বসেন যেখানে। সেখানেই আসন সুদীপের। রাষ্ট্রপতিকে প্রতি নমস্কার জানানোর সময়ে নিজের মাঙ্কটি খোলেন সুদীপ। সেই সময়ে কোবিন্দ সুদীপকে বলেন, “আপনাকে আজ বেশ হাসি হাসি মুখে দেখা যাচ্ছে।” এর পরেই কোনও ভনিভা না করে কাজের কথাটি বলে দেন সুদীপ। বলেন, “কিন্তু স্যার, পশ্চিমবঙ্গের রাজাপালকে সরান। না হলে, সংসদীয় গণতন্ত্রের বিপদ হচ্ছে।” সেই সময়ে কোবিন্দের পাশেই ছিলেন উপ-রাষ্ট্রপতি বেন্দ্ৰাহিয়া নাইডু। ধনখড় রাজপাল হয়ে আসার পর থেকেই বাব বার তাঁর সঙ্গে সংঘাত বেধেছে রাজ্যের। মুখ্যমন্ত্রী-রাজাপাল মতান্তর সামনে এসেছে বার বার।

আগেও দিল্লি গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ’র কাছে ধনখড়ের ‘কার্যকলাপ’ নিয়ে ক্ষোভ জানিয়ে এসেছিলেন মমতা। তখন তাঁর অনুরোধ ছিল, ‘রাজাপালকে সংঘত হতে বলুন।’ তবে এখন রাজ্যের সংসদীয় প্রধানের সঙ্গে শাসক দলের সম্পর্ক যেখানে গিয়েছে তাতে আর সংঘাত হওয়ার বার্তা নয়, বরলির আর্জি জানানলেন সুদীপ। রাজাপাল ও সরকারের সংঘাত বাড় আকার নেয় গত বিধানসভা নির্বাচনের সময়ে। রাজাপাল প্রায় প্রতিদিনই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক টুইট করেন। পাল্টা তাঁকেও ‘বিজেপির লোক’ বলে সমালোচনায় বিদ্ধ করেছে শাসক দল। কিন্তু ধনখড় দমনেননি। তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতার শপথের দিনেও ভোট পরবর্তী গোলমালের কথা তুলে রাজপাল তাঁকে খোঁচা দেন। এর পরে সম্প্রতি শিক্ষা ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংঘাতের পরিবেশ তৈরি হয়। সেই সময়ই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রাত্না বসু বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে ধনখড়কে সরানোর কথাও বলেন। হাওড়া পুরসভা নির্বাচনও কার্যত রাজাপালের জন্যই স্থগিত হয়ে গিয়েছে। তবে তাঁর বিরুদ্ধে এত অভিযোগ উঠলেও ধনখড় বরাবর একটাই দাবি করেছেন যে, তিনি অসাবধানিক কোনও কাজ করেননি। তাঁর এজিয়ারের বাইরে কোনও বিষয়ে মতামত জানাননি।

কণ্টার্জিত জয় পেলো বীরেন্দ্র

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারিঃ সিনিয়র লিগে লড়াই করে জয় পেলো বীরেন্দ্র ক্লাব। স্থানীয় ফুটবলারদের নিয়ে মোটামুটি ব্যালেন্সড দল গড়েছিল শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবটি। প্রত্যাশা ছিল, এবার হয়তো ভালো ফলাফল হবে। তবে রাখাল শিস্তে সুবিধা করতে পারেনি। সিনিয়র লিগেও শুকটা ভালো হয়নি। প্রথম দুই ম্যাচে তাদের মুখোমুখি হতে হয় দুই হট ফেভারিট ফরয়ার্ড ক্লাব এবং এগিয়ে চল সংখ্যের বিরুদ্ধে। দুইটি ম্যাচেই বীরেন্দ্র ক্লাব ভালো লড়াই করলেও হেরে যায়। পরবর্তী সময় রামকৃষ্ণ ক্লাবের কাছেও হারতে হয়। ফলে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে সুপার লিগে যাওয়া। এই অবস্থায় সোমবার সিনিয়র লিগে ত্রিপুরা পুলিশকে হারিয়ে জয় তুলে নিয়েছে বীরেন্দ্র ক্লাব। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা ২-১ গোলে হারালো পুলিশকে। যদিও এর পরও দলটির সুপারে যাওয়া নিশ্চিত নয়। আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি টাউন ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলবে বীরেন্দ্র ক্লাব। শুই ম্যাচটি শুরুঃ জিতলেই হবে না অন্য দলগুলির দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে। এককথায় অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে বীরেন্দ্র ক্লাব। দল হিসাবে খারাপ নয়। কিন্তু সমস্যা হলো, অধিকাংশ ম্যাচেই পুরো একাংশ হাতে পাননি কোচ সজ্জিত ঘোষ। অধিকাংশ ম্যাচেই দলের একজন না একজন নির্ভরযোগ্য ফুটবলারকে ছাড়া মাঠে নামতে হয়েছে।

অবসরে গেলেন ৯ জন পিআই

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারিঃ ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের ৯ জন পিআই একই দিনে অবসরে গেলেন। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের মলয়া সিনহা, বুটন নন্দী, উনকোটি ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের প্রতিভা ঘোষ দত্ত, শোভা সিনহা, চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, মায়া রানি দেববর্মী, পদ্মিনী দেব, দেবশিস ভৌমিক, মায়া সাহা এই নয়জন পিআই এদিন অবসরে গেলেন। এই উপলক্ষে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে মলয়া সিনহা ও বুটন নন্দী-কে সর্বধর্না দেওয়া হয়। এছাড়া অন্যান্য পিআই-দেরও নিজ নিজ অফিস থেকে সর্বধর্না দেওয়া হয়েছে।

রোহিতদের কড়া বার্তা দিয়ে ভারতে আসছেন পোলার্ডরা



ভারতে আসার আগে রোহিত শর্মাদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়ে রাখলেন কিশোর হোমলাররা। রবিবার টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে সিরিজ জিতে নিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের নায়ক জেসন হোল্ডার ইংল্যান্ডের কাছে জেতার জন্য শেষ ওভারে ২০ রান দরকার ছিল। কিন্তু চার বলে চার উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের রং বদলে দেন হোল্ডারই। মাত্র ২ রান দেন সেই ওভারে। তুলে নেন ক্রিস জর্ডান, স্যাম বিলিশ্বে, আদিল রশিদ এবং সাবির মাহমুদকে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ইতিহাসে চতুর্থ বোলার হিসেবে চার বলে চার উইকেট নিলেন হোল্ডার। তাঁর আগে এই কাজ করেছেন লাসিথ মালিঙ্গা, কার্টিস ক্যান্ফার এবং রশিয় খান। ২.৫ ওভারে ২৭ রান দিয়ে পাঁচ উইকেট নিয়ে তিনি ম্যাচের পর হোল্ডার বলেছেন, “কঠোর পরিশ্রম, ডেথ বোলিংয়ে বিশেষ অনুশীলন এবং বৈচিত্র এনাই সফল হয়েছে। ক্রমশ আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছি এবং অধিনায়কও আমার উপর বেশি করে ভরসা রাখছে। শেষ ওভারে আমাকে বোলিং করতে দেওয়াতেই সেটা প্রমাণিত।”পোলার্ড (অপরাজিত ৪১) এবং রভমান পাওয়ারেলের (অপরাজিত ৩৫) ইনিংসে ভর করে নির্ধারিত ওভারে ১৭৯ তুলেছিল ওয়েস্টইন্ডিজ। জবাবে ১৬২ রানেই শেষ ইংল্যান্ড।



পাশাপাশি দলে প্রকৃত স্ট্রাইকারেরও অভাব রয়েছে। যদিও দলের মাঝমাঠ বেশ ভালো। চলতি লিগের একটি ন্যূনতম ধারাবাহিকতা বজায় রেখে খেলে চলছে। কিন্তু গোল করার ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই তাদের ব্যর্থতা প্রকট হয়েছে। না হলে আরও ভালো জায়গায় থাকতো বীরেন্দ্র ক্লাব। পুলিশ বাহিনীর অবস্থা আরও খারাপ। ইতিমধ্যেই সুপারের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে। এককথাক বয়স্ক ফুটবলারদের নিয়ে যতটা লড়াই করা সম্ভব ততটা লড়াই তারা করছে। এই দল নিয়ে আর যাই হোক বড় স্বপ্ন দেখা যায় না। একটা সময় পুলিশের রক্ষণভাগ ছিল অন্যতম সেরা। এবার সেই রক্ষণভাগই অধিকাংশ সময় দলকে ডুবিয়ে

দিচ্ছে। দশ বছর আগে শেষবার ফুটবলার নিয়োগ হয়েছিল। যাদের তখন নিয়োগ করা হয়েছিল তারাও এখন খেলা ছেড়ে দেওয়ার জায়গায় চলে এসেছে। এছাড়া আগের ব্যাচের ফুটবলাররা তো স্রেফ জোর করে খেলছে। শুধুমাত্র নিজস্ব ফুটবল শৈলীর গুণে এখনও তারা খেলে চলছে। আগামী মরশুমের আগে যদি নতুন নিয়োগ না হয় তবে পুলিশের পক্ষে দল মানানোই কঠিন হয়ে পড়বে। সীমিত ক্ষমতা নিয়েও এদিন বীরেন্দ্র ক্লাবের বিরুদ্ধে ভালো লড়াই করলে পুলিশ। শুরু থেকেই গোলের জন্য কীপায় বীরেন্দ্র ক্লাব। ৩১ মিনিটে লালনুন ডার্লং বীরেন্দ্র ক্লাবকে এগিয়ে দেয়। প্রথমার্ধে পুলিশ বাহিনীর সামনেও কিছু হাফ চান্স এসেছিল। কিন্তু সেগুলি কাজ

লাগাতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে গোল সংখ্যা বাড়ানোর জন্য বীরেন্দ্র ক্লাব আক্রমণে অনেক বেশি তেজি হয়। ৬৩ মিনিটে সুয়াম ছই পাা হালাম বীরেন্দ্র ক্লাবের হয়ে ব্যবধান ২-০ করে। ৮০ মিনিটে বাদল দেববর্মী পুলিশের হয়ে ব্যবধান কমায়। এদিনের জয়ের ফলে বীরেন্দ্র ক্লাবের সুপারে যাওয়ার আশা টিকে রইলো। তবে অন্যান্য দলগুলির ফলাফলের দিকেও তাদের তাকিয়ে থাকতে হবে। ম্যাচ পরিচালনা করেছেন সত্যজিৎ দেবরায়। আগামীকাল টাউন ক্লাব বনাম জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন পরস্পরের মুখোমুখি হবে। আট দলীয় লিগে একটি দলের অবনমন ঘটবে। ত্রিপুরা পুলিশকে হারিয়েছে টাউন

●এরপর দুইয়ের পাভায়

মানিক ও কিশোর-দের চ্যালেঞ্জ জানাতেই

সোনামুড়ায় দিদি অনুগামীদের ক্রিকেট

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারিঃ বাস্তব সত্য। মানিক সাহা, কিশোর কুমার দাস-রাই সোনামুড়া ক্রিকেটকে হত্যা করেছে। প্রায় আড়াই বছর হতে চললো মানিক সাহা-রা টিসিএ-র ক্ষমতায়। শাসক দলের একজন রাজা সভাপতিও মানিক সাহা। কিন্তু টিসিএ-র ক্ষমতার চেয়ারে বসে গত ২৯-৩০ মাসে তিনি সোনামুড়া ক্রিকেটকে হাতা ছাড়া কোন কাজ করেননি। সোনামুড়ার এক শাসক দলীয় ক্রিকেট সংগঠক আজ আমাদের কাছে এই অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, দিদি তথা সাংসদ তথা বর্তমান সময়ের কেন্দ্রীয় রেষে আমরা সোনামুড়া ক্রিকেটকে সাজিয়ে তুলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দিদির নাম দেখেই হয়তো মানিক সাহা টিসিএ-তে নিজের ক্ষমতার জোরে সোনামুড়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদন আটকে দেয়। রাজ্যে সরকার বললে পর আজ পর্যন্ত টিসিএ-র কোন ক্রিকেটে নেই সোনামুড়া। তিনি বলেন, আমরা অনেকবার টিসিএ-তে আবেদন করেছি। দুইবার কমিটিও বদল হয় কিন্তু কাজের কাছ কিছুই হয়নি। আমরা বুঝতে পেরেছি যে, যতদিন মানিক সাহা, কিশোর

দাস-রা টিসিএ-র ক্ষমতায় থাকবে ততদিন সোনামুড়া ক্রিকেটকে টিসিএ খেলার সুযোগ এবং আর্থিক অনুদান দেবে না। তবে টিসিএ-তে মানিক সাহা-রা তো মাত্র ৬-৭ মাস। তারপর নিশ্চয় ক্রিকেটের আসল লোক আসবে। তখন নিশ্চয় নতুন টিসিএ সোনামুড়ার কথা ভাববে। তবে সামনে যখন নতুন কমিটি আসতে চলছে তখন সোনামুড়ার ক্রিকেট শুরু করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। বলতে পারেন, দিদির অনুপ্রেরণা নিয়ে সোনামুড়ায় একটি বিরাট ক্রিকেট আসর হয়ে চলছে। টিসিএ নাকি সবচেয়ে বেশি ৫০ হাজার টাকা প্রাইজমানি দেয়। আমরা চ্যাম্পিয়নকে এক লক্ষ টাকা এবং রানার্সকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিচ্ছি। আমাদের ধারণা, আসন্ন এই বিশাল অসের প্রাইজমানি ক্রিকেটের পর সোনামুড়ায় পুরোপুরি ক্রিকেট শুরু হয়ে যাবে। টিসিএ যেহেতু কোন অনুমোদন দিচ্ছে না তখন আমাদের নিজেকে সব আয়োজন করতে হবে। আমরা সোনামুড়ার ক্রিকেটপ্রেমী মানুষকে সাথে নেবো। সোনামুড়ার প্রাক্তন ও নার্নি ক্রিকেটারদের সাহায্য নেওয়া হবে। সোনামুড়ার ছেলেরাই আম্পায়ারিং করবে। জানা গেছে, টিসিএ-কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই দিদির

অনুগামীরা এবার সোনামুড়ায় মেগা ক্রিকেট আসর করতে যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে সোনামুড়ায় শুরু হচ্ছে বিশাল অঙ্কের প্রাইজমানির টেনিস ক্রিকেট। এতে শুধু রাজ্যের নয়, ভিনরাজ্যের অনেক ক্রিকেটারকে দেখা যেতে পারে। জানা গেছে, কিশোদ দাস-রা নাকি চেষ্টা করছে যাতে টিসিএ-র কোন নথিভুক্ত ক্রিকেটার সোনামুড়া ক্রিকেটে অংশ নিতে না পারে। টিসিএ-তে খবর, এবার বিসিসিআই অনূর্ধ্ব ২৫ ক্রিকেট করবে না জেনেও টিসিএ অনূর্ধ্ব ২৫ ক্রিকেটের যে ২১ দিনের ক্যাম্প ডেকেছে তার পেছনে নাকি ওই দিদির অনুগামীদের ক্রিকেট। ক্যাম্পে থাকলে সোনামুড়া ক্রিকেট খেলার সুযোগ হবে না। তবে যা খবর, তাতে রাজ্যের অন্য ক্রিকেটাররা নাকি খেলতে নামবে সোনামুড়া ক্রিকেটে। বিশেষ করে আগরতলা, বিশালপুর, সোনামুড়া, উদয়পুর এবং বিলোনিয়ার অসহ ক্রিকেটারকে দেখা যাবে। এছাড়া ভিনরাজ্যের বেশ কিছু ক্রিকেটার খেলতে আসছে। সর্বমিলিয়ে বলা চলে, টিসিএ-কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই দিদির অনুগামীরা সোনামুড়াতে এক মেগা ক্রিকেট আসরের আয়োজন করেছে। এখন দেখার, এখানে কারা সফল হয়।

অধিনায়ক না থাকলেও নিজেকে দলের নেতাই ভাবি ঃ কোহলি



নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি।। কখন নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে হয়, সেটাও একজন অধিনায়কের বড় গুণ। এমনটাই মনে করেন বিরাট কোহলী। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, নেতা না থাকার সময়ও তিনি নিজেকে অধিনায়ক ভাবতেন, যাতে দলকে জেতাতে পারেন। অতীতের বিভিন্ন অধিনায়কের থেকে এ ব্যাপারে শিক্ষা নিয়েছেন বলে জানানেন কোহলী।দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ হারের পর সেই ফরম্যাটের নেতৃত্ব থেকে সবে দাঁড়ান কোহলি। সাত বছর তাঁর অধিনায়কত্ব টেস্টে দুর্দান্ত সময় কাটিয়েছে ভারত। সীমিত ওভারের নেতৃত্ব থেকে আগেই সারে গিয়েছিলেন কোহলি। সম্প্রতি এক ইউটিভি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, “স্বী অর্জন করতে চাই, সেটা সম্পর্কে সবার আগে বুঝে নিতে হবে। তারপরে সেই লক্ষ্য পূরণ করতে পেরেছি কি না, সেটার দিকে নজর রাখতে হবে। প্রত্যেকটা জিনিসের একটা নির্দিষ্ট সময় এবং মেয়াদ রয়েছে। সেটা সম্পর্কে নিজেকে জানতে হবে। বাটার হিসেবে আপনি হয়তো দলকে অনেক বেশি সাহায্য করতে পারেন। আমিও সেটা ভেবেই নিজেকে নিয়ে গর্বিত।”কোহলি আরও বলেছেন, “নেতা হতে গেলে সব সময় যে অধিনায়ক হতে হবে তার কোনও মানে নেই। যখন এমনএস যোনি সাধারণ ক্রিকেটার হিসেবে দলে ছিল, তখন এমন নয় যে ও নেতা ছিল না। ওর থেকে প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমরা বিভিন্ন পরামর্শ নিতাম। জেতা-হারা আমাদের হাতে থাকে না। কিন্তু প্রতি দিন নিজদের উন্নতি করা, ক্রমাগত উৎকর্ষের দিকে এগিয়ে যাওয়া বড়া, এটা স্বল্প মেয়াদে হয় না। যদি এটাকে নিজের ধর্ম হিসেবে পালন করা যায়, তা হলে খেলোয়াড় জীবনের বাইরেও এটা আপনাকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করবে।”এর পরেই কোহলি বলেছেন, “কখন সারে হোতে হবে এটাও নেতৃত্বের একটা বড় গুণ। সঠিক সময়ে বেছে নিতে হবে। ঠিক কোন সময় দলের নির্দেশ দেওয়ার জন্য অন্য এক জনকে প্রয়োজন সেটা বুঝতে হবে। পাশাপাশি, দলের সংস্কৃতি যাতে একই রকম থাকে সেটাও খোয়াল রাখতে হবে। অন্য ভূমিকায় থেকেও দলকে সাহায্য করা যায়। খেলোয়াড় হিসেবে প্রত্যেককেই সব ধরনের ভূমিকার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে এবং সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। ●এরপর দুইয়ের পাভায়

সহ-অধিকর্তা পদে উন্নীত হলেন ৯ ক্রীড়া আধিকারিক

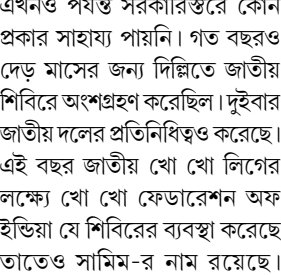
প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারিঃ নয়জন ক্রীড়া আধিকারিককে সহ-অধিকর্তা পদে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। সোমবার এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। বিভাবসু গোস্বামী, অমিত কুমার যাদব, ভারতী নিগম, শান্তনু সুত্রধর, কমলেন্দু শীল, রীতেশ শীল, মিহির শীল, দিবাকর দেবনাথ এবং ধীমান বিশ্বাস-কে সহ-অধিকর্তা পদে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকের নতুন পোস্টিং-র জয়গাও দেওয়া হয়েছে। বলা যায়, দীর্ঘদিন পর এক সাথে নয়জনকে সহ-অধিকর্তা পদে প্রমোশন দেওয়া হলো।

পশ্চিম জেলায় ক্রীড়া সংস্থা গঠনের উদ্যোগ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারিঃ পশ্চিম জেলাভিত্তিক ক্রীড়া সংস্থা গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পশ্চিম জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতর এই লক্ষ্যে নির্বাচনি প্রক্রিয়ার দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে। আগামী ২১ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থা গঠনের জন্য নির্বাচনি প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে। মূলতঃ ক্রীড়া আইনের বাধ্যবাধকতা মেনে নতুনভাবে সমস্ত সংস্থা গড়ে তোলা হবে। গত কয়েক বছর ধরে এনিয়েই চলছে একটা চাপান-উতোর। প্রশ্ন উঠেছে, একটি সরকারি দফতর কিভাবে প্রাইমেরি স্পোর্টস বোর্ড গঠনে উদ্যোগী হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরেই এনিয়ে বিতর্ক চলছে। যেভাবেই হোক সরকার ক্রীড়া আইন দ্রুত চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। ফলে নির্বাচনি প্রক্রিয়াও শুরু হতে চলছে। মোট ৩৩টি গেমের পশ্চিম অ্যাসোসিয়েশন গঠনের লক্ষ্যে আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে নির্বাচনি প্রক্রিয়া শুরু হবে।

লড়াইয়ের আরেক নাম সামিম

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারিঃ একজন মানুষ লড়াকু হয় কি করে? যার রক্তের মধ্যেই লড়াই শপদ্ধতা থাকে। সেই হয়ে উঠে লড়াকু। হাজারো প্রতিবেদকতা সেই লড়াইকে খানিয়ে দিতে পারে না। গোটা বিশ্ব জুড়ে এই ধরনের অসংখ্য লড়াকু প্রতিভা দেখা যায়। এদেরই একজন ত্রিপুরা খো খো খেলোয়াড় সামিম আলি। দীর্ঘদিন ধরে খেলছে। রাজ্যকে অসংখ্যবার নিজের পারফরম্যান্স দিয়ে গর্বিত করেছে। বলা যায়, ত্রিপুরার খো খো-তে একটি মাত্র নাম গোটা দেশের মধ্যে উজ্জ্বল। এই নামটি হলো কৈলাসহরের সামিম আলি। খো খো ফেডারেশন যখনই কোন জাতীয় শিবিরে অনুষ্ঠিত করে ত্রিপুরা থেকে সামিম-র নাম সেই তালিকায় উপরের দিকে থাকে। শুধু খেলা নয়, খেলার পাশা পাশি একযোগে কোচিংও করে চলেছে প্রতিভাবান সামিম। কিস্তি দুর্ভাগ্য, এখনও পর্যন্ত সরকারিস্তরে কোন প্রকার সাহায্য পায়নি। গত বছরও দেড় মাসের জন্য দিল্লিতে জাতীয় শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিল। দুইবার জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্বও করেছে। এই বছর জাতীয় খো খো লিগের লক্ষ্যে খো খো ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া যে শিবিরের ব্যবস্থাক করেছে তাতেও সামিম-র নাম রয়েছে।



বর্তমানে দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে অনুশীলনে ব্যস্ত সামিম।

খো খো-কে ভালোমতে দীর্ঘদিন ধরে ময়দান আছ। অথচ বিনিময়ে এখনও পর্যন্ত কিছুই জুটেনি।সরকারি বা বেসরকারিস্তরে জুটেনি সামিম-কে ন্যূনতম সাহায্যও করেনি। রাজ্যের স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলির অবস্থা এককথায় ভাড়ে

ভুয়ো অ্যাসোসিয়েশনের তালিকা প্রকাশ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারিঃ ক্রীড়াক্ষেত্রে ভুয়ো অ্যাসোসিয়েশন শুধু ত্রিপুরার সমস্যা নয়, গোটা দেশেরই সমস্যা। ক্রীড়াকে কেন্দ্র করে একটা নতুন ধরনের বাণিজ্যিক লেনদেন শুরু হয়েছে। বাম আমল থেকেই ত্রিপুরায় একটা গোষ্ঠী এই ধরনের ভুয়ো ক্রীড়া সংস্থা গঠন করে রমরমিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিল। যা অব্যাহত রাম আমলেও। বলইবাচ্ছালা, প্রতিটি ক্ষেত্রেই শাসক দলীয় নেতাদের প্রত্যক্ষ মদতেরই এসব ভুয়ো অ্যাসোসিয়েশনগুলি রাজত্ব করে। খেলাধুলার উন্নয়নে তাদের কোন অবদান নেই। শুধুমাত্র

ক্রীড়ােকেন্দ্রীক বাণিজ্যের মাধ্যমে নিজেদের অট্টালিকা বানানো কিংবা বিলাসবহুল গাড়ি ক্রয় করাই তাদের লক্ষ্য। গোটা দেশই এখন এসব ভুয়ো অ্যাসোসিয়েশনের উৎপাতে রীতিমত তটস্থ। আইওএ-র যুথসচিব মধুকান্ত পাঠক এই ধরনের তালিকা প্রকাশ করেছেন। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর-কে এই ভুয়ো অ্যাসোসিয়েশনের তালিকা পাঠিয়েছেন। এসব অ্যাসোসিয়েশনগুলি খেলোয়াড়দের কাছ থেকে বেআইনিভাবে অর্থ আদায় করে তাদেরকে খেলার

সুযোগ করে দেয়। মারাত্মক বিষয় হলো, যে সমস্ত প্রতিযোগিতায় এই খেলোয়াড়দের সুযোগ দেওয়া হয় সেই সব প্রতিযোগিতা আদৌ স্বীকৃত নয়। শুধুমাত্র কয়েকটি সংস্থা নিজেদের ব্যবসার পরিধি বাড়ানোর জন্য এই ধরনের ভুয়ো প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ইন্ডিয়ান উইমেন অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান রুরাল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, স্টুডেন্ট অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন সহ ২১টি ভুয়ো সংস্থার বিরুদ্ধে সমস্ত রাজ্য সংস্থাগুলিকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন আইওএ-র যুথসচিব।

উমাকান্ত মাঠের কথা ভেবে নভেম্বরেই ঘরোয়া লিগ চাইছে ফুটবল মহল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারিঃ টিএফএ-র সিনিয়র ডিভিশন লিগ ফুটবলের সিঙ্গল লিগের খেলা শেষ হচ্ছে ৯ ফেব্রুয়ারি। তারপর হয়তো ২-৩ দিনের বিরতি দিয়ে শুরু হবে সুপার লিগের খেলা। সুপার লিগে ছয়টি ম্যাচ। যেহেতু সুপার লিগে চারটি দল তাই ছয়টি ম্যাচের জন্য ৮-৯ দিন সময় লাগবে। এই হিসাবে এবারের ঘরোয়া ক্লাব ফুটবল শেষ হতে হতে সম্ভবত ২০-১১ ফেব্রুয়ারি হয়ে যাবে। এখন ঘটনা হচ্ছে, টিএফএ-র বর্তমান যে সংবিধান সেখানে মার্চ মাসের মধ্যে ঘরোয়া ক্লাব ফুটবলের দলবদল নির্ধারিত। ২০২২ ফুটবল সিজনের খেলার জন্য দলবদল করতে হবে। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসে ২০২১ সিজনের খেলা শেষ করে মার্চ মাসে ২০২২ সিজনের দলবদল কর্তা ফেব্রু হাবে ক্লাবগুলির কাছে? বিষয়টি হচ্ছে আর্থিক।

সেহরয়ারি মাসে খেলা শেষ হওয়ার সাথে সাথে ক্লাবগুলি তাদের প্লেয়ার পেমেণ্টও শেষ করতে হবে। এরপর মার্চে দলবদল হলে আবার প্লেয়ারদের অগ্রিম একটা অঙ্ক পেমেণ্ট করতে হবে। ফলে এক মাসের মধ্যে ৮টি ক্লাবের মধ্যে পুলিশ ছাড়া বাকি ৭টি ক্লাবের মোটা টাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ক্লাবগুলির মধ্যে আলোচনা যে, ২০২২ ফুটবল সিজনের দলবদল যেন পিছিয়ে দেওয়া হয়। কোন কোন ক্লাবের বক্তব্য, যখন খেলা হবে তার এক মাস আগে হউক দলবদল। যদি জুন-জুলাই মাসে ২০২২ ফুটবল সিজন শুরু হয় তাহলে মে-জুন মাসে হউক দলবদল। অর্থাৎ খেলা শুরু হওয়ার আগে দলবদল। এক্ষেত্রে অবশ্য

টিএফএ-র সমস্যা হলো, দলবদলের সময় বদল করতে হলে স্পেশাল জেনারেল বড়ির বৈঠক ডেকে সংবিধানের দলবদল ধারাতে সাময়িক পরিবর্তন বা বদল আনতে হবে। এই বছর দলবদলের অনেক পর খেলা হচ্ছে। এতে করে দলগুলির খরচ বেড়েছে। একটি ক্লাবের নাকি এবার প্রায় ২০-২২ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে। সুতরাং একবার ২০-২২ লক্ষ টাকা খরচ করে এক মাসের মধ্যেই আবার দলবদল নিয়ে আর্থিক সমস্যা হতে পারে। এখন টিএফএ-র উপর সব কিছু নির্ভর করছে। তবে ফুটবল মহল কিন্তু চাইছে যে, এবারের মতো টিএফএ নভেম্বর মাসেই করক ক্লাব ফুটবল। কারণ হিসাবে তারা বলছেন উমাকান্ত মাঠ। তাদের বক্তব্য, বর্ষায় উমাকান্ত মাঠে টানা ফুটবল হলে টিএফএ-র পক্ষে খেলা করা কঠিন হবে। এমন বৃষ্টি নেই বলে উমাকান্ত মাঠে টানা খেলা করা যায়। সুতরাং ফুটবল মহল কিন্তু চাইছে যে, উমাকান্ত মাঠের কথা ভাবে নভেম্বর মাসেই শুরু হউক ক্লাব ফুটবল। যদি তা হয় তবে ক্লাবগুলি যেমন সময় পাবে তেমনি দলবদলও অক্টোবর মাসে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। প্রয়োজনে জুলাই আগস্ট মাসে রাজ্যভিত্তিক ফুটবল বা মহকুমা ফুটবল হতে পার। বর্তমান সময়ে উমাকান্ত মাঠ ছাড়া টিএফএ-র হাতে কোন ফুটবল মাঠ নেই। আর জুলাই-আগস্ট মাসে (বর্ষার সময়) এই শহরে যেভাবে জল জমে তাতে উমাকান্ত মাঠে নিয়মিত ফুটবল কঠিন। সব কিছু মিলিয়ে নভেম্বর থেকে আগরতলা ক্লাব লিগ শুরু করলে মাঠ নিয়ে কোন সমস্যা পড়তে হবে না টিএফএ-কে-বক্তব্য ফুটবল মহলের।



মা ভবানী। ফলে ত্রিপুরা খো খো অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সেভাবে সাহায্য করা সম্ভব নয়। তারপরও সামিম-র কথায়, ‘যতদূর এগদ্বতা থাকে। পেরেছি সেটা অ্যাসোসিয়েশনের জন্যই। অ্যাসোসিয়েশনের আর্থিক ক্ষমতা নেই। তারপরও যথাসম্ভব সাহায্য আমাকে করা হয়েছে। এবারও দিল্লিতে বিমানে আসা-যাওয়ার খরচটা তারা দেবে বলে জানিয়েছে।’ ক্রীড়া পর্ষদের কাছে বহুরার সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছে। খো খো অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারাও চেষ্টা করেছে যাতে পর্যদ থেকে সামিম-কে সাহায্য করা হয়। তবে বর্তমানে পর্ষদের কাছে সাহায্য চাওয়া আর অরগো রোদন একই জিনিস। ফলে সামিম-র ভাগ্যে কিছুই জুটেনি। এমনও গেম রয়েছে যেসব গেমেসে নাম সাধারণ মানুষ জানেই না। সেই সব গেমেসে খেলোয়াড়দের কিংবা অল্পখ্যাত গেমেসে খেলোয়াড়দের সরকার বিভিন্ন সময় বিশাল অঙ্কের অর্থ সাহায্য করেছে।ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতর এসব ক্ষেত্রে সিদ্ধহস্ত। তবে সামিম বুঝতে পারে না তার ক্ষেত্রে কেন ব্যতিক্রম হলো। কৈলাসহর ক্রীড়া দফতরের অফিসেও অনেকবারই সাহায্যের জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু

কিছুই জুটেনি তার ভাগে। হতভাগ্য সামিম-র বক্তব্য হলো, ‘ক্রমঃঃ ধৈর্য হারিয়ে ফেলছি। একজন খো খো খেলোয়াড়ের জন্য ঠিকঠাক ডায়েট অত্যন্ত জরুরি। কারণ খো খো একটি কোচিং এবং ভৈকনিক্যাল গেম। ডায়েটিং ঠিকঠাক না হলে পারফরম্যান্স গ্রাফ কমেই উঠবে না। পাশাপাশি দরকার কিছু সঞ্জ্ঞাম। আর কিছুই আমি চাইনি কখনও। শুধু এই দুইটি ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলাম। দুর্ভাগ্য, অনেক অল্পখ্যাত খেলোয়াড় শুধুমাত্র প্রভাব খাটিয়ে সাহায্য পেয়ে যায়। আর আমি বছরের পর বছর ধরে জাতীয় শিবিরে যাচ্ছি, জাতীয় দলের হয়ে খেলার পরও কোন সাহায্যই জুটলো না আমার।’ আর কতদিন খেলা চালিয়ে যেতে পারবে সামিম তা নিয়ে নিশ্চিত নয়। খেলার পাশাপাশি কৈলাসহরে দুইটি কোচিং সেন্টারেও প্রশিক্ষণ দেয় সে। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, কোচ হিসাবেও নিজের দুরূহ দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে। এই দুইটি সেন্টার থেকে উঠে এসেছে অসংখ্য খেলোয়াড়। যারা কৈলাসহর এবং উনকোটি জেলাকে রাজ্য সেরা করেছে। এরা জোে এমনিতেই প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের খুব অভাব। দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হলো, ●এরপর দুইয়ের পাভায়

ইন্ডিজ সিরিজে মিলন দর্শক প্রবেশের অনুমতি

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি।। মঙ্গলবার থেকেই ৭৫ শতাংশ দর্শক নিয়ে স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজন করা যাবে। জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরেই তাঁকে গন্যবাদ জানিয়েছেন সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া। নতুন নির্দেশে আগামী ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে ইডেন গার্ডেনে দর্শক প্রবেশের ব্যাপারে সংশয় কটিল রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে ইডেনে ৭৫ শতাংশ দর্শক প্রবেশ করতে কোনও বাধা নেই। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর অভিষেক বলেছেন, “রাজ্যজুড়ে খেলাধুলো ফের চালু করা এবং স্টেডিয়ামে ৭৫ শতাংশ দর্শক

●এরপর দুইয়ের পাভায়

রহস্যের আগুনে পুড়ল ২৬ দোকান



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। শহরে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ল ২৬ টি দোকান। দমকলের ইঞ্জিন আসার আগেই সুহুর্ভে পুড়ে ছাই হয়ে যায় পাশাপাশি থাকা দোকানগুলি। প্রায় এক কোটি টাকার ওপর ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিক ধারণা স্থানীয়দের। নাইট কারফিউতে এই অগ্নিকাণ্ড নিয়ে রহস্য দেখা দিয়েছে। কিভাবে এই আগুন হলেগেছে বাজারে উ পস্থিত ব্যবসায়ীরাও ঠিকভাবে বলতে পারছেন না। তবে কারও কারও কথায় টেইলারের দোকান থেকে

এই আগুন লাগতে পারে। ইচ্ছে করে এই আগুন লাগানো হয়েছে? নাকি দুর্ঘটনা বশত শট সার্কিট থেকে এই আগুন? সবটাই রহস্যময়। গুঞ্জন উঠেছে নাশকতামূলক আগুন লাগানোরও। সোমবার রাত পৌনে আটটা নাগাদ বড়জলা মহান ক্লাবের পাশে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। খবর পেয়ে ছুটে যান এলাকার বিধায়ক ডাঃ দিলিপ কুমার দাস, এসডিএম অসীম সাহা-সহ অনার্য। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব অগ্নিকাণ্ডের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে খবর নিয়েছেন। নাইট কারফিউ শুরু হয়ে

যাওয়ায় অধিকাংশ দোকান বন্ধ ছিল। কয়েকটি দোকানের দরজা অল্প খোলা রেখে ব্যবসায়ীরা হিসেবে করছিলেন। এমন সময় পাকা শেডের ওপর তৈরি টিনের দোকানঘরগুলিতে আগুন লাগে। দ্রুত আগুন টিন এবং কাঠের দোকানগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের লেলিহান এতটাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে ছয়টি ইঞ্জিন আসার আগেই সব দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনার সময় নিজের ইলেকট্রনিক সামগ্রীর দোকানে ছিলেন বিনয় সরকার। তিনি

● এরপর দুইয়ের পাতায়

সরকারি গাড়ি থেকে জ্বালানি চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩১ জানুয়ারি।। রাতের আঁধারে দোকানপাট মানুষের বাড়িঘর তো বটেই। এছাড়া ধর্মীয় স্থান থেকে আরম্ভ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পোস্ট অফিস কোন জায়গায় বাদ যায়নি চোরের হানা। এবার সরকারি গাড়ি থেকে জ্বালানি চুরির ঘটনা ঘটলো বিশালগড়ে। বিশালগড় থানা এলাকা থেকে প্রায় প্রতিদিনই অভিযোগ উঠে আসছিল কারফিউ

চলাকালীন সময়েও মানুষের বাড়িঘর থেকে গবাদিপশু-সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে চোরের দল। গত দুই-তিনদিনে বিশালগড় থানায় কয়েকটি চুরির অভিযোগ জমা পড়েছে বলে খবর। রবিবার রাতে বিশালগড় থানা থেকে প্রায় একশো মিটার দূরে একটি গ্যারেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুর পরিষদের গাড়ি থেকে প্রায় ৩০ লিটার জ্বালানি চুরি হয়ে যায় বলে অভিযোগ

চালকের। ইতিমধ্যে বিশালগড় থানায় অভিযোগ জমা পড়লেও এই জ্বালানি চুরি নিয়ে নানারকম প্রশ্নও উঠছে। জানা গেছে, গত কয়েকদিন ধরে ওই গ্যারেজে বিশালগড় পুর পরিষদের টিআর ০৭-০৮১২ নম্বরের টি পার গাড়িটির মেতামতের কাজ চলছিল। তবে রবিবার রাতে গাড়ির জ্বালানির ট্যাকের তালো ভেঙে চোরের দল ৩০ লিটারের মত

● এরপর দুইয়ের পাতায়

ধর্ষণ করে ব্ল্যাকমেইল করার অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। ধর্ষণ করে মোবাইলে ভিডিও রেকর্ড করে ব্ল্যাকমেইল করার অভিযোগ উঠলো এক যুবকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় আমতলি থানার ভূমিকায় স্কেড দেখিয়েছেন এক গৃহবধু। তিনি দাবি করেছেন, অভিযুক্তের নাম কাসেম তুই ইয়া। তিনি শাসকদলের বিধায়িকার কাছে লোক। কাসেম তাকে দলের সঙ্গে নেশা জাতীয় কিছু খাইয়ে ধর্ষণ করেছে। ধর্ষণের সময় ভিডিও মোবাইলে রেকর্ড বন্দি করে নেয়। এই ভিডিও দেখিয়ে বহুদিন ধরেই তাকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই

● এরপর দুইয়ের পাতায়

সার্ভিস বয় চাই
একটি রেস্টুরেন্টের জন্য ৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কয়েকজন সার্ভিস বয় চাই।
— : যোগাযোগ :—
Mob - 9862358921 8794560048

জায়গা বিক্রয়
মৌজা উত্তর সোনাইছড়ি, তহশীল- সাড়া সীমা, মহকুমা- বিলোনিয়া, খতিয়ান নম্বর- ২১৭/১, ২, ৩ ও ৪। মোট জায়গা ২৫ একর ২১ শতক। ইচ্ছুক উপজাতি অংশের ভাইবোন নিম্ন ঠিকানা ও নম্বরে যোগাযোগ করুন।
শ্রী বিকাশ রিয়াং
কালমা, মঙ্গুরীপুর
Mob - 8729851529

পুলিশকে ৪৮ ঘণ্টা সময়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। চাকরিচ্যুত শিক্ষকের উপর হামলার ঘটনায় পুলিশকে ৪৮ ঘণ্টা সময় দিলো জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ১০৩২৩। এই সময়ের মধ্যে অভিযুক্তরা থেকতার না হলে রাজ্যব্যাপী বড় আন্দোলনে নামবেন চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা। সোমবার এনসিসি থানা এবং পুলিশ সারদ দফতরের সামনে আলোচন

সোনার বাজার দর
১০ গ্রাম : ৪৮,৩৫০
ভরি : ৫৬,৪০৮

কাঠমিস্ত্রি ও লেবার চাই

আগরতলা শহরে থেকে খেয়ে কাজ করার জন্য কাঠ মিস্ত্রি ও লেবার চাই।

“শিবশক্তি কোরিং সেন্টার”
8413987741
9051811933

বিঃদ্রঃ এখানে পুরাতন বিল্ডিং ক্রয় করে ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়।

কর্মখালি
আগরতলা শহরের একটি প্রতিষ্ঠিত হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট-র জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কুক/হেলপার/ ডিস ওয়াশ সার্ভিস বয় এর দরকার। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
ROYAL PARADISE HOTEL & RESTAURANT
N.S. ROAD NEAR- N.R.C.C
Mob - 9436115500

করে এই দাবি করেছেন জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির নেতারা। বিজয় কৃষ্ণ সাহা, কমল দেবের নেতৃত্বে সোমবার জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির প্রতিনিধি দল প্রথমে এনসিসি থানায় ছুটে যান। সেখানে থানার ওসির সঙ্গে কথা বলেন। এরপর তারা যান পুলিশ সদর দফতরে। কমল দেব জানিয়েছেন, সিদ্ধার্থ দাস ব্যক্তিগত কাজে স্ট্রুটি নিয়ে ৭৮

● এরপর দুইয়ের পাতায়

জায়গা বিক্রয় / লিজ
আগরতলা-খয়েরপুর-আমতলী বাইপাস ফুড পার্কের কাছে বড় গাড়ির রাস্তা সহ ১০ কানি জায়গা বিক্রি বা লিজে দিতে চাই।
— : যোগাযোগ :—
Mob - 7005642946

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

ATTENTION RUBBER TRADERS AND RUBBER FARMERS
We help to get Rubber board licence, GST, MSME registration for unregistered traders.
Other Activities : Business development guidance, project report for PMEGP, Trade loans with or without subsidy
For Farmers only Guidance to estate farmers for increasing yield and quality, Estate inputs, acid, mini modern smoke house etc.
For details
MAA ENTERPRISE
Kumarghat, Unokoti, Tripura
(M) 8974693460 / 7994669119 / 7085442220

ডাক্তার সংকটে টিএমসি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। চিকিৎসকের সংকট শুরু হয়েছে হাঁপানিয়ার টিএমসি হাসপাতালে। দিন্নি থেকে টিএমসি-তে মেডিক্যাল টিম আসার কথা শুনে চিকিৎসা পরিষেবা অনেকটাই লোটে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। হাসপাতালের চিকিৎসকরা ব্যস্ত সবকিছু গুছিয়ে নিতে। সবাই হাসপাতাল সাজানোর উপর নজর দিচ্ছে। কিন্তু এই সুযোগে দুর্দিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি রোগীরা চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। জানা গেছে, টিএমসি পরিদর্শন করতে মঙ্গলবারই কেন্দ্রের স্বাস্থ্য দফতরের একটি টিম রাজ্যে আসছে। এই টিম টিএমসি হাসপাতালের বিভিন্ন পরিষেবা ঘুরে দেখবেন। তাদের

● এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রেমিকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। ভালোবাসার নামে প্রতারণা করে এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠলো। এই ঘটনায় আমতলি থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। বাধারখাট রেল কোয়ার্টারে এই ধর্ষণের ঘটনাটি হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযুক্ত নিজেও রেল কোয়ার্টারে থাকে। তার নাম গুড্ডু দে ওরফে অজয়। আমতলি থানা এই ঘটনায় মামলা নিয়েছে। মামলা হওয়ার পর থেকেই পুলিশের খাতায় গুড্ডু পলাতক। ধর্ষিতার অভিযোগ, তার সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় ছিল গুড্ডুর। এই পরিচয় থেকে তাদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক হয়। গুড্ডুর সঙ্গে দেখা করতে তিনি রেল কোয়ার্টারেও আসা-যাওয়া করতেন। গত ১৯ জানুয়ারি রেল কোয়ার্টারে যাওয়ার পর তাকে জোর করে ধর্ষণ করে গুড্ডু। এরপর এভাবে আরও কয়েকদিন ধর্ষণ করে। এখন বিয়ে করতে অস্বীকার করছে এই যুবক। বাধ্য হয়েই থানায় মামলা করেছেন ধর্ষিতা তরুণী। পুলিশ যথারীতি মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

লোক চাই
আগরতলা শহরে অবস্থিত একটি ফ্যাক্টরিতে থাকা খাওয়ার সর্ব সুবিধা সম্পন্ন একজন সৎ, কর্মঠ ছেলে প্রয়োজন। অতি সত্বর নিয়েগে ইচ্ছুক।
— : যোগাযোগ :—
Mob - 7085711390
সময় : 11-5 টা

জিবিপিতে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতালে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। সোমবার সকালে জিবিপি হাসপাতালের ক্যান্টিনের উল্টো দিকের রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় এই যুবককে পড়ে থাকতে দেখেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। মৃতের নাম রণবীর দে। তিনি মহাকরণে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসেবেই কাজ করতেন। জানা গেছে, রণবীরের স্ত্রী সীমা দে জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তিনদিন আগেই তার অপারেশন হয়েছে। স্ত্রীকে দেখভাল করতে গোটো রাত হাসপাতালে কাটান রণবীর। দুর্দিন ধরেই তিনি অসুস্থতাবোধ করছিলেন। রবিবার রাতেও স্ত্রীকে দেখভাল করতে হাসপাতালে রাত কাটতে যান। সকালে তার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। এক রোগীর পরিজন জানিয়েছেন, রাত তিনটে নাগাদও ক্যান্টিনের সামনে বসে চা খেতে দেখা গেছে রণবীরকে। এরপর আর তাকে দেখা যায়নি। তবে একজন একটি প্রাচীরের উপর রণবীরকে বসে থাকতে দেখেছেন। সেখান থেকে পড়ে রণবীর মারা গেছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে এই ঘটনার তদন্তের দাবি উঠেছে। এটা দুর্ঘটনা না হত্যা তা জানতে প্রত্যক্ষদর্শীরা সবাই পুলিশি তদন্তের দাবি তুলেছেন। যদিও মৃতের পরিবার থেকে থানায় কোনও ধরনের মামলা করা হয়নি। রাজ্যের প্রধান হাসপাতালে নিরাপত্তাও বাড়ানোর দাবি উঠেছে।

খুনের দায়ে যাবজ্জীবন তহশিলকে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। তিন বছর আগে একটি খুনের দায়ে তহশিল দেববর্মাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা দিলো আদালত। সোমবারই এই সাজা ঘোষণা করা হয়েছে। জানা গেছে, ২০১৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর লেফুঙ্গা থানার কামালঘাট বাজারে এই খুনের ঘটনাটি হয়েছিল। বাজারের পাশেই গুডলক্ষ্মী দেববর্মা নামে এক মহিলার মাথায় কুড়ুল দিয়ে মেরেছিল তহশিল।

যৌন হেনস্থা, সশ্রম কারাদণ্ড

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। শিশুকে যৌন হেনস্থার ঘটনায় ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হলো এক যুবকের। সোমবার এই রায় শুনিয়েছেন পশ্চিম জেলার পকসো আদালতের বিচারক অমরেন্দ্র কুমার সিং। ঘটনাটি হয়েছিল আমতলি থানার মনফোট স্কুলের জলের ট্যাকের কাছে। অভিযুক্তের নাম তাপস দাস ওরফে তনু (২৮)। তার বাড়ি কাঁঠালতলির ইয়

বিজ্ঞপ্তি
আমি শ্রীমতি সুতপা দত্ত পতি শ্রী অমিতাভ বিশ্বাস সাকিন - নন্দননগর, পোঃ বনকুমারী, থানা- এনসিসি। বিগত ২৫-০৯-২১ ইং তারিখে এফিডেভিট মূলে আমি সুতপা বিশ্বাস ইহঁতে সুতপা দত্ত নামে পরিচিত হলাম। সুতপা দত্ত ও সুতপা বিশ্বাস একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত।

বাস্য এখন আর দুঃখ নয়
আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান। সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসত্বর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।
মিয়া সুফি খান
যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সন্তান এর যত্না অথবা শত্রুদমন, সন্তানের চিন্তা, স্বপ্ন মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুলনামূলক সমাধান পাবেন আমাদের কাছে দ্বারা।
যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছে কোন ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।
তত্ত্ব মন্ত্র বশীকরণ এবং অন্ত-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্বরে একটি নাম।
মোবাইল : 8798144508 / 8798144507
ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

NW নাইটিংগেল নার্সিং হোম
ধলেশ্বর রোড নং-১৩, বু লোটাস ক্লাব সংলগ্ন, আগরতলা
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, উন্নত মানের অপারেশন থিয়েটার, আই.সি.ইউ, এন.আই.সি.ইউ. চিকিৎসা ও পরিষেবা।
সুবিধা গাইনোকোলজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইক্রো সার্জারী।
ঃ যোগাযোগ :ঃ
0381-2320045 / 8259910536 / 8798106771

2ND HAPPY BIRTHDAY
AYANTIKA SAHA
Happy Birthday
FATHER - SUBHAJIT SAHA
MOTHER - DEBJANI BHATTACHARJEE
ADDRESS - BISHALGARH, SEPAHJALA TRIPURA

24th Anniversary
পরিমল দেববর্মা- কল্পনা দেববর্মা
কৃষ্ণনগর, আগরতলা
তোমাদের জীবনের আকাশে ভালবাসার চাঁদ
সবসময় উজ্জ্বলভাবে ছড়াক শুভ-শীতল জোছনা।
২৪তম বিবাহ বার্ষিকীতে এই শুভেচ্ছা সবচেয়ে সুন্দর দম্পতির জন্য- সর্বদা যেন বসন্ত বিরাজ করে তোমাদের খুশির অরণ্যে।
ভালবাসার বন্ধনে হোক হীরার মতো চকচকে।
শুভেচ্ছান্তে
পরিবার ও বন্ধুবান্ধবরা

শ্রদ্ধাঞ্জলি
আগমন ৩১শে কার্তিক ১৩৪৬
প্রয়াণ ৬ই মাঘ ১৪২৮
স্বর্গীয়া পুতুল রানী লোধ
গভীর শোকাহত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, আমাদের পরমপ্রিয় শ্রদ্ধেয়া মাতা শ্রীমতি পুতুল রানী লোধ সংসারের মায়ী মমতা ত্যাগ করে শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের চরণে আশ্রিত হয়েছেন। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় আজ আমাদের টাউনপ্রতাপগড় রোডস্থিত নিজ বাসভবনে পারলৌকিক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হবে।
গভীর শোকাহত
পুত্র- নৃপেশ লোধ, সুকেস লোধ, টিকু লোধ, বিশ্বজিৎ লোধ, কন্যা- অনিমা লোধ মঞ্জুমদার, জামাতা - সঞ্জিব মঞ্জুমদার, পুত্রবধূ- শিখা, স্বপ্না, শর্মিলা, সোমা, নাতি- স্বর্গদীপ, অঘদীপ, নন্দদীপ, স্বপ্ননদীপ, নাতনী- রিয়া, নিকিতা, বর্ণালী।

ইন্ডিয়া আয়ুর্বেদিক মেডিসিন সেন্টার
Paradise Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan
Agartala - 8787626182
NO SIDE EFFECTS
সুগারকে সবসময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ রাখে
D - Active Capsule
MRP : 395/-

“স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা”
BAPPIRAJ FURNITURE
Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura
© Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur
বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার
9436940366